দশমঃ স্কন্ধঃ
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। ক্বচিদ্বনাশায় মনো দধদ্ব্রজাৎ প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ॥

১। অন্বয় ঃ শ্রীশুক উবাচ—ক্বচিৎ হরিঃ (কৃষ্ণঃ) বনাশায় (বনভোজনায়) মনঃ দধৎ (ইচ্ছন্) প্রাতঃ সমুত্থায় চারুণা (মনোহারিণা) শৃঙ্গরবেণ বয়স্য বৎসপান্ প্রবোধয়ন্ (জাগরয়ন্) বৎসপুরঃসরঃ (গোশাবকান্ অগ্রে কৃত্বা) ব্রজাৎ বিনির্গতঃ।

১। মূলানুবাদ ঃ শ্রীশুকদেব বললেন—কোনও একদিন শ্রীহরি বনেই প্রাতর্ভোজন করবার ইচ্ছায় ঘুম থেকে উঠে চারু বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে রাখাল সখাদের মনোহর শৃঙ্গরবে সুখে নিদ্রাভঙ্গ করাতে করাতে বৎসপাল আগে করে ধীরে ধীরে ব্রজ থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

ভাতি রূপগুণক্রীড়ানামভিনিত্যনূতনঃ।
আশ্চর্য্যশ্চ সদাশ্চর্য্যাদ্‌ষঃ প্রভুঃ স প্রসীদতু॥

১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ পুনর্যথাক্রমমধ্যায়ত্রয়েণ কৌমারীমেব লীলাং বদন্ তত্রাদৌ একেনাঘাসুরবধমাহ—ক্বচিদিত্যাদিনা। যদেতচ্চ অধ্যায়ত্রয়ং 'পূতনা লোকবালঘ্নী' (শ্রীভা॰ ১০।৬।৩৫) ইত্যাদি শ্লোকষট্‌কং, 'য এতৎ পূতনামোক্ষম্' ইত্যাদিশ্লোকঞ্চ কশ্চিন্ন মন্যতে, তত্র কারণং ন পশ্যামঃ। সর্ব্বত্রাপি দেশেষ্বৈতিহ্যপ্রাপ্তত্বাৎ, বাসনাভাষ্য সম্বন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু-শুকমনোহরা-পরমহংসপ্রিয়াদিষু প্রাচীনাধুনিকটীকাসু ব্যাখ্যাতত্বাচ্চ; তদীয়-স্বসম্প্রদায়ানঙ্গীকারপ্রামাণ্যেন তস্যাপ্রামাণ্যং চেৎ, অন্যসম্প্রদায়াঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ? ন চ মুরভিদাদি-নামবদঘভিদাদিনাম্নাং তত্র প্রয়োগো ন দৃশ্যত ইতি বাচ্যম্; 'যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা, চ্ছৃণ্বন্তিযেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ' ইতি তৃতীয়াৎ (১৫।২৩) পাপভিদাদিনাম্নাং তত্রাপ্রয়োগাৎ ন চ তত্র তত্র লীলানুবাদে সা লীলা নাস্তি, স্বামিপাদৈস্তত্র তত্র তস্যা অপি দর্শিতত্বাৎ, অতএব দ্বাত্রিংশৎ ত্রিশতঞ্চ যস্য বিলসচ্ছাখা ইতি তদীয়পদ্যে খণ্ডিতমধ্যায়ত্রয়ং যত্তদিদমেবেতি ন তন্মতম্, ন চ তত্রয়মন্যত্র কুত্রাপি খণ্ডয়িতব্যম্। সর্ব্বত্রাধ্যায়সংখ্যাশ্লোকসহিত-টীকাসদ্ভাবাৎ

ততো দ্বাত্রিংশচ্চ ত্রয়শ্চ শতানি চেতি দ্বন্দ্বৈক্যমেব তদ্বিবক্ষিতম্। অনির্ণীতবহুত্বস্থানবস্থাভিয়া ত্রিত্বে এব পর্য্যবসানাৎ। কপিঞ্জলালভন-ন্যায়েন, অন্যথা ত্রিশতীত্যেব স্যাৎ। ন চাসুরমুক্তেঃ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধত্বান্ন তদার্ষং, শ্রীকৃষ্ণমারিতেষু সর্ব্বেষু তেষু দৃষ্টত্বাৎ। 'আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনিজন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥'(শ্রীগী১৬।২০) ইত্যাদিষ্বপি মাং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণম্ অপ্রাপ্যৈব, ন তু প্রাপ্য ইত্যাত্তঙ্গীকারাৎ; যথা চোক্তম্—'যে চ প্রলম্বখর-দর্দুর-কেশ্যরিষ্ট,-মল্লেভ-কংস যবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ সাল্ব-কপি-বল্বল দন্তবক্র, সপ্তোক্ষশম্বর-বিদূরথ রুক্মিমুখ্যাঃ॥ যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ, কাম্বোজ-মৎস্য কুরু কেকয়-সৃঞ্জয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম,-ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্॥' (শ্রীভা০ ২।৭।৩৪-৩৫) ন চ পুরাণান্তরাপ্রসিদ্ধত্বেন সা লীলা ন সম্ভাবনীয়া, পাদ্মোত্তরখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণয়োঃ স্পষ্টত্বাৎ শ্রীবৃন্দাবনে তত্তল্লীলাস্থানানি চ প্রসিদ্ধানি, ন চ ভক্তগতিসাদৃশ্যেন তেষাং তৎপ্রাপ্তিরসমঞ্জসা, শুদ্ধভক্তৈস্তাদৃশপ্রাপ্তে-রনুপাদেয়ত্বাৎ। 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদম্' (শ্রীভা০ ৩।১৫।৪৮) ইত্যাদিবচনশতেভ্যঃ। ন চ পূতনায়া জননীসাম্যং; জননীমাহাত্ম্যবিদ্ভির্দ্বেষ্যং 'সদ্ধেশাদিব পূতনাপি সকুলা' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ইতি বাক্যেন জননীবেশমাত্রতস্তৎ প্রাপ্ত্যা তস্যা এব মহিমাধিক্যব্যঞ্জনাৎ। তত্র তত্র তেনাপি দ্বিজীবতাসিদ্ধান্তেন দোষঃ পরিহ্রিয়তে। কিন্তত্রাপি 'তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ' ইতি ন্যায়েন দোষস্তদবস্থ এব, তস্মান্ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। প্রত্যুত ভগবদ্ভক্ত তদ্ভক্তীনাং পরমমাহাত্ম্যমেবাত্র সেৎস্যতি, অতস্তদনুভবঃ শ্রীভগবদনুগ্রহ-বিশেষেণৈব সম্পদ্যত ইতি তৎ সুগোপ্যমেবেত্যেবং তস্য তাদৃশং বচনমপ্যুপপদ্যতে। অলমতিবিস্তরেণ; প্রকৃতং ব্যাখ্যাস্যামঃ। মনো দধৎ দৃঢ়েচ্ছাং কুর্ব্বন্নিতি হ্যঃকৃত সম্মন্ত্রণৈর্বয়স্যৈর্গৃহে প্রাতর্ভোজ্যানাং বন এব নয়নং বোধয়তি, তন্নয়নেচ্ছা চেয়ং প্রাথমিক্যেব লভ্যতে, সপ্রাতরাশাবিত্যুক্ত্বা ক্বচিদ্বনাশায়েত্যুক্তত্বাৎ। সম্যক্ রাত্রিবস্ত্রপরিত্যাগ শ্রীমুখাদিপ্রক্ষালন-চারুবস্ত্রভূষণ-ধারণাদিপূর্ব্বকং ত্বরয়োত্থায় নিষ্ক্রম্য প্রবোধয়ন্নিতি সখিভিঃ সহ সুখজিগমিষয়া ব্রজাচ্ছনৈর্নির্গমনং বোধয়তি; অতএব বয়স্যেতি বিশেষণম্। চারুণেতি স্বরূপনির্দ্দেশো নিদ্রাতানাং সুখেনৈব নিদ্রাভঙ্গং বোধয়তি। বৎসাঃ পুরঃসরা যস্য সঃ তেন তেনৈব তেষাং চিত্তহরণাদ্ধরিঃ; স এবস্বয়ং ব্রজাদ্বিশেষেণ নির্গতঃ, ন তদ্দিনবৎ শ্রীরামেণ সহিতঃ, তত্র কারণং তচ্ছৃঙ্গরবেণ চ চলিতুমুদ্যতস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণেনাপি কৃতচলন-নির্ণয়স্য নূনং জনন্যা দৈবজ্ঞাদ্যুপদেশেনারব্ধশান্তিকাদিকর্ম্মত্বমেব মুখ্যং ভবেৎ। তত্রৈব লীলাশক্তিঘটিত-তদগোচরতাহেতুক বক্ষ্যমাণলীলা সম্পাদনার্থত্বং তু গৌণং, ক্বচিদ্বনাশায় মনো দধদিত্যনেন বনভোজনস্যৈ-বোদ্দেশ্যত্বাৎ, অঘাসুরবধাদীনান্তু আগন্তুকত্বাৎ। অত্র প্রতিপদং প্রতিবাক্যং প্রতিশ্লোকং প্রতিপ্রকরণঞ্চ পূর্ব্বপূর্ব্বস্মাদুত্তরোত্তরমুত্তরস্মাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বমাশ্চর্য্যমূহ্যম্; তচ্চ ভক্তজনহৃদয়ৈকবেদ্যমতিবিস্তরভিয়া ন বিব্রিয়তে॥ জী০ ১॥

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ রূপগুণলীলায় নিত্যনূতন আশ্চর্য থেকে আশ্চর্য যে প্রভু দীপ্তি পাচ্ছেন তিনি প্রসন্ন হউন।

পুনরায় যথাক্রমে অধ্যায়ত্রয়ে কৌমার লীলা বলতে গিয়ে সে সম্বন্ধে প্রথমে এক অধ্যায় অঘাসুর বধলীলা বলা হচ্ছে—ক্বচিৎ ইতি। শ্রীভা০ দশমের ১২,১৩, ১৪ অধ্যায়ত্রয় এবং (শ্রীভা০১০।৬।৩৫) 'পূতনা

লোকবালনাশিনী' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকও (শ্রীভা॰ ১০ ৬।৪৪) 'এই যে পূতনামোক্ষ বৃত্যান্ত' ইত্যাদি শ্লোক কোন জন যে মানেন না, সে বিষয়ে কারণ কিছু দেখি না,—সর্বদেশেই ইহা ঐতিহ্য প্রাপ্ত হওয়া হেতু এবং বাসনাভাষ্য-সমন্ধোক্তি-বিদ্বৎকামধেনু শুক মনোহরা-পরমহংসাদির মধ্যে প্রাচীন-আধুনিক টীকাতে ব্যাখ্যাও হওয়া হেতু। বিরুদ্ধবাদিদের স্বসম্প্রদায়ে অস্বীকার করা রূপ প্রমাণের দ্বারা যদি ঐ সব লীলা অপ্রমান্য হয়ে যায়, তবে অন্য সম্প্রদায়ের স্বীকাররূপ প্রমানের দ্বারা কেন-না উহা প্রামাণ্য হবে? 'মুরারি' প্রভৃতি নামের ন্যায় 'অঘারি' প্রভৃতি নামের প্রয়োগ ভাগবতে দেখা যায় না, এরূপই বলা যাবে না—(শ্রীভা॰ ৩।১৫।২৩) শ্লোকে এইরূপ থাকা হেতু, যথা—"যে জন অঘভিদো অর্থাৎ অঘাসুর নাশনের [ক্রমসন্দর্ভ—অঘভিদো=অঘাসুর হন্তার—(শ্রীভা॰ ১০।১২।৩৮) অঘাসুরও যার স্পর্শে নির্ধূতপাতক।] লীলানুবাদ থেকে বিমুখ হয়ে মতিচ্ছন্নকারী ধর্ম-অর্থাদির কথা শ্রবণ করে ইত্যাদি।" 'অঘ' পদের অর্থ পাপ না করে এখানে অঘাসুর করবার কারণ শ্রীকৃষ্ণের 'পাপনাশন' প্রভৃতি নামের প্রয়োগ শ্রীভাগবতে লীলানুবাদে কোথাও দেখা যায় না—শ্রীভাগবতের স্থানে স্থানে লীলানুবাদে অঘাসুর বধ লীলা নেই, এরূপও বলা যাবে না—কারণ স্বামিপাদ স্থানে স্থানে অঘাসুর বধলীলা দেখিয়েছেন—ঐ সব অধ্যায় ও লীলা বাদ দেওয়া স্বামিপাদের মত নয়।

অসুরের মুক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বলে তা ঋষি বাক্য নয়, এরূপও বলা যাবে না—কারণ শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত সকলেরই মুক্তি দেখা যায়। এ সম্বন্ধে (গী॰ ১৬।২০)—"হে কুন্তিনন্দন এতাদৃশ মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনিই প্রাপ্ত হয়; আমাকে না পাওয়ার দরুণই তারা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতম যোনি প্রাপ্ত হয়।" ইত্যাদি শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে না পেয়েই নিকৃষ্টতমগতি—আমাকে পেলে তো আর নয়—ইত্যাদি অঙ্গীকার হেতু কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলেই মুক্তি লাভ হয়ে থাকে, ইহা স্পষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৩৪-৩৫ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি—"প্রলম্ব,ধেনুক,বক, কেশী, বৃষাসুর, চানুর, মুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয় হাতী কংস, যবন, ভূমিপুত্র নরক এবং পৌণ্ড্রকাদি যে সকল জীব তথা অপরাপর সাল্ব, কপি, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তবৃষ, সম্বর, বিদূরথ, এবং রুক্মিপ্রমুখ শূরগণ তথা যারা যুদ্ধে শ্লাঘা করে থাকেন এবং কাম্বোজ মৎস-কুরু-সৃঞ্জয়-কৈকয়াদি বীরগণ যারা অস্ত্রধারণ করে বলরাম-ভীম-অর্জুনাদির হাতে হত হবেন, তারাও শ্রীহরি হেতুভূত থাকাতেই কেউ কেউ সাযুজ্য মুক্তি ও কেউ কেউ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হবেন—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হাতে হত হলে যে প্রাপ্ত হবেন এতে আর বলবার কি আছে?" পুরানান্তরে অপ্রসিদ্ধ বলে এইসব লীলা অসম্ভব, এরূপও বলতে পারা যাবে না—কারণ পদ্মোত্তর খণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড পুরাণাদিতে স্পষ্ট রূপে এইসব বর্ণন দেখা যায়। শ্রীবৃন্দাবনে এইসব লীলাস্থান প্রসিদ্ধ। ভক্তগতির সাদৃশ্য থাকা হেতু অসুরদের ঐরূপ প্রাপ্তি অসঙ্গত, এরূপ বলা যাবে না,—কারণ শুদ্ধভক্তের নিকট তাদৃশ প্রাপ্তি একেবারেই উপাদেয় নয়, যথা—(শ্রীভা॰ ৩।১৫।৪৮)—"আপনার শ্রীচরণে শরণাগত জনকে আত্যান্তিক মোক্ষ দিলেও সে উহাকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ রূপে আদর করে না—ইন্দ্রপদের কথা আর বলবার কি আছে?" ইত্যাদি শত শত বচনের দ্বারা উপাদেয়

যে নয়, তা প্রমাণিত হয়ে আছে। পূতনার জননী সাম্য হয়েছে এরূপ কথা বলতে পারা যাবে না। জননী-মাহাত্ম্য যারা জানে, তাদের কাছে উহার গতি বিরাগ যোগ্য, যেহেতু "পূতনা শুধুমাত্র মাতৃবেশের অনুকরণ করে সবংশে স্বয়ংভগবান্ আপনাকে পেয়ে গেল।" এই যে জননীবেশ মাত্রে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি, ইহার দ্বারা শ্রীভগবৎজননী যশোদারই মহিমাধিক্য প্রকাশ করা হল, ঐ পূতনার গতির মাহাত্ম্য নয়। অঘবধ-পূতনামোক্ষণাদি লীলায় ভগবৎভক্ত-তৎভক্তির পরমমাহাত্ম্যই প্রকাশিত আছে। কিন্তু এর অনুভব শ্রীভগবৎ-অনুগ্রহ বিশেষেই সম্পন্ন হয়, তাই উহা সুগোপ্য—এই রূপে সেই বিরুদ্ধ বাদীর পক্ষে তাদৃশ বচন যোগ্যই হচ্ছে। আর অধিক বিস্তারের কি প্রয়োজন। প্রস্তুত বিষয়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হচ্ছে।

মনোদধৎ—দৃঢ় ইচ্ছা করত। এই 'মনোদধৎ' বাক্য প্রয়োগে বয়স্যগণের সহিত পূর্ব মন্ত্রণা এবং সেই অনুযায়ী গৃহে তৈরী করা প্রাতর্ভোজ্য সমূহের বনে নিয়ে যাওয়া বুঝানো হল। এই ভোজ্যের নয়নেচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের প্রথম ইচ্ছা, ইহার পূর্বে আর কোনদিন বনভোজন হয় নি। উপরে 'প্রাতর্ভোজ্য সহ যে বনে যাওয়ার কথা বলা হল, তা মূলের 'ক্বচিৎ বনভোজন' বাক্যের ধ্বনিতে ঐরূপই বুঝা যায় বলে। **সমুত্থায়**—সম্যক্+উত্থায়—'সম্যক্' রাত্রিবস্ত্র পরিত্যাগ, শ্রীমুখাদি প্রক্ষালন, চারুবস্ত্রভূষণ পরিধান পূর্বক তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গিয়ে বয়স্যদের **প্রবোধয়ন্**—সখাগণকে জাগরিত করতে করতে—ইহার দ্বারা সখাগণের সঙ্গে সুখগমনের ইচ্ছা হেতু ব্রজ থেকে কৃষ্ণের গমনটি যে ধীরে ধীরে হচ্ছে তা বুঝানো হল। গোপবালকদের প্রতি কৃষ্ণের চিত্তের এই প্রীতি বুঝাবার জন্যই তাদের আগে সখা বিশেষণটি দেওয়া হয়েছে। **শৃঙ্গরবেণ চারুণা**—মনোহর শৃঙ্গরবে, এইরূপে শৃঙ্গরবের স্বরূপ নির্দেশ করা হল, এর দ্বারা নিদ্রিত সখাগণের সুখে নিদ্রাভঙ্গ বুঝানো হল। মনোহর শৃঙ্গধ্বনি, বৎসপাল আগে কবে গমন—এসব দ্বারা সখাদের চিত্তহরণ হেতু হরি। সেই হরি স্বয়ং **বিনির্গত**—ব্রজ থেকে বিশেষভাবে নির্গত—অন্যদিনের মতো বলরামের সহিত নয়। এখানে কারণ, সেই শৃঙ্গরব শুনে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেও, আগের দিনই কৃষ্ণের দ্বারা নির্দ্ধারিত বনগমন কথা স্মরণে থাকলেও বলরামের মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো দৈব-জ্ঞাদি উপদেশে মাতার দ্বারা আরব্ধ শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কর্ম। অতঃপর যে সব লীলা হবে সেই অঘাসুর বধাদি সর্বজ্ঞানশক্তি আধার বলরামের অগোচরেই সম্পাদন হতে পারে, তার সম্মুখে নয়—এর জন্যই বলরামের গমনে বাধা। অঘাসুর বধ লীলা গৌণ; কারণ "কৃষ্ণের বন ভোজনে দৃঢ় ইচ্ছা হল"—এ কথা দ্বারা স্পষ্ট যে বনভোজনই মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণের, অঘাসুর বধাদি আগন্তুক। এখানে প্রতিপদ, প্রতিবাক্য, প্রতিশ্লোক, প্রতি প্রকরণ পূর্বপূর্ব থেকে উত্তরোত্তর, আবার উত্তর থেকে পূর্বপূর্ব আশ্চর্য, এরূপ বিচার দ্বারা নির্ণিত হওয়ার যোগ্য। ইহা ভক্তজন-হৃদয়ৈক বেদ্য। অতি বিস্তার ভয়ে আর বিস্তার করা হল না॥ জী০ ১॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ দ্বাদশে সখিভিঃ কেলিস্তন্মধ্যেঽঘস্যবর্ণনং। বক্ত্রেঽবিশংস্তে কৃষ্ণোঽনু প্রবিশ্যাহংস্তমেধিতঃ॥ ক্বচিদ্দিবসে বনাশায় বন এব প্রাতর্ভোজনং কর্ত্তুং হরিরিতি। বলদেবস্তু মাত্রা জন্মর্ক্ষশান্তিকস্নানাদ্যর্থং গৃহ এব বলাদ্রক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ম॥ বি০ ১॥

২। তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা॥
৩। কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ॥

২-৩। অন্বয় ঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণ বেণবঃ (সুরম্যং শিক্যং বেত্রং শৃঙ্গং বেণুশ্চ যেষাং তথাভূতাঃ) সহস্রশঃ স্নিগ্ধাঃ পৃথুকাঃ (বালকাঃ) সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্ (সহস্রাধিক সংখ্যাযুক্তান্) স্বান্ স্বান্ (নিজ নিজ) বৎসান্ পুরস্কৃত্য মুদা তেন এব সাকং (কৃষ্ণেন এব সহ) বিনির্যযুঃ।

অসংখ্যাতৈঃ কৃষ্ণ বৎসৈঃ (কৃষ্ণস্য গোবৎসৈঃ সহ)স্বকান্ স্বকান্ (স্বকীয়ান্ বৎসান্) যূথীকৃত্য (একীকৃত্য) চারয়ন্তঃ অর্ভলীলাভিঃ (বাল্যলীলাভিঃ) তত্র তত্র (বৎসপ্রচারদেশে) বিজহ্রুঃ (বিচরণং চক্রুঃ)॥

২-৩। মূলানুবাদ ঃ শৃঙ্গরব শুনে সহস্র সহস্র স্নিগ্ধ রাখাল বালক সুন্দর ছিকা-বেত্র-বিষাণ-বেণুতে সজ্জিতহয়ে নিজ নিজ অযুতাদি সংখ্যায় যূথিকৃত বৎস আগে নিয়ে পরমানন্দে হৈ হৈ করতে করতে কৃষ্ণের সহিতই দৌড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

অসংখ্য কৃষ্ণ-বৎসের সঙ্গে নিজ নিজ বৎসপাল পৃথক্ পৃথক্ যূথবদ্ধ করত বৎসচারণ বনপ্রদেশে চরাতে চরাতে মনের আনন্দে খেলা করে বেড়াতে লাগলেন সখাগণ।

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দ্বাদশে সখাদের সঙ্গে খেলা। তন্মধ্যে অঘাসুরের বর্ণন। সখাগণ অঘাসুরের মুখ-বিবরে প্রবেশ করে গেলে তৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষ্ণ প্রবেশ করত বর্ধিত হয়ে তাকে বধ করলেন। **ক্বচিৎ**—কোন দিবসে **বনাশায়**—বনেই প্রাতর্ভোজন করবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বনে গেলেন, এইরূপে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম করাতে বুঝা যাচ্ছে, জন্মনক্ষত্র শান্তি স্নানাদির জন্য মা রোহিণী বলদেবকে জোর করে গৃহে ধরে রাখলেন॥ বি০ ১॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তেনৈব সাকং ইতি মহাবেগেন ধাবনাৎ; যতঃ স্নিগ্ধাঃ অতঃ সর্ব্বেষামেব যুগপন্নির্গমোঽপি সূচিতঃ সহস্রস্যোপরি সংখ্যা, 'একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটির্ন্যর্ব্বুদমেব চ॥'ইত্যাদিবচনাদযুতাদিস্তয়ান্বিতান্। এবং বৎসানাং বালানাঞ্চাসংখ্যেয়ত্বমুক্তম্। ইত্থং বনে বালৈঃ পাল্যমানানামপি বৎসানাং যদিয়ত্তা নাভূৎ, তর্হি ব্রজে রুদ্ধানাং তর্ণকানাং, তথা গোসঙ্গতানাং ভুক্তস্তন্যানাং বৎসানাং, তথা তত্তন্মাতৃণামন্যাসাঞ্চ গবাং, তথা বৎসতরীণাং বৎসতরাণাং বৃষাণাঞ্চ শ্রীগোপালদেবপ্রভাবেণ নিত্যমেব বিবর্দ্ধমানানামিয়ত্তা কথমস্তু, মহিষ্যাদয়শ্চ কেন বা গণ্যাঃ? পশবস্তদনুসারেণ গোপো গোপ্যাদয়শ্চানন্তা জ্ঞেয়াঃ। তথা চাগমে—'রাসধ্যানং প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতঃ' ইতি। তত্তৎসমাবেশাদিকং চাচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদেবেতি। মুদেতি—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেন প্রবোধনাৎ। অতএব বিশেষেণান্যদিনতোঽসাধারণতয়া নির্যযুঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য তু বৎসৈরপি তাবদসংখ্যাতৈঃ অসংখ্যসংজ্ঞসংখ্যৈরিত্যর্থঃ। তৎসংজ্ঞা চ দর্শিতা ক্ষীরস্বামিনা—'একং দশ শত শত সহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাখ্যলক্ষমথ নিযুতম্। অর্ব্বুদকোটির্ন্যর্ব্বুদপদ্মে

খর্ব্বং নিখর্ব্বমিতি দশভিঃ॥ গণনান্মহাব্জশঙ্খসমুদ্রমধ্যান্তং পরার্দ্ধঞ্চ। স্বহতং পরার্দ্ধমমিতং তৎ স্বহতং ভূর্য্যতোঽসংখ্যম্॥' ইতি। প্রযুতসংজ্ঞং লক্ষম্, অর্ব্বুদসংজ্ঞা কোটিরিত্যর্থঃ। পরার্দ্ধপর্য্যন্তাষ্টাদশগুণিতা জ্ঞেয়াঃ। তত্র চ দ্বন্দ্বৈক্যান্মহাব্জাদিকং সংখ্যাপঞ্চকং জ্ঞেয়ম্। স্বহতমিতি স্বেন গুণিতমিত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। স্বকান্ স্বকান্ স্বস্ববৎসান্ ইত্যর্থঃ। স্ববৎসকানিতি পাঠঃ স্পষ্টঃ। তত্র তত্র বৎসপ্রচারদেশে, হ হর্ষে॥জী২ ৩॥

২-৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : তেনৈব সাকং ইতি—কৃষ্ণের সহিতই সখারা বের হলেন, ঘর থেকে মহাবেগে ধেয়ে বেরিয়ে পড়া হেতু। যেহেতু এই সখাগণ সখ্যরসভরে **স্নিগ্ধ**—অতএব সকলের যুগপৎ বেরিয়ে পড়াও সূচিত হল। **সহস্রোপরি সংখ্যা**—গোবৎসের সংখ্যা সহস্রের ঊর্ধে—অর্থাৎ অযুতাদি সংখ্যক বৎসযুক্ত—বৎস এবং বালকগণ যে অসংখ্য, তাই বলা হল এইরূপে। এই-রূপে বনে বালকদের দ্বারা পাল্যমান বৎসসমূহেরই যদি ইয়ত্তা হল না, তা হলে ব্রজে আবদ্ধ সদ্যজাত বাছুর, তথা গোসঙ্গত দুধ ছাড়া বাছুর, তথা এই এই বাছুরদের মাতাগণের, অন্যান্য গাভীদের, তথা বাচ্চা বকনা বাছুরের, বাচ্চা ষাঁড় বাছুরের, বৃষগণের—এই যারা শ্রীগোপালদেবের প্রভাবে নিত্যই সংখ্যায় বেড়ে বেড়ে উঠছে, তাদের ইয়ত্তা কি করে করা যাবে। মহিষ প্রভৃতি কি করেই বা গনা যাবে? এই পশুদের অনুপাতেই গোপ ও গোপীগণ অনন্ত, এরূপ জানতে হবে। এর দৃষ্টান্ত আগমে—"রাসধ্যান—প্রমদাশত-কোটি দ্বারা পরিপূর্ণরাসস্থলী।" এত সব গোপগোপী এবং পশুদের স্থান সঙ্কুলান শ্রীবৃন্দাবন ধামের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য (স্ফারতা-সঙ্কোচন ধর্ম) হেতুই হয়ে যায়। **মুদা**—সখাগণ পরমানন্দে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন, আনন্দের কারণ স্বয়ং কৃষ্ণ তাদের জাগিয়েছে। অতএব **নির্যযু**—'নি' বিশেষ ভাবে অর্থাৎ অন্য দিন থেকে অসাধারণ ভাবে অর্থাৎ ধাবিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। **বৎসৈরসংখ্যাতৈঃ**—শ্রীকৃষ্ণের বৎস-পালের অসংখ্য নামক সংখ্যা। ক্ষীরস্বামী এই সংজ্ঞা দেখিয়েছেন—'একংদশশত ইত্যাদি।' তাৎপর্যার্থ—'পরার্ধ—শত × সহস্র × লক্ষ × কোটি। অসংখ্য—পরার্ধ × পরার্ধ × পরার্ধ × পরার্ধ।' স্বকান্ স্বকান্— নিজ নিজ বৎস সমূহ। তত্র তত্র—বৎসচারণ বনপ্রদেশে। **হ**—আনন্দের সহিত॥ জী০ ২-৩॥

২-৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : পৃথুকা বালাঃ। শিক্ শিক্যং; সহস্রস্যোপরিসংখ্যা অযুতাদি স্তয়ান্বিতান্॥

কৃষ্ণস্য তু ব সৈরসংখ্যাতৈরসংখ্যসংজ্ঞসংখ্যৈরিত্যর্থঃ। অসংখ্যসংজ্ঞা চ ক্ষীরস্বামিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়া। যথা—"একং দশ শত শতসহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাখ্যলক্ষমথ নিযুতং। অর্ব্বুদকোটির্ন্যর্বুদপদ্মে খর্ব্বং নিখর্ব্বমিতি দশভিঃ। গণনান্মহাব্জশঙ্খসমুদ্রমধ্যান্তমথ পরপরার্দ্ধং। স্বহতং পরার্দ্ধমমিতং তৎস্বহতং ভূর্য তোঽসংখ্য" মিতি। প্রযুতসংজ্ঞং লক্ষং অর্ব্বুদসংজ্ঞা কোটিরিত্যর্থঃ। পরার্দ্ধপর্য্যন্তাষ্টাদশসংখ্যাদশদশগুণিতা জ্ঞেয়াঃ। তত্রচ দ্বন্দ্বৈক্যান্মহাব্জাদিকং সংখ্যাপঞ্চকং জ্ঞেয়ম্। স্বহতমিতি স্বেন গুণিতমিত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ কৃষ্ণবৎসৈর্মহাযূথৈঃ সহ স্বকান্ স্বকান্ পরার্দ্ধাদি সংখ্যান্ বৎসান্ পৃথক্ পৃথক্ যূথীকৃত্যেত্যর্থঃ। নচ ষোড়শ-ক্রোশীমাত্রস্য বৃন্দাবনস্য প্রদেশে তাবন্তো বৎসা নৈব মান্তীতি বাচ্যং ভগবদ্বিগ্রহস্যৈব ধাম্নশ্চাস্য তথা পরিমিত-

৪। ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্॥

৪। **অন্বয়ঃ** কাচগুঞ্জামণি স্বর্ণভূষিতাঃ অপি (কাচাদিভিঃ পূর্ব্বং মাতৃভিঃ ভূষিতাঃ অপি) ফল প্রবাল স্তবক সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ (ফলানি পল্লবাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ পুষ্পাণি ময়ূরপুচ্ছানি ধাতবঃ তৈঃ) অভূষয়ন্ (আত্মানং অলংচক্রুঃ)।

৪। **মূলানুবাদঃ** মায়েরা কাচ, গুঞ্জা ও মনিস্বর্ণ দ্বারা ভূষিত করে দিলেও বনে এসে এই বালকগণ ফল-প্রবাল স্তবক-পুষ্প ময়ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করতে লাগলেন।

ত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বাৎ তৎপ্রদেশৈকদেশেঽপি পঞ্চাশৎকোটিযোজনপ্রমাণব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদানাং ভগবতৈব ব্রহ্মণে এতদুত্তরাধ্যায়ে দর্শয়িষ্যমানত্বাৎ। অতএবোক্তং ভাগবতামৃতে,—"এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়শ্চ চ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্" ইতি॥ বি০ ২-৩॥

২-৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **পৃথুকা**—রাখাল বালকগণ! **শিক্**—ছিকা। **সহস্র-পরিসংখ্যা**—অযুতাদি সংখ্যা—তার সহিত মিলিত হয়ে।

কৃষ্ণের বৎস কিন্তু অসংখ্য নামক সংখ্যক। এই সংখ্যাটি কি, তা ক্ষীরস্বামির শ্লোক দৃষ্টে বুঝে নিতে হবে, যথা 'একং দশশত' ইত্যাদি। তাৎপর্যার্থ—শত×সহস্র×লক্ষ×কোটি=পরার্ধ সংখ্যা। পরার্ধ ×পরার্ধ×পরার্ধ×পরার্ধ=১০০০০০০০ এইরূপে একের পীঠে ১৭ টি শূন্য দিলে যা হয়, তাই অসংখ্য নামক সংখ্যা। অতঃপর কৃষ্ণের বাছুর যা সে এক অতিবিশাল যূথ, তার সহিত নিজ নিজ পরার্ধাদি সংখ্যক বাছুরপাল পৃথক্ পৃথক্ যূথিকৃত করে। ষোড়শ ক্রোশীমাত্র বৃন্দাবনের ভূমিতে এত সব বাছুর আটবে না, এ কথা বলতে পার না—কারণ, অচিন্ত্য শক্তিতে বিভু বলে শ্রীভগবৎবিগ্রহ ও তার ধাম অসীম অনন্ত। ধামের একটি অংশমাত্র স্থানেও পঞ্চাশৎকোটি যোজন প্রমান অর্বুদ অর্বুদ ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্কুলান হয়ে যায়—এর পরের অধ্যায়ে শ্রীভগবানই ব্রহ্মাকে ইহা দর্শন করিয়েছেন। শ্রীবৃ০ ভা০ গ্রন্থেও বলা হয়েছে—"এইরূপে প্রভুর, তার প্রিয়গণের, ধামের এবং এখানকার সময়ের অবিচিন্ত্য প্রভাব থাকা হেতু এখানে কিছুই দুর্ঘট নয়।"॥ বি০ ২ ৩॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ** অর্ভলীলামেবাহ—ফলেতি সপ্তভিঃ। স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাঃ, সুমনসঃ পুষ্পাণি, কাচা মহারত্নেভ্যো বিবেক্তুমশক্যরূপত্বাৎ কৌতুকবিশেষকারিণঃ, গুঞ্জা অপি বৃন্দাবনীয়-ত্বেন তথাভূতত্বাদ্বালৈরেব কৌতুকেনাহৃত্য মাতৃভিঃ সাগ্রহং হারাদৌ গ্রথিতাঃ। মুক্তেতি পাঠঃ ক্বচিৎ॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** বাল্যলীলা বলা হচ্ছে—ফলেতি ৭টি শ্লোকে। **স্তবকাঃ**—পুষ্পগুচ্ছ। **সুমনসঃ**—পুষ্প সমূহ। **কাচ**—ত্রিকোন করে কাটা, যার থেকে সাতটি রং বের হয় ঘুরালে—ইহা বালকদের নিকট মহারত্নের থেকে এত বেশী রূপবান যে মুখে বলা যায় না, তাই কৌতুক

৫। মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দ্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দ্দদুঃ॥

৫। অন্বয় ঃ অন্যোন্য শিক্যাদীন্ (পরস্পরং শিক্যষষ্ট্যাদীন্) মুষ্ণন্তঃ (চোরয়ন্তঃ) জ্ঞাতান্ [তান্ শিক্যাদীন্] আরাৎ (দূরে) চিক্ষিপুঃ চ (ক্ষেপয়ামাসুশ্চ) তত্রত্যাঃ চ পুনঃ দূরাৎ পুনঃ হসন্তঃ দদুঃ (প্রত্যর্পয়ামাসুঃ)।

৫। মূলানুবাদ ঃ শিক্যাদীন্—যে সব বস্তুর মধ্যে ছিকা প্রধান, সেই যষ্টি প্রভৃতি চুরি করতে লাগলেন—ছিকাগুলি নয়। কারণ ঐ সব ছিকা খাদ্য বস্তুর ধারক হওয়ায়—খাদ্য বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে হাসাহাসি কৌতুক যুক্তিযুক্ত হয় না। কোনও অতি মুগ্ধ বালক কাঁদতে আরম্ভ করলে হাসাহাসি চলে, পরে দিয়ে দেয় যার জিনিষ তাকে।

বিশেষকারী তাদের পক্ষে। গুঞ্জা—এই গুঞ্জাও বৃন্দাবনের বস্তু বলে এই বালকদের নিকট ইহা রূপের পরাবধি ও কৌতুককারী হওয়ায় এই বালকদের দ্বারা চয়ন করে আনা এবং মাতাদের দ্বারা সাগ্রহে হারাদিতে গ্রথিত॥ জী০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কাচাদিভিঃ পূর্ব্বম্। মাতৃভির্ভূষিতা অপি ফলাদিভিরাত্মানমভূষয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্র কাচগুঞ্জে বালানামাগ্রহাৎ মণিস্বর্ণে মাতৃণামাগ্রহাদ্ভূষণে জ্ঞেয়ে॥ বি০ ৪॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মায়েরা কাচগুঞ্জাদি দ্বারা পূর্বে ভূষিত করে দিলেও এই বালকগণ বনে গিয়ে ফল পুষ্পগুঞ্জাদি দ্বারা নিজেদের ভূষিত করলেন॥ বি০ ৪॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ শিক্যানি আদির্যেষাং যষ্ট্যাদীনাং তান্, ন তু শিক্যানি, তেষামন্নাধারত্বেনান্ননাশে সতি হসন্ত ইত্যাদেরযুক্তত্বাৎ। জ্ঞাতান্ সতঃ, কেষু চাতিমুগ্ধেষু রুদৎসু সৎসু হসন্ত ইত্যাদি॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বালকগণ বেত্রশৃঙ্গাদি-চুরিচুরি-খেলা খেলতে লাগলেন তারা পরস্পর কারুর বস্তু কেউ চুরি করে নিলেন। চোরাই বস্তু চোখে পড়ে গেলে দূরে ছুড়ে দেওয়া হল, দৌড়ে নিতে গেলে পুনরায় দূরে ছুড়ে দেওয়া হল। নিজ বস্তু না পেয়ে কেউ কাঁদতে লাগলেন, তখন হাসতে হাসতে তাদের বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হল॥ জী০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মুষ্ণন্তশ্চোরয়ন্তঃ শিক্যাদীনিতি, শিক্যেভ্য উত্তার্য্য প্রথমমেবান্নাদিপাত্রাণি মুদ্রিতমুখত্বাৎ পিপীলিকাদিদুষ্প্রবেশানি ক্বচিত্তরুতলে কণ্টকাদিভিরাবৃত্য স্থাপিতানীতি জ্ঞেয়ম্, তানেব জ্ঞাতান্ সতঃ আরাদ্দূরে চিক্ষিপুঃ তত্রৈব বিক্রত্য নেতুং প্রস্থিতে সতি তত্রত্যা বালাস্ততোঽপি দূরাচ্চিক্ষিপুঃ এবমনবস্থয়া স্বস্বদ্রব্যমপ্রাপ্নুবতো বালান্ রুদন্মুখানবলোক্য তে এব হসন্তো দদুঃ॥ বি০ ৫॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মুষ্ণন্তঃ—চুরি চুরি খেলতে লাগলেন—পরস্পর ছিকা প্রভৃতি চুরি করতে লাগলেন। পিপড়ে যাতে না ঢুকতে পারে, এই ভাবে মুখ ঢাকা অন্নাদির পাত্র সমূহ প্রথমেই

৬। যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে॥

৬। অন্বয় ঃ যদি বনশোভেক্ষণায় কৃষ্ণঃ দূরং গতঃ [তদা] অহং পূর্বং অহং পূর্বং (অহমেব প্রথমং স্পৃশামি, অহমেব প্রথমং স্পৃশামি) ইতি তং কৃষ্ণং সংস্পৃশ্য রেমিরে (আনন্দং বভূবুঃ)।

৬। মূলানুবাদ ঃ শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও দু তিনটি বয়স্যের সহিত বনশোভা দর্শনেচ্ছায় দূর বনে চলে যান, তখন বালকগণ দৌড়ে কৃষ্ণের নিকট গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে কোলাহল আরম্ভ করেন, এই আমি আগে ছুঁয়েছি, তুমি নও, তুমি নও—এইভাবে।

ছিকা থেকে নামিয়ে কাটা প্রভৃতির দ্বারা ঢেকে সরিয়ে রেখেছিলেন, এরূপ বুঝতে হবে। ছিকাদি কোথায় আছে, তা জেনে ফেললে ঝট্ করে দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হল। যার ছিকাদি সে দৌড়ে সেখানে গেলে সেখান থেকে আরও দূরে ছুঁড়ে দেওয়া হল—এরূপ অবস্থায় নিজ নিজ ছিকাদি যারা পেলেন না, তাদের কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে, ছিকাদি যারা ছুঁড়েছিলেন তারা হাসতে হাসতে ছিকাদি ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন॥ বি॰ ৫॥

৬। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ ঈদৃশবাল্যক্রীড়াস্বপি তদেকপরতাং প্রণয়বিশেষঞ্চ দর্শয়তি—যদীতি পঞ্চকেন। কৃষ্ণোঽপি তান্ বিহায় দূরং ন যাত্যেব, যদি কদাচিদ্দ্বিত্রৈঃ সখিভিঃ দূরং গতো ভবতীত্যর্থঃ। কিমর্থম্? বনশোভায়া ঈক্ষণায়। অনেন শ্রীবৃন্দাবনস্য পরমমনোহরত্বং সূচিতম্। সম্যক্ পরিরম্ভণাদিনা স্পৃষ্ট্বা রেমিরে সুখং প্রাপুঃ॥ জী॰ ৬॥

৬। শ্রীজীব বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ঈদৃশ বাল্যক্রীড়াও কৃষ্ণপরতা এবং প্রণয়বিশেষও দেখান হচ্ছে যদীতি পাচটি শ্লোকে—**যদি দূরং গত**—কৃষ্ণও সখাদের ছেরে দূরে প্রায় যায় না—যদি দূরে গেল, এখানে এই 'যদি' পদের ধ্বনি হল, কদাচিৎ দুই তিনটি সখার সহিত যদি দূরে চলে যায়—কিসের জন্য? বন শোভার দর্শন ইচ্ছায়। এর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের পরম-মনোহরতা সূচিত হল। **সংস্পৃশ্য**—সম্যক্ স্পর্শ-আলঙ্গনাদি দ্বারা স্পর্শ করে **রেমিরে**—সুখ লাভ করলেন॥ জী॰ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তং কৃষ্ণং সংস্পৃশ্যেতি অয়মহমিতি বিদ্রুত্য প্রথমং কৃষ্ণমস্পৃশং ন ত্বং নত্বমিতি কোলাহলং কুর্ব্বন্তঃ॥ বি॰ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তং—কৃষ্ণকে সম্যক্ রূপে স্পর্শ করে—এই আমি দৌড়ে গিয়ে প্রথমে স্পর্শ করেছি, তুমি না তুমি না, এইরূপে কোলাহল করতে লাগলেন সকলে মিলে॥ বি॰ ৬॥

৭। কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে॥
৮। বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ॥
৯। বিকর্ষন্তং কীশবালান্ আরোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু॥
১০। সাকং ভেকৈর্ব্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তং প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্॥

৭-১০। অন্বয় ঃ কেচিৎ (গোপবালকাঃ) বেনূন্ বাদয়ন্তঃ কেচন শৃঙ্গানি ধ্মান্তঃ (বাদয়ন্তঃ) কেচিৎ ভৃঙ্গৈঃ [সহ] প্রগায়ন্তঃ পরে (অপরে) কোকিলৈঃ [সহ] কূজন্তঃ বিচ্ছায়াভিঃ (উড্ডীনানাং পক্ষিণাং ভূমিগতাভিশ্চলচ্ছায়াভিঃ) প্রধাবন্তঃ হংসকৈঃ (হংসৈঃ) [সহ] সাধু (তদগমনানু করণেন) গচ্ছন্তঃ [কেচিদ্বা] বকৈঃ উপবিশন্তঃ, কলাপিভিঃ (ময়ূরৈঃ) [সহ] নৃত্যন্তঃ, কীশবালান্ (বানরশাবকান্) বিকর্ষন্তঃ [লম্বমানলাঙ্গুলগ্রহণেন আকর্ষন্তঃ] তৈঃ (বানরশিশুভিঃ) দ্রুমান্ আরোহন্তঃ তৈঃ সাকং বিকুর্ব্বন্তঃ(নানাবিধমুখবিকারাদিকং কুর্ব্বন্তঃ) পলাশিষু (বৃক্ষেষু) প্লবন্তঃ ভেকৈঃ সাকং স্রবসংপ্লুতাঃ (গির্য্যাদিনির্ঝরেণ সংপ্লুতাঃ পূরিতাঃ) সরিতঃ বিলঙ্ঘন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ (স্বপ্রতিবিম্বানি) বিহসন্তঃ, প্রতিস্বনান্ (প্রতিধ্বনিন্) শপন্তঃ (নানা বাক্যৈঃ আক্রোশন্তঃ)।

৭-১০। মূলানুবাদ ঃ কেউ কেউ বেণু বাজাতে লাগলেন, কেউ কেউ শিঙ্গাধ্বনি করতে লাগলেন, কেউ কেউ ভৃঙ্গগণের সঙ্গে গাইতে লাগলেন এবং অপর কেউ কেউ কোকিলের সহিত কূজন করতে লাগলেন। আবার কেউ কেউ উড়ন্ত পাখীদের ছায়ার সহিত দৌড়াতে লাগলেন, কেউ কেউ হংসের সহিত সুন্দর হেলে দুলে চলতে লাগলেন, কেউ কেউ বকের অনুকরণে তপস্বীর মতো জলান্তিকে বসে গেলেন, কেউ কেউ ময়ূরের সহিত সুন্দর নাচতে লাগলেন।

কেউ কেউ বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত বানরের লেজ ধরে টানাটানি করতে করতে ওদের সহিত গাছের উপর উঠে উঠে যাচ্ছেন, দাঁত খিঁচিয়ে ভুরু কুঁচকে বানরগণের সহিত মুখ ভেঙ্গচানি করছেন এবং বৃক্ষের শাখা থেকে শাখায় লাফিয়ে ঝাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

কেউ কেউ ঝরণার জলে পূর্ণ জলাশয়ে ব্যাঙের সহিত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হতে লাগলেন, কেউ কেউ জলে নিজ প্রতিবিম্বকে উপহাস করতে লাগলেন হাত নাচিয়ে নাচিয়ে, কেউ কেউ নিজ নিজ প্রতিধ্বনির সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করলেন।

৭-১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কদেত্যপেক্ষায়ামাহ—কেচিদিতি চতুর্ভিঃ। বেণূন্ বাদয়ন্তঃ বেণুবাদনস্য মধ্যে মধ্যে ইত্যর্থঃ। বেণুমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। এবং ধ্মান্ত ইত্যাদি তদাবেশাৎ তৎসঙ্গ-

মনাদিসিদ্ধের্ঝটিতি পুনরনুসন্ধানাচ্চ ইতি ভাবঃ। যদ্বা, সংস্পর্শানন্তরং পরমানন্দেন তদানন্দনেচ্ছয়া চ পৃথক্ পৃথক্ ক্রীড়াং চক্রুরিত্যর্থঃ। তামেবাহ—কেচিদিত্যাদিভিঃ।

বীনাং জাত্যৈকবচনবিবক্ষয়া ছায়ায়াঃ ক্লীবত্বাভাবঃ। সাধ্বিতি ক্রিয়াবিশেষণং পূর্ব্বত্র পরত্র চ সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ততস্ততোঽপ্যুত্তমং যথা স্যাৎ।

তৈঃ কীশৈঃ; অন্যত্তৈঃ। যদ্বা কীশবালান্ বানরশিশূন্ বৃক্ষশাখালম্বমানলাঙ্গুলগ্রহণেনাকর্ষন্তঃ। সমমন্যৎ॥

স্রবেণ গির্য্যাদিনির্ঝরেণ সংপ্লুতাঃ পূরিতা ইতি তাসাং ক্ষুদ্রত্বমুক্তম্। বিহসন্ত উপহসন্তঃ, প্রাতস্তাসু মহাদৈর্ঘ্যদর্শনাৎ; কিংবা, বিশেষেণ হসন্তো ভুজাস্ফোৎক্ষেপণাদিনা বিবিধত্বপ্রাপ্তেঃ; যদ্বা, প্রতিবিম্বানি মুখবৈকৃত্যাদিপূর্ব্বকম্ অনুকুর্ব্বন্তঃ॥ জী০ ৭-১০॥

৭-১০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এই যে উপরে বলা হল স্পর্শ করে আনন্দ পাচ্ছিলেন সখাগণ, সেটা কখন এই অপেক্ষায় বলা হচ্ছে—কেচিদিতি চারটি শ্লোক,—অর্থাৎ যখন কেউ বেণুবাদন করছিলেন এবং বেণুবাদনের মধ্যে মধ্যে কেউ শৃঙ্গধ্বনি করছিলেন—কৃষ্ণাবেশ হেতু ঝটিতি তৎসঙ্গমাদি সিদ্ধির জন্য এবং পুনরায় অনুসন্ধানের জন্য। অথবা, স্পর্শনের পর পরমানন্দে ও কৃষ্ণের আনন্দ-ইচ্ছায় পৃথক্ পৃথক্ ক্রীড়া করছিলেন—তাই বলা হচ্ছে—কেচিৎ ইত্যাদি কথায়।

বিচ্ছায়াভি—বিৎ+ছায়াভি—'বি'=পক্ষী—এখানে জাতি হিসাবে একবচন,—উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ছায়ার সহিত। **সাধু**—ইহা ক্রিয়া বিশেষণ—ইহা আগে পাছে সর্বত্র যোগ করতে হবে, যাতে পরপর একটা থেকে আর একটা উত্তম হয় সেই ভাবে।

তৈঃ—বানরদের সহিত। [শ্রীধর—বৃক্ষশাখায় ঝুলানো বানরের লেজ ধরে টানাটানি করতে করতে ওদের সহিত গাছের উপর উঠে যান, দাঁত খিচিয়ে ভ্রূ উঁচিয়ে বানরগণের সহিত মুখ ভেঙ্গচানি করেন—বৃক্ষের শাখা থেকে শাখায় লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ান গোপবালকগণ] অথবা বানর শিশুগণকে আকর্ষণ করতে থাকেন—তাদের বৃক্ষশাখায় লম্বমান লাঙ্গুল ধরে আকর্ষণ করে।

স্রবসংপ্লুতাঃ—'স্রবেন' পর্বতের ঝরনার জলে 'সংপ্লুতা' পরিপূর্ণ (জলাশয়)—এইরূপে জলাশয়ের ক্ষুদ্রতা বলা হল। **বিহসন্ত**—উপহাস করতে করতে—ছায়ার মহাদৈর্ঘ্য দর্শন হেতু। কিম্বা 'বি' বিশেষ ভাবে হাসতে হাসতে—বাহু ঊর্ধ্বে ছুড়নের দ্বারা বিচিত্রতা প্রকাশ হেতু বিশেষ। অথবা প্রতিম্বের প্রতি মুখবিকৃতি প্রভৃতি পূর্বক অনুকরণ করতে করতে॥ জী০ ৭-১০॥

৭-১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ধ্মান্তো বাদয়ন্তঃ বীনাং পক্ষিণাং ছায়াভিঃ? কীদৃশান্ বালান্? বৃক্ষাশাখাসু লম্বমানানি বানরলাঙ্গূলানি তৈরমুচ্যমানৈশ্চলাঙ্গূলৈর্দৃঢ়ধৃতৈঃ দ্রুমানারোহন্তঃ, বিকুর্ব্বন্তঃ, ভ্রূবিজৃম্ভাদি মুখবিকারান্ কুর্ব্বন্তঃ। তথা তৈঃ সহ পলাশিষু বৃক্ষেষু প্লবন্তঃ শাখায়াঃ শাখান্তরং গচ্ছন্তঃ॥ স্রবেণ নদ্যাদিতটেভ্যঃ পরিস্রুতজলেন সংপ্লুতাঃ পূরিতাং সরিতঃ সরিৎক্ষুদ্রধারাঃ, প্রতিচ্ছায়াঃ স্বপ্রতিবিম্বান্

১১। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

১১। অন্বয় ঃ ইত্থং কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (অনেকসুকৃতসম্পন্নাঃ গোপবালকাঃ) সতাং (জ্ঞানিনাং) ব্রহ্ম-সুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দস্বরূপেণ) দাস্য গতানাং পরদৈবতেন (পরম প্রভূরূপেণ) মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ)।

১১। মূলানুবাদ ঃ এই প্রকারে অতিশয় সুকৃতিশালী গোপবালকগণ বিহার করতে লাগলেন—জ্ঞানিদের সম্বন্ধে ব্রহ্মসুখানুভূতি, দাস্য ভক্তগণের সম্বন্ধে ইষ্টদেবতা এবং মায়াশ্রিতজনের সম্বন্ধে প্রাকৃত মনুষ্যবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণের সহিত।

ভুজোৎক্ষেপাদিভির্বিহসন্তঃ প্রতিস্বনান্ প্রতিধ্বনীন্ শপন্তঃ রে রে কস্তং ব্রূষে ইতি স্বপ্রতিধ্বনিং শ্রুত্বা কুপিতাঃ কিমরে মামেব রে রে কারেণাক্ষিপসি তত্ত্বমদ্যৈব শীঘ্রং ম্রিয়স্বেতি পুনঃ পুনরনবস্থয়া আক্রোশন্তঃ॥

৭-১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ধ্মান্তো—বাজাতে বাজাতে। **বীনাং**—পক্ষিদের, ছায়ার সহিত। **বিকর্ষন্তং কীশবালান্**—কীদৃশ 'কীশবালান্' বানর শিশু? বৃক্ষশাখায় লাঙ্গুল ঝুলিয়ে বসা বানর শিশু। এই ঝুলানো লাঙ্গুল দৃঢ় ভাবে ধরে তাঁদের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করতে করতে। **বিকুর্বন্তঃ**—ভ্রূকুটি করে মুখভঙ্গী করতে করতে। তথা ঐ বানরগণের সঙ্গে বৃক্ষের শাখা থেকে শাখান্তরে **প্লবন্ত**—লাফ-ঝাঁপ করতে করতে। **স্রবসংপ্লুতা**—নদী প্রভৃতির তট থেকে নিঃসৃত জলে পূরিত **সরিতঃ**—ক্ষুদ্র জল ধারা। **প্রতিচ্ছায়াঃ**—নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি, বাহু উচিয়ে **বিহসন্তঃ**—উপহাস করতে করতে। **প্রতিস্বনান্**—প্রতিধ্বনিকে **শপন্তঃ**—আরে আরে তুই কি বল্‌ছিস? প্রতিধ্বনিতে একই কথা শুনে কুপিত হয়ে আরে কি, তুই আমাকেই 'রে রে' বলে গাল দিচ্ছিস, কাজেই তুই আজই শীঘ্র মরবি—এইরূপে বার বার প্রতিধ্বনির সঙ্গে গালাগালি চললো॥ বি০ ৭-১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সতাং পরমস্বরূপসত্তাবির্ভাববতাম্; যদ্বা, ব্রহ্মপদসান্নিধ্যাৎ সদ্বিশেষাণাম্; উভয়থাপি জ্ঞানিনামিত্যেব। অনুভূতিঃ জড়প্রতিযোগি স্বপ্রকাশবস্তু, সৈব সুখম্, আত্মত্বেন পর্য্যবসিততয়া নিরুপাধিপরমপ্রেমাস্পদত্বাৎ; সৈব বৃহত্তমপর্য্যায়ব্রহ্মাখ্যা, সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ; তেষাং কেবলতদ্রূপেণ স্ফুরতা দাস্যং গতানাং দাস্যভক্তিমতামৈশ্বর্য্যাদিপূর্ণতয়া ততোঽপি পরেণ দৈবতেন সর্ব্বারাধ্যেন স্বরূপেণ স্ফুরতা মহিমদর্শনার্থং তৎস্ফূর্ত্তিদ্বয়স্য বিরলতামাহ—মায়াধিকারপতিতানান্তু যৎকিঞ্চিন্নরদারকরূপেণ জ্ঞানভক্ত্যোরভাবাৎ, ন তু তত্তদ্রূপেণাপি তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ। সহার্থ তৃতীয়য়া স্বপ্রেম্ণা বশীকৃত্যাত্মসঙ্গি-তামাপাদিতেন তেন বিহারমপি কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অতস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্য কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তু কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং তে ইত্যর্থঃ। 'পুণ্যন্তু চার্ব্বপি' ইত্যমরঃ। তত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্রচরণানামিদং বিবক্ষিতম্—ভগবাংস্তাবদসাধারণস্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্তত্ত্ব-বিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দং ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্ত স্বাভাবিকপ্রভুতা, মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহরং

স্বাভাবিক-রূপ-গুণ-লীলাদিসৌষ্ঠবম্, তত্তদনুভবসাধনঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং জ্ঞেয়ম্,—ভক্ত্যাখ্যাগৌরবমিশ্রা প্রীতিঃ, শুদ্ধপ্রীতিশ্চ; এতত্ত্রিবিধসাধ্যসাধনাভাবেন মায়াশ্রিতানাং স্ফূর্ত্ত্যাভাস এব, কেনাপ্যংশেন বস্তুস্পর্শাৎ; 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ' (শ্রীগী০ ৭,২৫) ইতি ন্যায়েন, 'তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজম্। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে॥' (শ্রীভা০ ১০।২৩।১১) ইত্যাদিবৎ। অত্র ব্রহ্মত্বাদিত্রয়ক্রমশ্চ পূর্ব্ববদেব, তত্র ভক্তেশ্বরতয়া স্ফূর্ত্তিস্তু তৎপূর্ব্বতঃ পূর্ণা; 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা, সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ' (শ্রীভা০ ৫।১৮।১২) ইতি, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (শ্রীগী০ ১৮।৫৫) ইত্যন্তর্ভূতসর্ব্বজ্ঞানবৃত্তিত্বাৎ। শুদ্ধপ্রীতিস্তু ততোঽপি শ্লাঘিষ্যতে, 'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩২) ইত্যাদিনা; ততশ্চ নির্বিশেষজ্ঞানেন স্বরূপানুভবঃ, গৌরবময়জ্ঞানেন ঐশ্বর্য্যানুভবঃ, প্রীতিময়জ্ঞানেন মাধুর্য্যানুভব ইতি। শুদ্ধ-পরম-মধুরতা স্ফূর্ত্তিস্তু নির্বিশেষজ্ঞানিষু ন বিদ্যত এব; দাসেষ্বপি গৌরবেণ সঙ্কুচিতচিত্ততয়া যথেষ্টগ্রহণাশক্তেঃ নাতীবোৎপদ্যতে, বস্তুবিচারে তু সৈব সর্ব্বতঃ সাদ্ধী 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' (শ্রীভা০ ১।৭।১০) ইত্যাদি, 'পরিনিষ্ঠিতোঽপি' (শ্রীভা০ ২।১।৯) ইত্যাদিভ্যঃ; তথা 'ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ' (শ্রীভা০ ১০।৬৮।৩৭) ইত্যাদ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানবারিধেরপি শ্রীসঙ্কর্ষণস্য 'ভ্রাতুঃস্নেহপরিপ্লুতঃ' ইত্যাদি, 'বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্' (শ্রীভা০ ১০।১১।৪০) ইত্যাদি-ভাবেভ্যঃ। তদেবং স্থিতে সখিচেতসো গৌরবাসঙ্কুচিততয়া তৎপ্রীতেশ্চ তদসংকীর্ণেন পূর্ণতয়া স্বভাববিশেষেণ চ প্রতিক্ষণমপি বিকাশিতয়া তেন তচ্চেতসোঽপি পুনস্তাদৃশতয়া শ্রীকৃষ্ণে চেতআদেরপি তদ্বদেব তথাবিধতয়া সখীনামেব রূপগুণসমুদ্ভূতলীলামাধুর্য্যাণামসাধারণী স্ফূর্ত্তিরিত্যেব কিং বক্তব্যম্? বারিধাবিব তত্র নির্ম্মথ্য মাধুর্য্যামৃতসমুদ্ভবকর্তৃত্বঞ্চ স্বপ্রীতিমাধুর্য্যকৃত-তদ্বশীভাবত্বঞ্চ দৃশ্যতে, তত্তচ্চ ন তত্র তত্র দৃশ্যত ইতি সর্ব্বেভ্যঃ কৃতপুণ্য-পুঞ্জত্বমস্মাংশ্চমৎকারয়তীতি। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পূর্ব্বার্দ্ধং পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয় তদানীং তদবতারে মায়াশ্রিতানাং প্রাপঞ্চিকানমপি কৃপয়া মধুরনরাকারেণ স্ফুরতা স্বয়ং ভগবত্যেতাদির্ব্যাখ্যেয়ম্; যদ্বা, মায়াশ্রিতানাং তৎকৃপাবিশেষমবলম্বমানানামিতি পরমমধুরতয়া স্ফুরতা তু 'সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ' ইত্যাদি যোজ্যম্॥ জী০ ১১॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ [শ্রীভগবান্—স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময় তত্ত্ববিশেষ। পরমানন্দই শ্রীভগবানের স্বরূপ] **সতাং**—সাধুদের, যাঁদের ভিতরে শ্রীভগবানের পরমস্বরূপসত্ত্বা আবির্ভাব হয়েছে, (ঐশ্বর্য-মাধুর্যের সন্ধান যারা জানে না)। অথবা, ব্রহ্মপদ সান্নিধ্য হেতু সাধুবিশেষদের—উভয় ভাবেই 'সতাং পদের অর্থ জ্ঞানিগণের। **ব্রহ্মসুখানুভূত্যা**—ব্রহ্মসুখানুভূত শ্রীকৃষ্ণের সহিত—[ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম,ব্রহ্মানন্দ ও অনুভূতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত(বিহার করতে লাগলেন)] **—অনুভূতি**—জড়-প্রতিযোগি স্বপ্রকাশ বস্তু—তাই সুখ—ইহাই সুখ হওয়ার কারণ এই বস্তুটি পরমাত্মারও অংশী শ্রীভগবানে পর্য্যবসিত হওয়া হেতু নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদ। ইহা বৃহত্তম পর্যায়ভুক্ত ব্রহ্ম নামক বস্তু, কারণ ইহা নিখিল বস্তুর পরমস্বরূপ। জ্ঞানিদের নিকট মাত্র এইরূপেই স্ফুরিত—(ঐশ্বর্য মাধুর্যের স্ফুরণ হয় না)। **দাস্যং গতানাং**—দাস্যভক্তিমৎজনদের ঐশ্বর্যাদির পূর্ণতা হেতু জ্ঞানিদের থেকে **পরদৈবতেন** - শ্রেষ্ঠ দেবতা বা অধিদেবতারূপে অর্থাৎ সর্বারাধ্য স্বরূপে স্ফূর্তি প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য

১০।৬৮।৩৭) ইত্যাদি-শ্লোক প্রমাণে ঐশ্বর্যজ্ঞানবারিধি শ্রীসঙ্কর্ষণেরও 'ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুত' ইত্যাদি, "বৃষ-সেজে ভীষণ শব্দ করতে করতে রামকৃষ্ণ দুজনে যুদ্ধ করেন" ইত্যাদি ভাব হেতু।

সিদ্ধান্ত যখন এইরূপ দাড়াল, তখন সখাদের চিত্ত ঐশ্বর্য দ্বারা সঙ্কোচিত না হওয়া হেতু এবং কৃষ্ণ প্রীতিও সঙ্কীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় পরিপূর্ণ ভাবে এবং স্বভাব বিশেষে ক্ষণেক্ষণে দীপ্ত হয়ে উঠা হেতু তার দ্বারা সখাদের চিত্ত পুনরায় উদ্দীপ্ত ভাব প্রাপ্ত হয়—সখাদের এই ভাবোপযোগী ভাবেই কৃষ্ণের চিত্তেরও উদ্দীপ্ত ভাব প্রাপ্তি হয়—এইরূপ যে সখাগণ, তাদের যে কৃষ্ণরূপগুণ সমুদ্ভুত লীলামাধুর্যের অসাধারণী স্ফূর্তি হবে, এতে আর বলবার কি আছে। সমুদ্র মন্থনে যেমন অমৃত উঠে সেইরূপ এখানে দেখা যাচ্ছে—কৃষ্ণসমুদ্র-মন্থনে মাধুর্যামৃতের সমুদ্ভবতা, যার কর্তৃত্ব কৃষ্ণেতেই। আর স্বপ্রীতি মাধুর্য কৃষ্ণকে করে দিচ্ছে ব্রজবাসিদের অধীন। এই সবের জন্য ব্রজবাসিদের যে অদ্ভুত মনোরম চরিত্র প্রকাশ পাচ্ছে, তা আমাদিগকে আশ্চর্য সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিচ্ছে। ইত্থং ইত্যাদি প্রথম চরণের ব্যাখ্যা করা হল। এখন দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—তদানীং কৃষ্ণাবতারে **মায়াশ্রিতানাং**—প্রাপঞ্চিক জনদের নিকটেও স্বয়ং ভগবান্ কৃপায় মধুর নরাকাররূপে স্ফুরিত হন। অথবা, **মায়াশ্রিতানাং**—(মায়া=কৃপা) কৃষ্ণ কৃপা বিশেষ অবলম্বনমান জনদের নিকট পরম মধুর রূপে স্ফুরিত হন—তাঁরা কৃষ্ণের সহিত বিহারও করেন॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং তেষাং ক্রীড়াং নির্ব্বর্ণ্য ব্রজৌকসামিত্যুত্তরশ্লোকোক্ত্যা তদাদি-ব্রজবাসিমাত্রাণামেব সৌভাগ্যং সর্ব্বেভ্য এব সকাশাদধিকত্বেন স্তৌতি—ইত্থমিতি। অত্র জগতি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে; জ্ঞানিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ তত্র সতাং ভক্তিমত্ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং জ্ঞানিনাং। ব্রহ্মচ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া সহেতি কৃষ্ণশরীরস্যৈব ব্রহ্মসুখানুভূতিত্বং তেনৈব সহ তেষাং বিহারাং, তস্মাত্তদাকারস্য প্রাকৃতত্বমাচক্ষাণাঃ জ্ঞানিমানিনোঽন্যে সচ্ছব্দেননৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। দাস্যংগতানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেনেষ্টদেবেনেতি তদানীন্তনা ব্রজস্থজনভিন্নাঃ প্রায়োদাসভক্তা এবেতি ত এব নির্দ্দিষ্টাঃ, মায়াং বৈষয়িকং সুখমাশ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেন প্রাকৃতমনুষ্যবালতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন সহৈতে বিজহ্রুরিতি। জ্ঞানিনাং তদনুভব এব নতু তেন সহ বিহারঃ সম্ভবেৎ, ভক্তানাং গৌরবেণ তদ্ভজনমেব নতু বিহারযোগ্যতা, কর্ম্মিণান্তু ন তদনুভবঃ প্রীত্যভাবান্ন তদ্ভজনমপি কুতস্তেন সহ বিহার ইত্যেতে তু বিজহ্রুঃ বিহারৈ স্তং সানন্দ পরিপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয়্যৈব স্বয়মপি সর্ব্বতো বিলক্ষণমানন্দুরিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদেতে এব কৃতপুণ্যা ইতি কিং বক্তব্যং কৃতপুণ্যপুঞ্জা এবেতি লোক প্রতীত্যৈবোক্তির্নতুনিত্যসিদ্ধানাং তেষাং নিখিলেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চোৎকৃষ্টতমানাং ন তত্র প্রাচীনপুণ্যবত্ত্বং বস্তুতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্। পুণ্যশব্দেন ভগবৎপ্রিয়াচরণং বা লক্ষণীয়ং, তদ্বশীকারাতিশয়রূপপ্রয়োজনলাভায়॥ বি০ ১১।

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপে এই গোপবালকদের ক্রীড়া বর্ণনা করত (পরবর্তী শ্লোকোক্ত) 'ব্রজৌকসাম্' অর্থাৎ গোপবালক প্রভৃতি ব্রজবাসি মাত্রেরই সৌভাগ্য নিখিল জনের থেকেই অধিক রূপে এখানে স্তুতি করা হচ্ছে—ইত্থম ইতি।

দেখাবার জন্য ঐ স্ফূর্তিদ্বয়ের বিরলতা দেখান হচ্ছে—মায়া কবলে পতিতজনদের তো যৎকিঞ্চিৎ নরবালক রূপে দর্শন—জ্ঞান ও ভক্তির অভাব হেতু। কিন্তু ব্রহ্ম অধিদেবতা-সামান্য নরবালক রূপে দৃষ্ট কৃষ্ণের সঙ্গে জ্ঞানী-ঐশ্বর্য প্রধান ভক্ত-মায়াশ্রিতজন, কেহই বিহার করে না। কৃতপূণ্যপুঞ্জ ব্রজবাসিগণ কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেন। নিজ প্রেমে বশীভূত করত নিজ খেলাসঙ্গীরূপে প্রাপ্ত তাঁর সঙ্গে বিহারও করে থাকেন এই সুকৃতিশালী ব্রজবাসিগণ। এখানে 'কৃতপূণ্যপুঞ্জ' পদের সাধারণ লৌকিক অর্থ—জ্ঞানী-ঐশ্বর্যপ্রধান ভক্ত ও মায়াশ্রিতজন, এ সকলের থেকে এই ব্রজবাসিজন অধিক সুকৃতিশালী—লৌকিক অর্থ এরূপ হলেও বস্তুতঃ এই পদের অর্থ এরূপ হবে, যথা—ভগবানের পরমপ্রসাদ হেতু এদের **কৃত**—চরিত্র বা লীলাবলী **পূণ্যাঃ**—চারু, পুঞ্জ—রাশিকৃত অর্থাৎ অতিশয় মনোরম লীলাময় বা চরিত বিশিষ্ট ব্রজবাসিজন।

এই শ্লোকে শ্রীমৎ মুনীন্দ্রচরণের বক্তব্য এইরূপ, যথা - শ্রীভগবান্ অপরিমিত অসাধারণ স্বরূপ, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময় তত্ত্ববিশেষ। তার মধ্যে 'স্বরূপ'—পরমানন্দ, ঐশ্বর্য—অসমোর্ধ অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, মাধুর্য—অসমোর্ধ হওয়ায় সর্বমনোহর স্বাভাবিক রূপ-গুণ-লীলাদি সৌষ্ঠব। সেই সেই অনুভবের সাধনও ক্রমে (১) জ্ঞান এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ ইষ্টসাধন কর্ম (গী০ ১৮।১৮, শ্রীধর 'জ্ঞেয়ং'—ইষ্ট সাধনং কর্ম), (২) ভক্তি নামক ঐশ্বর্যমিশ্রা প্রীতি এবং (৩) শুদ্ধপ্রীতি। এই ত্রিবিধ সাধ্য সাধন অভাবে মায়াশ্রিতজনদের বস্তু-স্ফূর্তি হয় না—কিঞ্চিৎমাত্র অংশেও বস্তুর স্পর্শ না হওয়ায়। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ—(শ্রীগী০ ৭।২৫)"আমি যোগমায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকি বলে সকল লোকের নিকট প্রকাশ পাই না।" আরও, (শ্রীভা০ ১০।২৩।১১) "সেই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে মনুষ্যজ্ঞান করে তাঁর সম্মান করল না দুর্বুদ্ধি বিপ্রগণ।" এখানে স্ফূর্তির ক্রম পূর্বের ন্যায়ই—এর মধ্যে ভক্তের নিকট শ্রীভগবান্‌রূপে স্ফূর্তি পূর্বের ব্রহ্মরূপে স্ফূর্তি থেকে পূর্ণ।—(শ্রীভা০ ৫।১৮।১২) যাঁর শ্রীভগবানে অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, তার মধ্যে নিখিল গুণের সহিত দেবতাগণ বিরাজমান্।" আরও, (শ্রীগী০ ১৮।৫৫) "আমি যেরূপ সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দপুরুষ, তা একমাত্র ভক্তি দ্বারাই স্বরূপতঃ জানা যায়।"—সর্বজ্ঞানবৃত্তি অন্তর্ভূত থাকা হেতু। শুদ্ধপ্রীতি এর থেকে প্রশংসনীয় —(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩২) "পরামানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাঁদের মিত্র সেই নন্দগোপব্রজবাসিদের অহো কি ভাগ্য অহো কি ভাগ্য।" অতঃপর নির্বিশেষ জ্ঞানে স্বরূপানুভব, গৌরবময় জ্ঞানে ঐশ্বর্যানুভব এবং প্রীতি-ময় জ্ঞানে মাধুর্যানুভব। শুদ্ধপরম মধুরতা স্ফূর্তি নির্বিশেষ জ্ঞানিদের ভিতরে নেই। ঐশ্বর্য জ্ঞানপ্রধান দাসভক্তগণেও অতিশয়রূপে মাধুর্য স্ফূর্তি পায় না—সঙ্কুচিত চিত্ত বলে যথেষ্ট রূপে মাধুর্যগ্রহণে শক্তিহীনতা হেতু। বস্তু বিচারে কিন্তু পূর্ণ ঐশ্বর্য-মাধুর্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকারেই স্বাদু—"ক্রোধাহঙ্কার মুক্ত আত্মা-রাম মুনিগণও শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করে থাকে, শ্রীহরির এমনই অদ্ভুত গুণ।" ইত্যাদি হেতু—(শ্রীভা০ ১।৭।১০)। আরও, "হে রাজর্ষে! আমি নির্গুণ ব্রহ্মে একান্ত ভাবে মগ্ন থাকলেও উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যায়ন করেছি।" ইত্যাদি হেতু। তথা "যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপঙ্কজরজ ব্রহ্মা-শিব-শ্রীলক্ষ্মীদেবী এবং আমি সঙ্কর্ষণ মস্তকে ধারণ করে থাকি।" (শ্রীভা০

১২। যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্॥

১২। অন্বয় ঃ ধৃতাত্মভিঃ (একাগ্রকৃতচিত্তৈঃ) যোগিভিরপি বহুজন্মকৃচ্ছ্রতঃ (বহুজন্মানুষ্ঠিত সাধন ক্লেশৈরপি) যৎ পাদপাংশুঃ (যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণধূলিঃ) অলভ্যঃ, স এব (শ্রীকৃষ্ণঃ এব) স্বয়ং যদ্দৃগ্ বিষয়ঃ (যেষাং নয়ন গোচরীভূতঃ সন্) স্থিতঃ অহো ব্রজৌকসাং দিষ্টং (ভাগ্যং) কিং বর্ণ্যতে।

১২। মূলানুবাদ ঃ বহুজন্ম যমনিয়মাদি ক্লেশে স্থিরিকৃত মনা যোগিদের দ্বারাও যাঁর পদরজ-লেশমাত্রও অলভ্য সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবত স্থিরভাবে নিত্য বিরাজমান্ হয়ে যাঁদের চক্ষুতে সাক্ষাৎ দৃশ্য হন সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের কথা অহো কি বর্ণনা করবো ?

এই জগতে প্রায় তিন প্রকার লোক গণনার মধ্যে আসে—জ্ঞানী, ভক্ত এবং কর্মী। এর মধ্যে **সতাং**—ভক্তিমৎ সৎশব্দে অভিহিত জ্ঞানিদের নিকট যিনি ব্রহ্মসুখানুভূত্যা—ব্রহ্ম, ব্রহ্মানন্দ এবং অনুভূতি, সেই তাঁর সহিত ব্রজবাসিগণ বিহার করেন—এতে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণশরীরেই ব্রহ্মসুখানুভূতিত্ব, কারণ শরীরের সহিতই ব্রজবাসিদের বিহার। তাই শ্রীভগবানের দেহকে যারা মায়িক বলে, সেই নিজেদের জ্ঞানী মাননাকারী অন্যে সৎ শব্দে অভিহিত হয় না, এইরূপ বুঝতে হবে। **দাস্যং গতানাং**—কেবল ভক্তিমান্ সৎগণের **পরদৈবতেন**—ইষ্টদেবের সহিত—এইরূপে তদানীন্তন ব্রজস্থজন ভিন্ন প্রায় সকলেই দাসভক্ত—এইরূপে ব্রজবাসিদের ভাবের স্বরূপ নির্দিষ্ট হল। **মায়াশ্রিতানাং**—'মায়াং' বৈষয়িক সুখাশ্রিত জনদের অর্থাৎ কর্মিগণের **নারদারকেণ**—প্রাকৃত মনুষ্য বালকরূপে প্রতীয়মান কৃষ্ণের সহিত ব্রজজনেরা বিহার করে। জ্ঞানিগণের কৃষ্ণের অনুভব মাত্রই হয়, তার সহিত বিহার সম্ভব নয়। দাসভক্তগণের ঐশ্বর্য-প্রধান ভাবে কৃষ্ণের ভজন মাত্রই হয়, বিহার যোগ্যতা হয় না। কর্মিদের তো না-কৃষ্ণের অনুভব, প্রীতির অভাব হেতু—না-তার ভজন—বিহারের তো কথাই উঠতে পারে না। এই ব্রজজনেরা তো বিহার করে—শ্রীকৃষ্ণ নিজানন্দে পরিপূর্ণ হলেও বিহারের দ্বারা তাঁকে প্রেমবিলাসময় আনন্দবিশেষ প্রাপ্তি করিয়ে—নিজেরাও সকল প্রকারে বিলক্ষণ আনন্দ লাভ করেন। অতএব সকলের থেকে এরাই কৃতপূণ্যা ইতি—কৃতপূণ্যপুঞ্জা অর্থাৎ অতিশয় সুকৃতিশালী, এ আর বলবার কি আছে, তবে এও তো লোকপ্রতীতি কথা মাত্র—নিত্যসিদ্ধ ব্রজজনদের, যারা নিখিলজ্ঞানী এবং ভক্তদের থেকে উৎকৃষ্ট তাদের প্রাচীন পূণ্যবত্ত্বা কৃষ্ণ সহ বিহারের হেতু নয়, এইরূপ বুঝতে হবে। এখানে পূণ্য শব্দে শ্রীভগবানের প্রিয় বা অভীষ্ট আচরণ, ভগবৎবশীকারাতিশয়রূপ প্রয়োজন লাভের জন্য ॥ বি০ ১১ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অহো দূরে তাবদাস্তামেষাং তেন সহ নিরন্তরবিচিত্র-বিহারসৌভাগ্যমহিমা, ব্রজবাসিমাত্রাণামপি তদ্দর্শনমাত্রসৌভাগ্যমপি পরমমহদ্ভিরপ্যন্যৈরলভ্যমিত্যাহ—যাবদিতি। যস্য পাদসম্বন্ধী কুত্রাপি পতিতঃ পাংশুরেকোঽপি সাক্ষাৎ স এব, কিংবা পাদপাংশুরিতি কথঞ্চিৎ

কশ্চিদপি সম্বন্ধোঽপীত্যর্থঃ; কিংবা, যস্য পাদপঃ শ্রীবৃন্দাবনকদম্বাদিবৃক্ষঃ; যদ্বা, যস্য পাদৌ পিবন্তি, সপ্রেম নিরীক্ষন্ত ইতি ভক্তবিশেষাস্তেষামংশুর্দূরতঃ কিরণচ্ছটাপি। বহুভির্জন্মভিঃ তত্র-যম-নিয়ম প্রত্যাহারাদি-ক্লেশৈঃ ধৃতঃ স্থিরীকৃত আত্মা মনো যৈঃ, অতো যোগিভিঃ সমাধিযুক্তৈরপি অলভ্যঃ লব্ধুমশক্যঃ স এব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো যেষাং দৃশোর্বিষয়শ্চক্ষুর্ভ্যাং সাক্ষাৎদৃশ্যঃ স্বয়ং স্বভাবতঃ স্বরূপতো বা স্থিতঃ স্থিরতয়া নিত্য-মস্তি, 'যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং প্রাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ' ইতিবৎ। অহো আশ্চর্য্যে, তেষাং দিষ্টং ভাগ্যম্; যদ্বা, দিষ্টস্য মহো বিচিত্রোৎসবঃ কিং বর্ণ্যতে বর্ণয়িষ্যতে ? অপি তু বর্ণয়িতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অহো এই ব্রজবালকদের কৃষ্ণসহ নিরন্তর বিচিত্রবিহার দূর দূরান্তরে থাকুক ব্রজবাসি মাত্রেরও কৃষ্ণদর্শনমাত্র সৌভাগ্যও অন্য পরমমহৎগণেরও অলভ্য—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যৎ ইতি। **যৎপাদপাংশু**—যাঁর পদসম্বন্ধী, কোনও স্থানে পতিত একটি ধূলিকণাও (যোগি-দেরও অলভ্য)। **স এব**—সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ যাঁদের নয়ন গোচর হয়) 'পাদপাংশু' পদের ধ্বনি, অতি কষ্টেও কখনও যাঁর সম্বন্ধমাত্রও (অলভ্য)। অথবা 'যৎপাদপ' + অংশু' যাঁর বৃন্দাবনীয় কদম্বাদি বৃক্ষের কিরণচ্ছটা(যোগিদেরও অলভ্য)। অথবা, 'যৎপাদ + প + অংশু' ('প' শব্দে পান করা-চলন্তিকা) যাঁর চরণ-কমল ভক্তবিশেষগণ পান করে অর্থাৎ সপ্রেমে নিরীক্ষণ করে সেই তাঁদের 'অংশু' দূর থেকে কিরণচ্ছটাও (যোগীদের অলভ্য। **বহুভির্জন্ম**—জন্ম জন্ম ধরে **কৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভিঃ**—যম নিয়ম চিত্তবৃত্তি-নিরোধাদি ক্লেশের দ্বারা 'ধৃত' স্থিরীকৃত হয়েছে 'আত্মা' মন যে যোগিদের; অতএব সমাধিযুক্ত হলেও যোগিদের দ্বারা **অলভ্যঃ**—প্রাপ্তির অতীত **স এব**—সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের **দৃগ্বিষয়**—মাংস চক্ষু দ্বারাই সাক্ষাৎ দৃশ্য। **স্বয়ং**—স্বভাবত বা স্বরূপত **স্থিতঃ**—স্থির ভাবে নিত্য বিরাজমান,—'যচ্চকিঞ্চিৎ' ইতিবৎ। **দিষ্ট-মহো**—'অহো' আশ্চর্যে! সেই ব্রজজনদের **দিষ্টম্**—ভাগ্য। অথবা, দিষ্ট + মহো—ব্রজজনদের ভাগ্যের বিচিত্র উৎসব কি বর্ণনা করবো ? অর্থাৎ বর্ণনা করতে অসমর্থ ॥ জী০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তেন সার্দ্ধং বিহারবার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং তৎসম্বন্ধিবস্তুমাত্রমপি দুর্ল্লভ-মিত্যাহ—যদিতি। পাংশুরেকোঽপি ধূলিকণঃ যদ্বা, যস্য পাদপানাং বিহারাস্পদবৃন্দাবনীয়বৃক্ষাণাং অংশু-রেকঃ কিরণোঽপি ধৃতাত্মভিরেকাগ্রীকৃতচিত্তৈর্লব্ধুমনর্হঃ "নায়ং সুখাপো ভগবান্ ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। স্বয়ং স্থিত ইতি স্বদর্শন সাধনমনপেক্ষৈবেত্যর্থঃ। দিষ্টং ভাগ্যং যদ্বা, দিষ্টমহঃ দিষ্টস্য তেজ উৎসবো বা ॥ বি০ ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের কথা বহু দূরে থাকুক। কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু মাত্রও দুর্লভ, এই আশয়ে—যদিতি। **পাংশু**—একটি ধূলিকণাও। অথবা, **পাদপাংশু**—যাঁর বিহারাস্পদ বৃন্দাবনীয় বৃক্ষ সমূহের **অংশু**—একটি কিরণচ্ছটাও (যোগীদের অলভ্য)। **ধৃতাত্মভিঃ**—একাগ্রীকৃত চিত্তের দ্বারা লাভের অযোগ্য—"শ্রীকৃষ্ণ অন্যের সুখ-প্রাপ্য নয়।" এইরূপ পূর্বে বলা হয়েছে। **স্বয়ং স্থিতঃ**—এই বাক্যের ধ্বনি—স্বদর্শনের জন্য যে সাধন প্রয়োজন তার বিনা অপেক্ষাতেই (নয়ন-গোচর হন) ॥ বি০ ১২ ॥

১৩। অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুরস্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে॥

১৩। অন্বয় ঃ অথ পীতামৃতৈঃ অমরৈঃ অপি নিজজীবিতেপ্সুভিঃ (নিজজীবনরক্ষণার্থম্) নিত্যং যদন্তঃ (কদা অস্য মহাসুরস্য মরণং ভবিষ্যতীতি) প্রতীক্ষ্যতে, [সঃ] অঘনামা মহাসুরঃ অভ্যপতৎ (আজগাম) তেষাং (গোপবালকানাং) সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ (পরমানন্দেন যৎ ক্রীড়নং, তস্য দর্শনে অসহিষ্ণুঃ) [অভবৎ]।

১৩। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করেও দেবতাগণ মরণভয়ে নিজ জীব-নেচ্ছায় নিত্য যার বিনাশ প্রতীক্ষা করে আছেন সেই অঘ নামক অসুর ব্রজবালকদের এই সুখক্রীড়া দর্শনে অসহিষ্ণু হয়ে তাঁদের সামনে পথে ঝপ করে এসে আকাশ থেকে পড়ল।

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অথেতি ভিন্নোপক্রমে প্রস্তুতরসোপঘাতকত্বাৎ, অভ্যপতৎ সহসাভিমুখমাজগাম, ততশ্চ তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমোঽভূদিতি শেষঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, পীতং সুখে-নাত্মসাৎকৃতমমৃতং মোক্ষো যৈর্মুক্তৈরপীত্যর্থঃ। কথম্ভূতৈঃ? শ্রীভগবল্লীলাদর্শনার্থং নিজজীবিতেপ্সুভিশ্চিরং জিজীবিষুভিঃ অতএবামরৈঃ স্থূল-সূক্ষ্মদেহদ্বয়-নাশরহিতৈর্লীলাবিগ্রহতয়া মৃত্যুশূন্যৈরিতি বা, 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্তে' ইতি। প্রতীক্ষ্যতে অপেক্ষ্যতে, অন্যৎ সমানম্॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অথ ইতি—ভিন্ন-উপক্রমে অর্থাৎ অন্য বিষয় আরম্ভে 'অথ' পদের প্রয়োগ—প্রস্তুত রসের ভঙ্গক হেতু ভিন্ন। **অভ্যপতৎ**—অঘাসুর সহসা অভিমুখে আগত হল। অতঃপর এই সুখক্রীড়া-দর্শন সে সহ্য করতে পারল না।। শ্রীধর—সুখক্রীড়ন-নিরীক্ষণ যাঁর সহ্য হল না সেই অঘাসুর। কিরূপ অঘাসুর? **যদন্তঃ**—যার অন্তরে 'ছিদ্র' দোষ—সেই অঘাসুর থেকে দেবতাগণ মৃত্যু ভয়ে ভীত, অমৃত-পানকরা থাকলেও। ভয়ে ভয়ে তাঁরা প্রতীক্ষা করে আছেন কি করে বা এই বেটা মরবে। অথবা, কিরূপ সুখক্রীড়া? এরই উত্তরে, **যদন্তঃ**—চিত্তের অন্তঃস্থলে যার ধ্যান দেবতা-গণ করে থাকেন পীতামৃত হয়েও—অমরত্বের কথা ভুলে গিয়ে পুনরায় নিজ জীবনের ইচ্ছুক হয়ে, এরূপ ভাব। অমৃত পান মাত্রেই জীবন সফল হয় না, কিন্তু সফল হয় ভগবল্লীলা স্মরণেই, তাও যদি আবার অন্তরে নিত্য ধ্যানের বিষয় হয়।] অথবা, **পীতামৃতৈঃ**—যাদের দ্বারা 'অমৃত' মোক্ষ 'পীতং'সুখে আত্মসাৎ হয়েছে, অর্থাৎ মুক্তগণের দ্বারাও। কিরূপ মুক্তগণের দ্বারা? যারা শ্রীভগবল্লীলা দর্শনের জন্য নিজের আয়ু ইচ্ছা করেন, চিরকাল বেঁচে থাকতে চান, অতএব **অমরৈঃ**—স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় নাশ রহিত জনদের দ্বারা, বা লীলাবিগ্রহবান হেতু মৃত্যুশূন্যজনদের দ্বারা ঐ সুখক্রীড়া প্রতীক্ষ্যতে অপেক্ষিত॥ জী০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ এবং তত্তদ্বিহারস্য প্রতিক্ষণপরানন্দবর্দ্ধকত্বাৎ স্বতঃ সমাপ্ত্যসম্ভবমা-কলয্য সমাপ্তিশ্চ বিনা ভোজনপানাদিকং ন সিধ্যেদিতি প্রাত্যহিকভোজনসময়াত্যয়ঞ্চাবধার্য্য লীলাশক্ত্যৈব তদ্বিচ্ছেদার্থং দুষ্টসংহারস্যাপ্যবশ্যকর্ত্তব্যতয়া চ তদানীমেবান্তর্য্যামি প্রেরণবশাৎ কশ্চিদঘাসুরো নাম তেষামভি-

১৪। দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োর্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে॥
১৫। এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে॥

১৪। অন্বয় ঃ কংসানুশিষ্টঃ (কংসপ্রেরিতঃ) বকীবকানুজঃ (পূতনাবকাসুরয়োঃ কনিষ্ঠভ্রাতা) সঃ (অঘাসুরঃ) কৃষ্ণমুখান্ (কৃষ্ণাদীন্) অর্ভকান্ (গোপবালকান্) দৃষ্ট্বা অয়ং তু মম সোদরণাশকৃৎ (পূতনা-বকাসুরয়োঃ প্রানান্তকারী) অথ তয়োঃ দ্বয়োঃ [প্রীতিবিধানার্থং] এনং সবলং (অনুচরৈঃ সহিতমেব) হনিষ্যে।

১৫। অন্বয় ঃ যদা এতে (কৃষ্ণাদয়বালকাঃ) মৎসুহৃদোঃ (মম ভগিনীভ্রাত্রোঃ) তিলাপঃ কৃতাঃ (প্রেততর্পণার্থং তিলোদকরূপেণ কল্পিতা ভবিষ্যন্তি) তদা ব্রজৌকসঃ নষ্টসমাঃ (মৃতপ্রায়া) [ভবিষ্যন্তি] হি (যতঃ) যে প্রাণভৃতঃ তে প্রজাসবঃ (অপত্যেষু প্রাণতুল্যদৃষ্টিশালিনঃ) [অতঃ] প্রাণে গতে বর্ষ্মসু (তেষাং দেহেষু অপি) কানু চিন্তা।

১৪। মূলানুবাদ ঃ কংস প্রেরিত পূতনা-বকাসুরের ছোট ভাই সেই কংসপ্রেরিত অঘাসুর কৃষ্ণ প্রমুখ বালকদের দেখে 'এই কৃষ্ণই আমার ভাই-বোনকে হত্যা করেছে' সুতরাং তাদের মৃত্যুর পাল্টা নেওয়ার জন্য সখাগণ সহ একে হত্যা করবো।

১৫। মূলানুবাদ ঃ এরা যদি আমার ভাই বোনের প্রেত তর্পণের জন্য তিলোদকরূপে কল্পিত হয়, তবে নন্দাদি ব্রজজন মরেই যাবে; কারণ প্রাণধারী মাত্রেই সন্তানগত প্রাণ, কাজেই প্রাণ চলে গেলে দেহের বিনাশ সম্বন্ধে আর চিন্তা কি?

মুখমানিন্যে ইত্যাহ, অথেতি। সুখক্রীড়নস্য বীক্ষণমপি ন ক্ষমত ইতি সর্ব্বসুখদমপি তেষাং ক্রীড়নং তস্য দুঃখদমভূদিতি ভাবঃ। যদন্তঃ যস্যাঘাসুরস্যান্তরং মরণসাধকচ্ছিদ্রং পীতামৃতৈরপি ততো মৃত্যুভীতৈরমরৈঃ কথং মরিষ্যতীতি প্রতীক্ষ্যতে। যদ্বা, যৎ সুখক্রীড়নং অন্তর্হৃদয়ে প্রতীক্ষ্যতে প্রতিক্ষণমীক্ষ্যতে চিন্ত্যতে ইত্যর্থঃ। পীতামৃতৈরপি কৃষ্ণলীলামৃতপানং বিনা জীবিতং বস্তুতো জীবিতং ন ভবতি যত স্তস্মান্নিজজীবিতেপ্সুভি-রিত্যর্থঃ॥ বি০ ১৩॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ এইরূপে গোপবালকগণের বিহারের ক্ষণে ক্ষণেই পরমানন্দ বর্ধক গুণ থাকায় স্বতঃ সমাপ্তি অসম্ভব মনে করে এবং সমাপ্তি বিনাও ভোজনপানাদি হয় না—তাই প্রাত্যহিক ভোজন সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে লীলাশক্তি ঐ বিহার ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য, দুষ্টসংহারও অবশ্য কর্তব্য বলে তখন অন্তর্যামি প্রেরণায় অঘ নামক কোনও অসুরকে ঐ বালকদের অভিমুখে নিয়ে এলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে অঘ ইতি। অঘাসুর ঐ সুখক্রীড়ার দর্শনও সহ্য করতে পারল না—সর্ব-সুখদ হলেও তাঁদের ক্রীড়া তার কাছে দুঃখদ হলো, এরূপভাব। **যদন্তঃ**—'যৎ' যস্য যে অঘাসুরের 'অন্তঃ' অন্তরং অর্থাৎ মরণসাধক ছিদ্র প্রতীক্ষা করে আছে দেবতাগণ, অমৃত পান করা থাকলেও ঐ অসুর থেকে

মরণ ভয়ে ভীত হয়ে—এ বেটা কোন্ ছিদ্রে মরবে,এইরূপে। অথবা,যে সুখ ক্রীড়া অন্তর্হৃদয়ে **প্রতীক্ষ্যতে**—প্রতিক্ষণ দেখে অর্থাৎ ধ্যান করে। পীতামৃত হয়েও তাঁরা ধ্যান করে—কৃষ্ণলীলামৃত পান বিনা **জীবিতং**—বস্তুত জীবিত হয় না, সেই কারণে এই পান থেকে নিজ জীবন ইচ্ছুক হয়ে ধ্যান করে॥ বি॰ ১৩॥

১৪-১৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ দৃষ্ট্বা ইতি ত্রিকম্। অথাস্মৎসোদর-নাশাদ্ধেতোঃ, অত্র মমেতি পাঠঃ সর্ব্বসম্মতশ্চিৎসুখসম্মতশ্চ, তেষাং বাক্যভেদাদপৌনরুক্ত্যম্॥ যদ্বা, তয়োর্দ্বয়োর্নিমিত্তয়োস্তদ্বৈরগ্রহণার্থমিত্যর্থঃ; নষ্টসমাঃ মৃতপ্রায়াঃ॥ জী॰ ১৪-১৫॥

১৪-১৫। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ "দৃষ্ট্বা" থেকে 'খলঃ' এই তিনটি শ্লোক এক-সঙ্গে। **অথ**—আমার সোদর-নাশ হেতু। এখানে 'অথ' পাঠ না হয়ে 'মম' পাঠই সর্বসম্মত ও চিৎসুখেরও সম্মত। তাঁদের বাক্য থেকে ভেদ হওয়াতে 'মে' পদের পর 'মম' পুনর্কথন হল না। অথবা, **তয়োর্দ্বয়োঃ + অথ**—বকবকী এই দুজনের মৃত্যু জনিত শত্রুতা বশতঃ পালটা নেওয়ার জন্য। **নষ্টসমাঃ**—মৃতপ্রায়॥

১৪-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃষ্ণমুখান্ কৃষ্ণাদীন্ দৃষ্ট্বা স অঘাসুরঃ ইতি ব্যবস্য নিশ্চিত্য তেষাং গ্রসনাশয়া পথি ব্যশেতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। বকী পূতনা। ব্যবসায়মাহ—অয়ন্ত্বিতি সার্দ্ধেন। অয়ং কৃষ্ণঃ মম সোদরয়োর্নাশকৃৎ অথ অতএব তয়োর্দ্বয়োঃ পিণ্ডদানার্থমিতি শেষঃ। উত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা কল্প্যঃ সবলং সসৈন্যং হনিষ্যামি॥

এতে কৃষ্ণাদয়ো বালা মৎসুহৃদোর্বকীবকয়োর্যদি তিলাপঃ প্রেততর্পণার্থকতিলোদক রূপাঃ [কৃতাঃ তিলোদকতয়া কল্পিতাঃ তদা ব্রজৌকসো নন্দাদয়ঃ, বর্ষ্মসু দেহেষু অনষ্টেষ্বপি কা চিন্তা ন কাপীত্যর্থঃ। যে প্রাণিনস্তে প্রজা অপত্যান্যেব অসবঃ প্রাণা যেষাং তে অতঃ স্বত এব মরিষ্যন্তীত্যর্থঃ॥ বি॰ ১৪।১৫॥

১৪-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃষ্ণাদিকে দেখে সেই অঘাসুর **ইতি ব্যবস্য**—এই তো আমার ভাই-বোনদের মেরেছে, এইরূপ নিশ্চয় করে তাদিকে **গ্রসনাশয়া**—গ্রাস করবার জন্য পথে (১৬ শ্লোকের) **ব্যশেত**—শুয়ে থাকল—এইভাবে অন্বয় হবে। **বকী**—পূতনা। অঘাসুর যা নিশ্চয় করল, তা 'অয়ং তু' এই অর্ধ শ্লোকে বলা হচ্ছে। এই কৃষ্ণ আমার সোদর দুজনকে বিনাশ করেছে। **অথ**—সুতরাং **তয়োর্দ্বয়ো**—আমার ভাই-বোন, তাদের দুজনের পিণ্ডদানের জন্য হত্যা করব সহচর সহ রামকৃষ্ণকে। পরবর্তী শ্লোকার্থানুসারে সংকল্প করল, **সবলং**—সসৈন্য বধ করব।

এতে—রামকৃষ্ণাদি বালকগণ যদি **মৎসুহৃদোঃ**—আমার সুহৃদ্ বকীবকের **তিলাপঃ**—প্রেত-তর্পণার্থক তিলোদকস্বরূপ হয়, তখন নন্দাদি ব্রজগোপগণ আপনা-আপনি মরে যাবে। **বর্ষ্মসু**—(প্রাণ বেরিয়ে গেলে) দেহ যদি অবিনষ্টও দেখা যায়, তবুও চিন্তা কি—কোনও চিন্তা নেই। **যে প্রাণভৃতঃ**—যারা প্রাণপুষ্ট **তে**—তারা **প্রজাসবঃ**—পুত্রকন্যাগত প্রাণ। অর্থাৎ তারা অতঃপর স্বতঃই মরে যাবে॥

১৬। ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ॥
১৭। ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ পুরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ

১৬। **অন্বয়** ঃ সঃ (অঘাসুরঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারং) ব্যবস্য (মনসি নিশ্চিত্য) যোজনায়াম (যোজনপরিমাণেন দীর্ঘং) মহাদ্রি পীবরং (মহাপর্ব্বতবৎ স্থূলং) ব্যাত্তগুহাননং (প্রসারিত গিরিগহ্বরতুল্য-বদনম্) অদ্ভুতং বৃহৎ অজগরং বপুঃ (সর্পশরীরং) ধৃত্বা গ্রসনাশয়া (গ্রসিতুমিচ্ছয়া) পথি ব্যশেত (শয়িতবান্)।

১৭। **অন্বয়** ঃ ধরাধরোষ্ঠঃ (পৃথিব্যাং নিম্নোষ্ঠো যস্য সঃ) জলদোত্তরোষ্ঠঃ (জলদস্য উর্দ্ধং উত্তরোষ্ঠঃ যস্য সঃ) দর্য্যাননান্তঃ (গিরিকন্দরাবিব সৃক্কণী যস্য সঃ) গিরিশৃঙ্গ দংষ্ট্রঃ (পর্ব্বতস্য শিখরাণীব দন্তানি যস্য সঃ) ধান্তান্তরাস্যঃ (ঘোরান্ধকারঃ মুখমধ্য যস্য সঃ) বিততাধ্বজিহ্বঃ (বিস্তৃতা পথবৎ জিহ্বা যস্য সঃ) পরুষানিল-শ্বাস—দবেক্ষণোষ্ণঃ (রুক্ষবায়ুবৎ শ্বাসো যস্য, বনবহ্নিবৎ দৃষ্টেরুষ্ণতা যস্য সঃ) [এতাদৃশো ভূত্বা পথি ব্যশেত ইতি পূর্ব্বেনান্বয়ঃ]।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপ নিশ্চয় করে সেই খল অঘাসুর ৮মাইল লম্বা, মহাপর্বততুল্য অতিস্থূল এবং বিস্তৃত গুহার ন্যায় মুখবিশিষ্ট এক অদ্ভুত বৃহৎ অজগর বপু ধারণ করে কৃষ্ণসহ বালকগণকে গ্রাস কর-বার জন্য পথের মধ্যে তখন নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে থাকল।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ তার নিম্ন ওষ্ঠ পড়ে থাকল মাটিতে, ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ উঠে গেল মেঘের কোলে—দেখে মনে হচ্ছিল, তার ওষ্ঠদ্বয়ের প্রান্তভাগ গিরিগহ্বরের ন্যায়, দাঁতগুলি পর্বতশৃঙ্গসম, মুখগহ্বর ঘোর অন্ধ-কারাচ্ছন্ন, জিহ্বা চওড়া রাস্তার মতো, নিশ্বাস খরতর বায়ুর মতো এবং দৃষ্টি দাবানল সদৃশ অতি উষ্ণ।

১৬। **শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা** ঃ হি যতঃ, ব্যবস্য ব্যবসায়বিশেষেণ অস্পন্দত্বাদিনা ব্যশেত, যতঃ খলঃ বঞ্চনাপূর্ব্বকহিংসকঃ, তাদৃশবালানাং গ্রসনে প্রবৃত্তেঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **হি**—যেহেতু। **ব্যবস্য**—বিশেষ কার্য প্রয়োজন হেতু নিষ্পন্দ হয়ে শুয়ে থাকল। যেহেতু সে খল—বঞ্চনাপূর্বক বধকারী—তাদৃশ বালকদের গ্রাস করতে প্রবৃত্ত হেতু এই খল পদের প্রয়োগ॥ জী০ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ যোজনায়ামং যোজনপ্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তং মহাদ্রিবৎ পীবরং ব্যাত্তং প্রসারিতং গুহাতুল্যমাননং যস্মিন্ তৎ॥ বি০ ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **যোজনায়াম্**—৮ মাইল প্রমাণ দীর্ঘাকৃতি, মহাপর্বতের মতো **পীবরং**—প্রসারিত এবং গুহাতুল্য আনন বিশিষ্ট দেহ॥ বি০ ১৬॥

১৮। দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্ব্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥

১৮। অন্বয় ঃ সর্ব্বে (গোপবালকাঃ) তং (অঘাসুরং) তাদৃশং (অজগরাকৃতিং) দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ং মত্বা লীলয়া ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন উৎপ্রেক্ষন্তে স্ম (উৎপ্রেক্ষাং কুর্ব্বন্তি স্ম)।

১৮। মূলানুবাদ ঃ এতাদৃশ অজগররূপী অঘাসুরকে দেখে কোনও কোনও বালক ভয়ে পালাতে নিলে অন্যান্য বালক তাঁদের সাহস দিতে লাগলেন, আরে এ সাপ নয়, সর্পাকারে তৈরী কোনও বৃন্দাবন শোভা—এইরূপ নিশ্চয় করে তারা নির্ভয়ে বিশাল হাঁ করা অজাগর মুখের সহিত ঐ শোভার উৎ-প্রেক্ষা অর্থাৎ সাদৃশ্য কল্পনা করতে লাগলেন।

১৭। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ পরুষেতি পর্ষেতি বা পাঠঃ। পরুষানিলবৎ শ্বাসাভ্যাং, দববদীক্ষণাভ্যাঞ্চ তেষু বা উষ্ণঃ ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ পরুষ এবং পর্ষ—এই দুরকম পাঠ আছে। পরুষা—খরতর বায়ুর মতো শ্বাসযুক্ত, দাবানলের ন্যায় জ্বালাময়ী ঈক্ষণযুক্ত ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ধরায়ামধরোষ্ঠো যস্য সঃ। জলদে উত্তরোষ্ঠো যস্য সঃ, দর্য্যো কন্দরা-বিবাননস্যান্তৌ সৃক্কণী যস্য সঃ, ধ্বান্তমন্তরাস্যে মুখমধ্যে যস্য সঃ, বিস্তৃতঃ পন্থা ইব জিহ্বা যস্য সঃ, পরুষানিল-বৎ শ্বাসো যস্য স দাবাগ্নিবদীক্ষণয়োরুষ্ণো যস্য সচ সচ সঃ ॥ বি° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ধরাতলে যাঁর নীচের ওষ্ঠ, মেঘের কোলে যার উপরের ওষ্ঠ, দুটি গিরিগহ্বরের মতো যার সৃক্কণী অর্থাৎ মুখের প্রান্তভাগ, মুখমধ্যে যার ঘোর অন্ধকার, চওড়া রাস্তার মতো যার জিহ্বা, খরতর বায়ুর মতো যার শ্বাস এবং দাবাগ্নিবৎ তাপ যার দৃষ্টিতে সেই অদ্ভুত অজগর ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ হি নিশ্চিতম্, লীলয়ৈবেতি তথোৎপ্রেক্ষণমপি তেষা-মেকা ক্রীড়ৈবেত্যর্থঃ ॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ হি লীলয়া—'হি' নিশ্চিয়ার্থে—লীলয়া এব—লীলাতেই তথা উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ ইহা তাঁদের একটা খেলাই ॥ জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তমঘাসুরং দৃষ্ট্বা মহাসর্পবুদ্ধ্যা কাংশ্চিৎপলায়মানানাশ্বাসয়ন্তঃ সর্ব্বে-ঽন্যে মত্বেতি। ননু, রে মূঢ়াঃ! এতাবৎপ্রমাণঃ সর্পো ন সম্ভবতীত্যতো বৃন্দাবন শোভাবিশেষাধায়কো জন্তু-বিশেষো বিধাত্রৈব রচিতঃ কিন্তু মহাসর্প প্রসারিত তুণ্ডাকার ইতি নিশ্চিত্য ব্যাত্তং প্রসৃতং যদাজগরতুণ্ডং তেন সহ উৎপ্রেক্ষ্যন্তে উপমিমতে লীলয়েতি ভয়াভাবঃ সূচিতঃ॥ বি° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সেই অঘাসুরকে দেখে মহাসর্প মনে করে কোনও কোনও বালক পালাতে নিলে অন্য সকলে ইহাকে শ্রীবৃন্দাবন শোভা মনে করে তাদিকে আশ্বাস দিচ্ছেন —'আরে

১৯। অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্।
অস্মৎ সংগ্রসনব্যাত্ত-ব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥

১৯। **অন্বয়** ঃ অহো মিত্রাণি, পুরঃস্থিতং সত্ত্বকূটং (নিশ্চলঃ প্রাণি বিশেষঃ) ন বা অস্মৎ সংগ্রসনব্যালতুণ্ডায়তে ন বা (অস্মাকং গ্রসনায় বিস্তৃতং যৎ সর্পবদনং তদ্বৎ আচরতি বা ন বা) [তৎ] গদত (কথয়ত)।

১৯। **মূলানুবাদ** ঃ কোনও কোনও মুখ্য সখাদের সম্বোধন করে তারা নিজের মনের নিশ্চয় প্রমাণার্থে জিজ্ঞাসা করছেন—ওহে বন্ধুবর, বল তো, আমাদের সামনে ঐ যে দেখা যাচ্ছে, এটি ব্যাঘ্রাদি কোনও প্রাণী আমাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলার জন্য বিরাট হাঁ-করা সর্পমুখবৎ আচরণ করছে না-কি ?

মূঢ়, সর্প কখনও এত বিশাল মাপের হওয়া সম্ভব নয়। তাই বলছি শোন, এ বৃন্দাবন শোভাবিশেষের প্রত্যয় জন্মানো, বিধাতার হাতে তৈরী কোনও মাটির জন্তু বিশেষ—কিন্তু তৈরী হয়েছে বিশাল এক সর্পাকারে, যেন ফণা ধরে আছে, এইরূপে—এইরূপ নিশ্চয় করে, **ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন**—বিরাট হাঁ-করা অজাগর মুখের সহিত **উৎপ্রেক্ষ্যন্ত**—উৎপ্রেক্ষা করতে লাগলেন **লীলায়**—যথা ঐ বস্তুটি যেন বিরাট হাঁ-করা অজাগর মুখ। 'লীলা' পদে ভয়াভাব সূচিত হচ্ছে ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ গদিতব্যমেবাহুঃ—সত্ত্বেত্যাদিনাঽস্মদিত্যাদৌ যদগ্রভাগ ইতি শেষঃ ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **গদত**—বলার উপযুক্তই বটে, বল দেখি—তাঁদের মনের নিশ্চয় প্রমাণার্থে বলতে লাগলেন—আরে ভাই বল দেখি আমাদের সম্মুখে এ কোনও প্রাণী বিশেষ কি ? ॥ জী০ ১৮ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কাংশ্চিন্মুখ্যান্ সখীন্ সম্বোধ্য স্বনিশ্চয়স্য প্রামাণ্যার্থং পৃচ্ছন্তি—অহো ইতি। সত্ত্বকূটং নিশ্চলঃ প্রাণিবিশেষঃ "কূটোঽস্ত্রী নিশ্চলে রাশা"। বিতি মেদিনী। পূর্ব্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। যদ্বা, গিরিশৃঙ্গবাচককূটশব্দেন "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভি" রিত্যনেন সমাসঃ। অস্মাকং সংগ্রসনার্থমিব ব্যাত্তসর্পতুণ্ডবদাচরতি ন বা ॥ বি০ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কোনও মুখ্য সখাকে সম্বোধন করে নিজের মনের নিশ্চয়-প্রমাণার্থে জিজ্ঞাসা করছেন—অহো ইতি। **সত্ত্বকূটং**—নিশ্চল প্রাণী বিশেষ। অথবা গিরিশৃঙ্গ অর্থপ্রকাশক 'কূট' শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ ব্যাঘ্রাদি হবে, কারণ এই অর্থই খাপ খায় এখানে। এই ব্যাঘ্রাদিই আমাদের সম্পূর্ণ গিলে ফেলবার জন্য যেন বিরাট হাঁ-করা সর্পমুখবৎ আচরণ করছে, তাই না-কি ? ॥ বি০ ১৯ ॥

২০। সত্যমর্ককরারক্ত-মুত্তরাহনুবদ্‌ঘনম্।
অধরাহনুবদ্রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্॥
২১। প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত॥

২০। **অন্বয় ঃ** সত্যং (নিশ্চিতং) অর্ককরৈঃ আরক্তং ঘনং (মেঘং) উত্তরাহনুবৎ (উত্তরোষ্ঠবৎ) তৎপ্রতিচ্ছায়য়া (তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া) অরুণং রোধঃ (রোধস্থলং) অধরাহনুবৎ (অধরোষ্ঠবৎ পশ্যত)।

২১। **অন্বয় ঃ** পশ্যতঃ সব্যাসব্যে (বামদক্ষিণে) নগোদরে (গিরিদর্যৌ) সৃক্কভ্যাং (ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং) প্রতিস্পর্দ্ধেতে, এতাঃ তুঙ্গশৃঙ্গালয়ঃ অপি তদ্দংষ্ট্রাভিঃ (তস্য তীক্ষ্ণদন্তৈঃ স্পর্ধমানাঃ)।

২০। **মূলানুবাদ ঃ** কোনও কোনও বালকের উপর্যুক্ত প্রশ্নের অনুমোদনকারী কোনও এক প্রধান বালক উত্তর দিচ্ছেন—হ্যা তোমরা যা মনে করেছ তাই বটে। এই দেখ-না সূর্যকিরণে আরক্ত মেঘ যেন এর উপরের ওষ্ঠের ন্যায়, আর মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণিত ভূমিতল যেন এর নীচের ওষ্ঠের মতো মনে হচ্ছে।

২১। **মূলানুবাদ ঃ** আরও, ঐ দেখ (অঙ্গুলী-নির্দেশে) বা-ডানের গিরিগুহাদ্বয় এর ওষ্ঠপ্রান্ত-দ্বয়ের সহিত এবং পর্বতশৃঙ্গশ্রেণী এর দন্তশ্রেণীর সহিত তুল্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** গদতেতি কেষাঞ্চিৎ প্রশ্নং কেচিদনুমোদমানা আহুঃ—সত্যমিতি যুগ্মকেন। যথার্থং বদথেত্যর্থঃ, তদেবাহুরর্কেত্যাদিনা গন্ধবদিত্যন্তেন, অর্ককরারক্তমিতি, এষাং পশ্চিমাভিমুখা গতিস্তস্য পূর্ব্বাভিমুখা স্থিতিরিতি গম্যতে, প্রাতত্বাৎ। উত্তরেত্যত্র পুংবদ্ভাবাভাব আর্ষঃ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বল তো, এইরূপ কোনও কারুর কারুর প্রশ্নের অনুমোদনকারী কোনও একজন উত্তর দিচ্ছেন—সত্যম্ ইতি চারটি শ্লোকে। **সত্যম্**—যথার্থ বলেছ। যথার্থ কি, তাই বলা হচ্ছে—'অর্ক' ইত্যাদি থেকে 'গন্ধবৎ' এই শেষ কথা পর্যন্ত। 'সূর্য কিরণে আরক্ত' এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে এই বালকদের পশ্চিম দিকে গতি আর সর্পরূপী অঘাসুরের পূর্বাভিমুখ হয়ে স্থিতি—এই সময়টি প্রাতঃকাল হওয়া হেতু॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সত্যমিতি যথা যূয়ং মন্যধ্বে তথৈবেতি তে প্রত্যাহুঃ—অর্ককরৈরা-রক্তং ঘনমেতস্যোত্তরোষ্ঠবৎ পশ্যত তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া অরুণং রোধঃ স্থলমধরোষ্ঠবৎ পশ্যত। হন্বোরুত্ত-রাধরত্বাসংভবত্বাদত্র হনুশব্দেনোষ্ঠদ্বয়ং লক্ষ্যতে॥ বি০ ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সত্যম্ ইতি**—তাদের প্রতি বললো তোমরা যেরূপ মনে নিশ্চয় করেছ সেইরূপই বটে—এই দেখ-না সূর্যকিরণে আরক্ত মেঘ যেন এর উপরের ওষ্ঠের মতো আর ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়ার দ্বারা অরুণিত ভূমিতল যেন এর নীচের ওষ্ঠের মতো মনে হচ্ছে। হনুর ঊর্ধ্ব-অধঃ অর্থাৎ

২২। আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জ্জতি
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্॥

২২। অন্বয় ঃ অয়ং আস্তৃতায়াম-মার্গঃ (সুবিস্তৃতদীর্ঘপন্থাঃ) রসনাং (পুরস্থিতপ্রাণিনো জিহ্বাং) প্রতিগর্জ্জতি, এষাং (দশনরূপেণ কল্পিতগিরিশৃঙ্গাণাং) অন্তর্গতং (মধ্যবর্ত্তি) এতৎ অপি ধ্বান্তং (অন্ধকারঃ) অন্তরাননং (পুরঃস্থিত প্রাণিনোমুখমধ্যং প্রতিস্পর্দ্ধতে)।

২২। মূলানুবাদ ঃ আর এই সম্মুখের লম্বা-চওড়া রাস্তাটি এর জিহ্বার সহিত ও এই শৃঙ্গ-শ্রেণীর মধ্যস্থিত অন্ধকার এর মুখ-মধ্যের কালবর্ণের সহিত সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছে।

উপরের হনু, নীচের হনু (চোয়াল), এরূপ হওয়া সম্ভব নয় বলে এখানে হনু শব্দে ওষ্ঠদ্বয়কে লক্ষ্য করা হয়েছে॥ বি০ ২০॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ এতাঃ সাক্ষাদ্বর্ত্তমানাঃ, এবমগ্রেঽপি, তস্য ব্যালতুণ্ডস্য দংষ্ট্রাভিস্তু স্পর্দ্ধন্তে ইতি লেখ্যে, টীকায়াং স্পর্দ্ধমান ইতি লেখকভ্রমাৎ॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ এতাঃ—এই পদের ধ্বনি—অঙ্গুলি নির্দেশে বলা হচ্ছে—সম্মুখে সাক্ষাৎ বর্তমান এইসব শৃঙ্গ শ্রেণীর মতো। পরের দুই শ্লোকের 'অয়ং' পদের একইরূপ ধ্বনি। স্বামিপাদের টীকায় লেখকের ভ্রমে স্পর্দ্ধন্তে স্থানে স্পর্দ্ধমান পাঠ দেখা যায়॥ জী০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সৃক্কভ্যামস্য ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং প্রতিস্পর্দ্ধেতে তুল্যতয়া বর্ত্তেতে, নগোদরে গিরিদর্য্যৌ। এতা ইতি তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্ত স্তস্য সর্পতুণ্ডস্য দংষ্ট্রাভিঃ স্পর্দ্ধন্তে॥ বি০ ২১॥

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সৃক্কভ্যাম্—এর ওষ্ঠপ্রান্তের সহিত **প্রতিস্পর্দ্ধতে**—তুল্য-ভাবে বর্তমান। **নগোদরে**—গিরিগুহাদ্বয়েতে। **এতা**—এরা, তর্জনী দ্বারা দেখাতে দেখাতে। **তদ্দংষ্ট্রাভিঃ**—তস্য' অর্থাৎ সর্পমুখের দন্তরাজির সহিত স্পর্ধন্তে—তুল্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে॥ বি০ ২১॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ আয়ামযুক্তো মার্গঃ আয়ামমার্গঃ স চাস্তৃত ইতি ধ্বান্তং ছায়াত্মকং, ধ্বান্তাননমধ্যয়োঃ কালবর্ণত্বাৎ সাম্যম্॥ জী০ ২২॥

২২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকনুবাদ ঃ আস্তৃতায়ামমার্গো—লম্বা-চওড়া রাস্তা। **ধ্বান্তং**—ছায়াত্মক। মুখের মধ্যদেশ কালবর্ণ হেতু ছায়ার সহিত সাম্য॥ জী০ ২২

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ আস্তৃতায়ামঃ বিস্তৃতদৈর্ঘ্যঃ মার্গঃ পন্থাঃ রসনাং জিহ্বাং প্রতিরসনয়া সহ গর্জতি স্পর্দ্ধতে। এষাং শৃঙ্গাণাং মধ্যগতমন্ধকারাং কর্তৃ এতদপ্যন্তরাননং এতস্যাননমধ্যং প্রতিগর্জতি স্পর্দ্ধতে॥ বি০ ২২॥

২২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আস্তৃতায়ামঃ—লম্বা-চওড়া রাস্তা। জিহ্বার সহিত গর্জতি—তুল্যতা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে। **এষাং**—শৃঙ্গশ্রেণীর মধ্যগত অন্ধকার **এতদ্**—এর মুখমধ্যের সহিত **প্রতিগর্জতি**—সাম্য প্রাপ্ত হচ্ছে॥ বি০ ২২॥

২৩। দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্‌ভাতি পশ্যত।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥
২৪। অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্ অয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥

২৩। অন্বয় ঃ পশ্যত অয়ং দাবোষ্ণখরবাতঃ (বনবহ্নিনা সন্তপ্ত কর্কশবায়ুঃ) শ্বাসবৎ ভাতি (প্রতীয়তে) তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধঃ (অগ্নিদগ্ধপ্রাণিদেহস্থো দুর্গন্ধঃ) অন্তরামিষ-গন্ধবৎ (পুরঃস্থিত সর্পান্তর্গতামিষগন্ধবৎ ভাতি)।

২৪। অন্বয় ঃ অত্র অস্মান্ অয়ং কিং গ্রসিতা (গ্রসিষ্যতি) তথা চেৎ অনেন (শ্রীকৃষ্ণেন) ক্ষণাৎ (তৎক্ষণাৎ) বকবৎ বিনঙ্ক্ষ্যতি (নাশং গমিষ্যতি) ইতি বকার্য্যুঃ সন্মুখং (বকারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কমনীয়ং বদনম্) বীক্ষ্য উদ্ধসন্তঃ (উচ্চৈর্হসন্তঃ) [গোপবালকাঃ] করতাড়নৈঃ যযুঃ (অঘাসুরবদনবিবরং প্রবিবিশুঃ)।

২৩। মূলানুবাদ ঃ এই দেখ! দাবানল-উষ্ণ এই বায়ু যেন এর শ্বাসের ন্যায় এবং এই দাবানল-দগ্ধ প্রাণীদের দুর্গন্ধ যেন এর উদর-মধ্যগত পচা মাংসের গন্ধের মতো মনে হচ্ছে।

২৪। মূলানুবাদ ঃ দলবদ্ধভাবে সকলে কিছুটা সভয়ে বললেন—এর মুখমধ্যে প্রবেশ করলে গিলে ফেলবে না-তো আমাদের, সত্যই যদি সাপ হয়? এর মধ্যে কেউ কেউ সাহস দিয়ে বললেন—তাই যদি হয়, তবে ক্ষণমাত্রেই কৃষ্ণের হাতে মারা পড়বে বকাসুরের মতো। এই বলে দূরস্থিত বকারি কৃষ্ণের কমনীয় মুখ দেখে আশ্বস্ত হওয়ত কৌতুক-উল্লাসে দৌড়ে গিয়ে ওর মুখের মধ্যে ঢুকে পড়লেন সকলে হাততালি দিয়ে দিয়ে।

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ভাতীতি পশ্যত ইতি মধ্যে মধ্যে বিস্ময়ায় ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ভাতি ইতি-প্রকাশ পাচ্ছে। পশ্যত—ঐ দেখ, বিস্মিত করে দেওয়ার জন্য মধ্যে মধ্যে এই বাক্যের প্রয়োগ ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তেন দাবাগ্নিনাদগ্ধানাং সত্ত্বানাং যো দুর্গন্ধঃ স এব সর্পান্তর্গতদুর্গন্ধবদ্ভাতি ॥ বি০ ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তদ্দগ্ধ ইত্যাদি—সেই দাবাগ্নি দ্বারা দগ্ধ প্রাণীদের যা দুর্গন্ধ তা সর্পান্তর্গত দুর্গন্ধবৎ প্রকাশ পাচ্ছে ॥ বি০ ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ইত্যেতদ্গদন্তঃ উদ্ধসন্তঃ, তস্য খলত্বারোপণেন; কিংবা স্বয়ং হসন্ত এব বিশেষতশ্চ শ্রীকৃষ্ণমুখং নিরীক্ষ্যোচ্চৈর্হসন্ত ইত্যর্থঃ, কিংবা ভবতাত্রাবহিতেন ভাব্যমিতি নর্ম্ম-বিজ্ঞাপনার্থমিব। করতাড়নৈরিতি করতালীঃ কৃত্বেত্যর্থঃ. তচ্চ লোকরীত্যা সর্পাপসারণার্থমিব নির্ভয়তেন নিজবীরদর্পপ্রকটনার্থমিব চ যযুরগ্রতোঽধাবন্নিত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৪ ॥

২৫। ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে॥

২৫। অন্বয় ঃ অখিলভূতহৃৎস্থিতঃ (সর্ব্বজীবানামন্তর্য্যামী) ভগবান্ ইত্থং স্বানাং মিথঃ (পরস্পরং) অতথ্যং (অযথার্থং) অতজ্জ্ঞভাষিতং (যথার্থাজগরমজানতাং ভাষণং) শ্রুত্বা অমৃষা (সত্যমপি অজগরতুণ্ডং) মৃষায়তে (বৃন্দাবন শোভারূপেণ প্রতিভাতি) ইতি বিচিন্ত্য রক্ষঃ (রাক্ষসং) বিদিত্বা নিরোদ্ধুং (নিবারয়িতুং) মনোদধে।

২৫। মূলানুবাদ ঃ যাঁরা যথার্থ অজগর চেনে না, সেই সখাগণের পস্পর অবাস্তব কথাবার্তা শুনে অখিল ভূতান্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ ভাবনায় পড়ে গেলেন, হায় হায় প্রকৃত সর্পমুখকে এরা বৃন্দাবন-শোভা বলে মনে করছে। শুধু সাপই তো নয়, এ যে অঘাসুর, এরূপ জানতে পেরে তাদের নিবারণ করতে ইচ্ছা করলেন তিনি।

২৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইতি—এইরূপ বলতে বলতে বালকগণ **উৎহসন্তঃ**—উচ্চ করে হাসতে হাসতে—ঐ সর্পাকার বস্তুটিতে খলতা কল্পনা হেতু এই হাসি। কিম্বা নিজে নিজেই হাসতে হাসতে এবং বিশেষত শ্রীকৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে উচ্চ হাসি। কিম্বা হে সখা তোমার পক্ষে সাবধানে চিন্তনীয় এর মধ্যে কি আছে—এইরূপে কৌতুক বিজ্ঞাপনের জন্য উচ্চ হাসি॥ জী০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মিলিতাঃ সর্ব্বে কিঞ্চিৎ সভয়মাহু—অস্মানিতি। অয়ং যদি সত্য এব সর্পঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তন্মধ্য এব কেচিদাশ্বাসয়ন্ত আহুঃ—তথা চেৎ ক্ষণমাত্রাদেব অনেন কৃষ্ণেন হন্ত্রা বক ইব বিনাশং প্রাপ্স্যতি ইত্যুক্ত্বা বকারের্দূরস্থিতস্য কৃষ্ণস্য মুখং বীক্ষ্যেতি অস্মদ্দৃষ্টিগোচর এব কৃষ্ণ আস্তে কা চিন্তেতি লব্ধবিশ্বাসা উদ্ধসন্ত ইতি এতদ্বিলমধ্যে কিমপ্যস্তি ভোঃ সখায়ঃ তত্তদবশ্যং পশ্যাম ইতি বাল্যচাপল্যত কৌতুকোল্লাসাৎ। করতাড়নৈরিতি নিজনির্ভয়ত্ববীরত্বদ্যোতনায়। সর্পাপসারণার্থং বা, যযুরধাবন্ বৎসা অপিপুচ্ছানুদ্যম্য তানন্বধাবন্নিতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ২৪॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ দলবদ্ধভাবে সকলে কিছুটা সভয়ে বললেন—অস্মান্ ইতি। এর মুখ মধ্যে প্রবেশ করলে, আমাদের গিলে ফেলবে কি? কথাটার ভাব হল, এ যদি সত্যই সাপ হয়। এই দলেরই কেউ কেউ সাহস দিতে দিতে বললেন—এরূপ যদি হয়, তবে ক্ষণমাত্রেই **অনেন**—কৃষ্ণের হাতে হন্তা-বকের মতো মারা পড়বে, এই কথা বলে দূরস্থিত বকারি কৃষ্ণের মুখ দেখে হাসলেন—আমাদের দৃষ্টির মধ্যেই তো কৃষ্ণ আছে, চিন্তা কি? এইরূপে প্রত্যয় লাভ করে তারা উচ্চ করে হাসতে হাসতে বললেন—হে সখাগণ এর মুখগহ্বর মধ্যে কি আছে, তা অবশ্য দেখতে হবে—এইরূপে বাল্যচাপল্য বশে কৌতুক উল্লাস হেতু তার মুখ মধ্যে প্রবেশ করে গেল। **করতাড়নৈঃ**—হাততালি দিয়ে দিয়ে প্রবেশ করে গেল, নিজের নির্ভয়ত্ব বীরত্ব প্রকাশ করবার জন্য। অথবা সর্প অপসারণের জন্য হাত থাপড়ানো।

২৬। তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥

২৬। **অন্বয় ঃ** তাবৎ (যাবন্মনোদধে তাবৎ) সবৎসাঃ শিশবঃ অসুরোদরান্তরং প্রবিষ্টাঃ(প্রবিষ্টবন্তঃ) পরং (কিন্তু) হতস্বকান্তস্মরণেন (নিজভ্রাতৃভগিন্যোমরণানুধ্যানেন) বকারিবেশনং (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবেশং) প্রতীক্ষমানেন রক্ষসা ন গীর্ণাঃ।

২৬। **মূলানুবাদ ঃ** তিনি ইচ্ছা করতে করতেই সখাগণ অঘাসুরের মুখের মধ্যে ঢুকে গেল বৎসগণের সহিত, কিন্তু গিলিত হল না। কারণ সেই রাক্ষস নিজের আত্মীয়দের নিধন স্মরণ করে বকারি শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ প্রতীক্ষা করছিল।

যযু—বাছুররাও লেজ উঠিয়ে তাদের পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ করলো মুখের মধ্যে, এরূপ বুঝতে হবে ॥ বি০ ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** ইত্থমুক্তপ্রকারং স্বানাং স্বীয়ানামপি মিথোঽতজ্‌জ্ঞানা-মিব ভাষিতম্, অতএবাতথ্যমযথার্থং শ্রুত্বা, যতোঽমৃষা সত্যং ব্যাত্তাজগরতুণ্ডমপি মৃষায়তে, বৃন্দাবনশ্রীত্বেন ভাসতে। অহো আশ্চর্য্যমিতি; কিঞ্চ, ন ত্বয়ং কেবলমজগরোঽপি, কিন্ত্বঘনামা রাক্ষস ইতি বিদিত্বা। কুতঃ? অখিলভূতহৃদি স্থিতঃ, পরমাত্মত্বাৎ; এবং সর্ব্বপ্রবর্ত্তকোঽপি ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তোঽপি তান্ নিরোদ্ধুং মনো দধে, ইচ্ছামকরোৎ ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ইত্থম্**—উক্ত প্রকার **স্বানাং**—নিজ সখাদের পরস্পর **অতজ্‌জ্ঞ**—যথার্থ অজগর সম্বন্ধে অজ্ঞ **স্বানাং**—নিজ সখাদের কথাবার্তা, অতএব **অতথ্যং**—অসত্য (কথাবার্তা) শ্রবণ করে। যেহেতু **অমৃষা**—হাঁ করা সত্য অজগর মুখও **মৃষায়তে**—বৃন্দাবন শোভা রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে, অহো আশ্চর্য। আরও, এ কেবল অজগরও নয়, কিন্তু **রক্ষঃ**—অঘ নামক রাক্ষস, এইরূপ কৃষ্ণ বুঝতে পেরে। কি করে বুঝলেন? ইনি যে অখিলভূত-হৃদয়স্থিত পরমাত্মা, আর এই হেতু সকলের প্রেরক ও ভগবান্ অর্থাৎ সর্বঐশ্বর্যযুক্ত, তাই জানতে পারলেন। **নিরোদ্ধুং**—নিবারণ করতে **মনো দধে**—ইচ্ছা করলেন ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** মিথঃ পরস্পরং অতজ্‌জ্ঞানাং ভাষিতং অতথ্যং অযথার্থং শ্রুত্বা। অমৃষা সত্যমেব সর্পতুণ্ডং হন্ত হন্তৈষাং মৃষায়তে নেদং সর্পতুণ্ডং কিন্তু বৃন্দাবনশ্রীরিতি প্রতীতির্ভবতীতি বিচিন্ত্য কিঞ্চ,—ন কেবলং সর্পোঽপি কিন্ত্বঘনামকং রক্ষ ইতি বিদিত্বা। কুতঃ অখিলভূতহৃদিস্থিতঃ পরমাত্মনে সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বানাং স্বাংস্তান্ নিরোদ্ধুং বারয়িতুং মনো দধে ॥ বি০ ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যথার্থ অজগর সম্বন্ধে অজ্ঞ সখাদের পরস্পর অযথার্থ কথা-বার্তা শ্রবণ করে। সত্য সত্যই যা সর্পমুখ হায় হায় তাই এদের নিকট 'এ সর্পতুণ্ড নয়, কিন্তু বৃন্দাবন শোভা' এইরূপ প্রতীতি হচ্ছে, এতে **বিচিন্ত্য**—ভাবনার মধ্যে পড়ে গিয়ে। আরও, এ যে কেবল সাপ, তাই নয়

কিন্তু অঘনামক রাক্ষস, এ জেনে। কিরূপে জানলেন ? অখিল ভূতহৃদিস্থিত পরমাত্মা বলে ইনি সর্বজ্ঞ, তাই জানলেন। নিজজনদের বারণ করতে ইচ্ছা করলেন ॥ বি০ ২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** যাবন্মনো দধে, তাবৎ সবৎসাঃ শিশবঃ প্রবিষ্টা ইত্যাদিকং তস্য বাহ্যলীলাবদবান্তরলীলা, সা চ প্রিয়জনপ্রেমরসাবেশময়ীতি পূর্ব্ববৎ সিদ্ধান্তপদ্ধতিঃ, অন্যথা সত্যসংকল্পস্য জ্ঞানঘনমূর্ত্তেস্তস্য তদসম্ভবাৎ, বৎসানাং প্রবেশশ্চাত্র পশ্চাৎস্থিতানাং বালানাং করতাড়নেন ধাবনেন চ বিদ্রাবণাৎ; অতএব তৎপ্রসঙ্গেন বালানাং তদ্ভয়ানকতমো দাবাগ্নিময়ত্বেনাত্যন্তপ্রবেশমনিচ্ছতামপি তদুদরমধ্যপর্য্যন্তগমনম্। তেষামসংখ্যানাং তত্র সমাবেশস্তু লীলাশক্তিপ্রভাবাদেব জ্ঞেয়ঃ। ন গীর্ণা মুখসঙ্কোচনাদিনা ন নিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ। ন জীর্ণা ইতি পাঠে জারয়িতুং নেষ্টা ইত্যর্থঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র স এবার্থঃ, মুখসঙ্কোচনাঙ্গ-মোটনাদের্জারণেচ্ছাময়ত্বাৎ ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা করলেন **তাবৎ ইতি**—তার মধ্যেই সবৎস শিশুগণ প্রবেশই করে গেলেন—ইত্যাদি ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের অসুরবধাদি বাহ্য লীলারই মতো আনুসাঙ্গিক লীলা এবং ইহা প্রিয়জন প্রেমরসাবেশময়ী, পূর্বের ন্যায় এইরূপ সিদ্ধান্তপদ্ধতি এখানে; অন্যথা এরূপ হতে পারে না, কারণ জ্ঞানঘন মূর্তি শ্রীভগবান্ সত্যসঙ্কল্প, তার সঙ্কল্পমাত্রই কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়, হাতে-কলমে করার অপেক্ষ থাকে না। বৎসগণের প্রবেশ হওয়ার কারণ, পশ্চাৎস্থিত বালকগণের হাততালি দিতে দিতে দৌড়ানোতে তাদের ভয়। অঘাসুরের অন্তর্দেশ অতিভয়ঙ্কর দাবাগ্নিময় হওয়া হেতু তার মধ্যে প্রবেশ করতে বালকগণের অত্যন্ত অনিচ্ছা থাকলেও তার উদর মধ্য পর্যন্ত তারা চলে গেলেন এই বৎসগণের প্রসঙ্গেই। বালকগণ অসংখ্য হলেও লীলাশক্তি প্রভাবেই তাদের স্থান সঙ্কুলান হয়ে গেল ওখানে, এইরূপ বুঝতে হবে। **ন গীর্ণা**—মুখ-সঙ্কোচনাদি দ্বারা অবরুদ্ধ হল না, কারণ অঘাসুরের সেরূপ অভিপ্রায় নয়। 'ন জীর্ণা' এই পাঠান্তরে অর্থ—জীর্ণ করে ফেলতে ইচ্ছা করল না অঘাসুর। [স্বামিচরণ—সকলে প্রবেশ মাত্রই করল, ঐ অজগরের দ্বারা গিলিত হল না—'জীর্ণা' পাঠেও ঐ একই অর্থ] এখানে অর্থ এরূপ করবার কারণ, মুখ সঙ্কোচন-গা মোড়ামোড়ি প্রভৃতি চেষ্টা জারণ-ইচ্ছাময়॥ জী০ ২৬॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যাবন্মনো দধে তাবদসুরস্যোদর মধ্যং প্রবিষ্টাঃ কিন্তু ন গীর্ণাঃ রক্ষসা ন গিলিতা জীর্ণা ইতি পাঠেইপি স এবার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। কীদৃশেন হতৌ স্বকৌ বকীবকৌ অন্তরন্তঃকরণেন স্মরতীতি তথা তেন অতএব বকারেঃ কৃষ্ণস্য প্রবেশং প্রতীক্ষমাণেন। ন চাত্র ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতা ব্যভিচরতি স্মেত্যাশঙ্কনীয়ম্। অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যাপ্যত্র বর্ত্তমানত্বাৎ। মৎসঙ্কল্পমদ্ভক্তসঙ্কল্পয়োর্মধ্যে মদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যৈব গরীয়স্ত্বমিতি ভক্তবশ্যেন ভগবতৈব প্রাক্কৃতায়া মর্য্যাদায়া স্তথা লীলাশক্তেশ্চ সর্ব্বোপমর্দ্দিন্যাঃ সর্ব্বদা জাগরূকত্বাৎ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যতক্ষণ পর্যন্ত ইচ্ছা করলেন, তার মধ্যেই অসুরের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে গেলেন কৃষ্ণসখাগণ, কিন্তু রাক্ষস তাদের গিলে ফেললো না।'জীর্ণা'পাঠেও একই অর্থ—

২৭। তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ॥

২৭। অন্বয় ঃ সকলাভয়প্রদঃ কৃষ্ণঃ অনন্যনাথান্ (অনন্যগতীন্) স্বকরাদপচ্যুতান্ (নিজাভয়হস্ততো দূরগতান্) মৃত্যোঃ (মৃত্যুতুল্যাঘাসুরস্য) জঠরাগ্নিঘাসান্ (জঠরাগ্নৌ শুষ্কতৃণবৎ পতিতান্) দীনান্ (আর্ত্তান্) তান্ (গোবৎসান্ গোপবালকাংশ্চ) বীক্ষ্য ঘৃণার্দ্দিতঃ (দয়াপরবশঃ) দিষ্টকৃতেন (প্রারব্ধফলেন) বিস্মিতঃ [বভূব]।

২৭। মূলানুবাদ ঃ স্বতঃই বিশ্বের অভয়প্রদাতা কৃষ্ণ সখাগণকে নিজের হাতের বাইরে গত, কৃষ্ণ বিচ্ছেদার্ত ও মৃত্যু স্বরূপ অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে তৃণবৎ পতনোন্মুখ দেখে কৃপালুতাস্বভাবে পীড়িত হলেন এবং সখাদের অজগরমুখে প্রবেশরূপ লীলাশক্ত্যনুকূল কর্মের দ্বারা বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।

স্বামিচরণ এরূপই বলেছেন। কিদৃশ রাক্ষসের দ্বারা গিলিত হল না? হত **স্বকৈ**—ববকীকে, **অন্তঃ**—অন্তঃকরণে যে স্মরণ করেছে সেই, অতএব বকারি কৃষ্ণের জন্য প্রতীক্ষমান থাকায় হাঁ বন্ধ করল না, তাই সখাগণ গিলিত হল না ঐ রাক্ষসের দ্বারা। বয়স্যগণকে নিবারণ করতে ইচ্ছা করেও নিবারণ করতে পারলেন না—এতে এরূপ আশঙ্কা করা চলবে না যে শ্রীভগবানের সত্যসঙ্কল্পতাগুণ ব্যাহত হয়ে গেল—"আমরা এর মুখে ঢুকে গেলে গিলে ফেলবে কি? গিলেও যদি ফেলে তবে আমাদের সখা বকবৎ একে হত্যা করে ফেলবে"—এরূপ ভক্তের সঙ্কল্প, এখানে বর্তমান থাকায়। ভক্ত-ভগবৎ-সঙ্কল্পের মধ্যে ভক্ত সঙ্কল্পেরই প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই পূর্বে স্থাপিত এরূপ মর্যাদা, তথা তারই সর্বোপমর্দিনী লীলাশক্তির সর্বদা জাগরূক ভাবই এ সব কিছু ঘটাচ্ছে বলে কৃষ্ণের সত্যসঙ্কল্পতা গুণ ব্যাহত হল না॥ বি০ ২৬॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ স্বত এব বিশ্বস্যাভয়প্রদাতা, বিশেষতশ্চ তাননন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্ নিজাভয়হস্ততো দূরগতান্, অতএব দীনান্ মরণেন নিজবিচ্ছেদশঙ্কয়া আর্ত্তান্; কিঞ্চ, মৃত্যুতুল্যাঘাসুরস্য জঠরাগ্নের্ঘাসান্ বাহ্যাগ্নেস্তাবদত্যন্তদাহ্যত্বমিব গতান্ বীক্ষ্য দিষ্টস্য প্রারব্ধস্য কৃতেন ফলেন ইত্যর্থঃ। এতচ্চলোকবল্লীলারসময় শ্রীভগবদ্ভাবনানুসারেণৈব, বস্তুতস্তু দিষ্টং স্বাবতারে নিয়তলীলাবরণশক্তিঃ; যদ্বা, দিষ্টং প্রমাণানুগা মতিঃ। 'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' ইতি পাণিনিসূত্রে তথা ব্যাখ্যাতত্বাৎ। তচ্চাস্মান্ কিমত্র গ্রসিতেত্যাদিলক্ষণমেব তেন যৎ কৃতং, তেন বিস্মিতঃ, অহো বত মদগ্রে মদীয়ানাং নিরুধ্যমানানামেষামপ্যেবং ফলতীতি বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ। অথবা, সদা স্মেরমুখাব্জোঽপি দুঃখেন বিগতস্মিতো বিষণ্ণমুখো বভূবেত্যর্থঃ; নন্বু তত্র সতি কথং তেষাং দিষ্টবশত্বম্? তত্রাহ—ঘৃণার্দ্দিত ইতি স্নেহপরবশতয়া বিচারান্তর্ধানাদিত্যর্থঃ। যতঃ কৃষ্ণঃ কৃপাকৃষ্টস্বভাব ইত্যর্থঃ।' অথবা তত্ত্বতোঽতথাভূতানপি ঘৃণার্দ্দিতত্বে স্বকরাদ্দূরে নিপতিতান্ দুঃখিতান্ মৃতপ্রায়াংশ্চ বীক্ষ্য মত্বা। অনন্যনাথান্ ইতি ঘৃণার্দ্দিতত্বে হেতুঃ। সমানমন্যৎ॥ জী২৭॥

২৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সকলাভয়প্রদ—স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বের অভয় প্রদাতা। **হ্যনন্য নাথান্**—এবং বিশেষত 'তান্+অনন্যনাথান্' অর্থাৎ কৃষ্ণ যাদের একমাত্র নাথ সেই

তাদিকে নিজ অভয় হস্ত থেকে **অপচ্যুতান্**—দূরগত, অতএব **দীনান্**—মরণ হলে নিজেদের কৃষ্ণবিচ্ছেদ হবে সেই শঙ্কায় আর্ত; আরও মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে **ঘাসান্**—বাইরের অগ্নি সম্বন্ধে তৃণবৎ চট্ করে দগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় পতিত দেখে। **দিষ্টকৃতেন**—গোপবালকদের প্রারব্ধের ফলে (পতিত দেখে)। এই যে কথাটা, ইহা লোকবৎ লীলারসময় শ্রীভগবানের ভাবনা অনুসারেই। বস্তুতস্তু এখানে 'দিষ্টং'—স্বাবতারে নিজেরই নিত্যলীলারক্ষণশক্তি, (এই লীলাশক্তি দ্বারা কৃত এই ব্যাপারের দ্বারা বিস্মিত হলেন)। অথবা, পাণিনি সূত্র 'অস্তিনাস্তি দিষ্টং মতি' ইত্যাদি অনুসারে **দিষ্টং**—প্রমান অনুগা মতি,"আমাদের কি অঘাসুর গিলে ফেলবে"(২৪ শ্লোক)ইত্যাদি প্রকার'মতি';এই বুদ্ধির বশে তারা যা করল, সেই হেতু কৃষ্ণ বিস্মিত হলেন—অহো মদীয়জন যাঁদের আমি বাধা দিতে ইচ্ছা করলাম, সেই তাদের অদৃষ্টে আমার সম্মুখেই এরূপ ফল ফলে যাচ্ছে, এইরূপে বিস্মিত। অথবা, **বিস্মিতঃ** কৃষ্ণের মুখকমল সদা হাসি হাসি হলেও দুঃখে 'বি+স্মিত' বিগত হাসি অর্থাৎ বিষণ্ণমুখো হয়ে পড়লেন। অথবা, পূর্বপক্ষ সখাদের জন্য কৃষ্ণের এতই দুঃখ, তবে তাদের অদৃষ্টবশতা থাকে কি করে, এরই উত্তরে ঘৃণার্দিত—কৃপা পীড়িত—স্নেহ-পরবশ হেতু কৃষ্ণের বিচারের অন্তর্ধান হওয়াতেই এরূপ ভাবনা, বস্তুত তারা অদৃষ্টবশ নয়। যেহেতু কৃষ্ণ কৃপাকৃষ্ট-স্বভাবের। অথবা,তত্ত্ব-তো তারা অদৃষ্টবশ না হলেও কৃষ্ণ কৃপাবিহ্বল হওয়াতে সখাদের নিজ হাতের বাইরে দূরে নিপতিত, দুঃখিত ও মৃতপ্রায় **বীক্ষ্য**—মনে করে ঐরূপ অদৃষ্টবশ বলে ভাবনা। কৃষ্ণের কৃপাবিহ্বলতার হেতু হল, এই সখাগণ যে **অনন্যনাথান্**—অর্থাৎ তিনিই যে এদের একমাত্র প্রভু, জীবন-সর্বস্ব॥ জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বকরাদিব মহামণীনিব অপচ্যুতান্। মৃত্যোরঘাসুরস্য জঠরাগ্নৌ ঘাসান্ তৃণবৎ পতনোন্মুখান্ বীক্ষ্য ঘৃণয়া কৃপয়া অর্দ্দিতঃ পীড়িতঃ দিষ্টকৃতেন লীলাশক্ত্যনুকূলকালকৃতেন তৎপ্রদেশকর্ম্মণা বিস্মিতঃ "কালো দিষ্টোঽপ্যনেহাপী"ত্যমরঃ। অহো ন তাবদেষাং প্রারব্ধকর্ম্ম সম্ভবতি নচ তদ্বিনাপাত্র কর্ম্মণ্যন্তর্যামী প্রবর্ত্তয়েৎ তস্য মৎস্বরূপত্বেন মৎপ্রাতিকূল্যানর্হত্বাচ্চ তস্মান্মৎসহচরানপ্যেতাদৃশীং দুরবস্থাং দর্শয়ন্ত্যা মৎপ্রাতিকূল্যোঽপ্যাশঙ্কমানায়াঃ প্রেমপূর্ণং মাং করুণরসনিমগ্নীকর্ত্তুকামায়া মদীয়লীলা-শক্তেরেবেদং কর্ম্ম ময়ি লীলাপুরুষোত্তমে রসময়মূর্ত্তৌ তস্যা এবৈতাবৎপ্রভবিষ্ণুত্বমিতি বন্ধুবিচ্ছেদশোকার্ত্ত-ত্বেঽপি বিস্ময়েনেষৎস্তিমিতোঽভূদিত্যর্থঃ॥ বি০ ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মহামণির মতো সখাগণ যেন **অপচ্যুতান্**—নিজের হাতের বাইরে গত, **মৃত্যোঃ**—যমের মতো ভয়ঙ্কর অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে **ঘাসান্** - তৃণবৎ পতনোন্মুখ **বীক্ষ্য**—দেখে **ঘৃণয়া**—কৃপায় **অর্দিতঃ**—পীড়িত হলেন শ্রীকৃষ্ণ। **দিষ্টকৃতেন**—সখাদের অজগরমুখে প্রবেশরূপ লীলাশক্ত্যনুকূল-কর্মে বিস্মিত হলেন।—অমরকোষ—দিষ্ট=কাল। এই বিস্ময়ের কারণ বলা হচ্ছে—অহো আমার এই সখাদের কিছুতেই প্রারব্ধ কর্ম সম্ভব নয়, আর এ ছাড়া অন্তর্যামি কর্মে প্রবৃত্তি দেন না—অন্তর্যামিও আমার অংশ হওয়া হেতু তার পক্ষে আমার প্রাতিকূল্যও যুক্তিযুক্ত হয় না, কাজেই মনে হচ্ছে,

২৯। তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥
৩০। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে॥

২৯। **অন্বয়** ঃ তদা ঘনচ্ছদাঃ (মেঘান্তরিতাঃ) দেবাঃ ভয়াৎ হা হেতি চুক্রুশুঃ যে চ কংসাদ্যাঃ অঘবান্ধবাঃ কৌণপাঃ (রাক্ষসাঃ) জহৃষুঃ (পরম হৃষ্টা বভূবুঃ)।

৩০। **অন্বয়** ঃ অব্যয়ঃ (ক্ষয়রহিতঃ) ভগবান কৃষ্ণঃ তৎশ্রুত্বা সার্ভবৎসকং (গোপবালকগোবৎস-সহিতং) চূর্ণীচিকীর্ষোঃ (মুখসম্বরণ গাত্রমোটনাদিনেতি চূর্ণং কর্ত্তুমিচ্ছোঃ) অঘাসুরস্য] গলে তরসা আত্মানং ববৃধে।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ তখন মেঘান্তরালে কংসাদির ভয়ে লুকানো দেবতাগণ হাহাকার করে উঠলো, কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায়। আর ওদিকে অঘাসুর বান্ধবগণ ও কংসাদি দৈত্যগণ আনন্দ হুল্লোর আরম্ভ করল।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ সেই শোক-হর্ষ কোলাহল শুনে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ অচ্যুত কৃষ্ণ বালক ও গোবৎস-গণের সহিত নিজেকে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক অঘাসুরের গলে সহসা কীলকের ভাবে মহা স্থূল হলেন।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ঘনচ্ছদাঃ কংসাদ্যাচ্চ ভয়াৎ; চকারাৎ অন্যে চ দুষ্টাঃ; কংসস্য দৈত্যত্বেঽপি কৌণপত্বম্, অতিদুষ্টত্বেনাভেদবিবক্ষয়া; যদ্বা, যে কংসাদয়ো দৈত্যাস্তে চ, তেষাং সর্বেষাং হর্ষো ভগবদ্দ্বেষিস্বভাবেন এব হৃন্মানসোল্লাসোৎপত্তেঃ। কিংবা তত্রৈব তেষাম্ আগমনাৎ কংসস্য চ সদ্য এব চরমুখে শ্রবণাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের অন্তরালে গত—তখন কংস এবং অঘাসুরের ভয় হেতু মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে গেলেন দেবতাগণ। **চ**—(কংসাদি) এবং অন্যদুষ্টগণ। কংসের মধ্যে দৈত্য ভাব থাকলেও রাক্ষস-ভাবও বর্তমান, অতিদুষ্ট বলে রাক্ষসের সঙ্গে অভেদ বলবার ইচ্ছায় কৌণপ অর্থাৎ রাক্ষসপদের প্রয়োগ। অথবা, অঘাসুরের বান্ধব রাক্ষসগণ **চ**—'এবং' কংসাদি দৈত্যগণ—তাদের সকলেরই হর্ষ হল—শ্রীভগবৎ-বিদ্বেষী স্বভাবেই হৃদয়স্থল অতিকুৎসিৎ হওয়াতে আপনা আপনি তাতে উল্লাস উৎপত্তি হেতু। কিম্বা কংসের পার্ষদগণের তথায় আগমন হেতু চরমুখে সদ্যই কংসের শ্রবণ হেতু হর্ষ॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ঘনচ্ছদা মেঘান্তরিতাঃ কংসস্যাঘস্য চ ভয়াৎ হা হেতি ভগবত্যনিষ্টা-শঙ্কয়া। দেবানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপি ভক্তত্বাৎ ভক্তেশ্চ প্রীত্যাত্মকত্বাৎ প্রীতেশ্চ বিবেকহরস্বভাবত্বাৎ। কংসাদ্যা জহৃষুরিতি চরদ্বারা সদ্যএব বার্ত্তাজ্ঞানাৎ। কৌণপা রাক্ষসাঃ অঘাসুরভ্রাতৃপুত্রাদয়ঃ॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ঘনচ্ছদাঃ**—কংস ও অঘাসুরের ভয়ে মেঘের অন্তরালে লুকানো দেবতাগণ 'হা হা' করে চিৎকার করে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায়, দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান

২৯। তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ॥
৩০। তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে॥

২৯। **অন্বয়** ঃ তদা ঘনচ্ছদাঃ (মেঘান্তরিতাঃ) দেবাঃ ভয়াৎ হা হেতি চুক্রুশুঃ যে চ কংসাদ্যাঃ অঘবান্ধবাঃ কৌণপাঃ (রাক্ষসাঃ) জহৃষুঃ (পরম হৃষ্টা বভূবুঃ)।

৩০। **অন্বয়** ঃ অব্যয়ঃ (ক্ষয়রহিতঃ) ভগবান কৃষ্ণঃ তৎশ্রুত্বা সার্ভবৎসকং (গোপবালকগোবৎস-সহিতং) চূর্ণীচিকীর্ষোঃ (মুখসম্বরণ গাত্রমোটনাদিনেতি চূর্ণং কর্ত্তুমিচ্ছোঃ) অঘাসুরস্য] গলে তরসা আত্মানং ববৃধে।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ তখন মেঘান্তরালে কংসাদির ভয়ে লুকানো দেবতাগণ হাহাকার করে উঠলো, কৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায়। আর ওদিকে অঘাসুর বান্ধবগণ ও কংসাদি দৈত্যগণ আনন্দ হুল্লোর আরম্ভ করল।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ সেই শোক-হর্ষ কোলাহল শুনে সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ অচ্যুত কৃষ্ণ বালক ও গোবৎস-গণের সহিত নিজেকে গুঁড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক অঘাসুরের গলে সহসা কীলকের ভাবে মহা স্থূল হলেন।

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ ঘনচ্ছদাঃ কংসাদ্যাচ্চ ভয়াৎ; চকারাৎ অন্যে চ দুষ্টাঃ; কংসস্য দৈত্যত্বেঽপি কৌণপত্বম্, অতিদুষ্টত্বেনাভেদবিবক্ষয়া; যদ্বা, যে কংসাদয়ো দৈত্যাস্তে চ, তেষাং সর্বেষাং হর্ষো ভগবদ্দ্বেষিস্বভাবেন এব হৃন্মানসোল্লাসোৎপত্তেঃ। কিংবা তত্রৈব তেষাম্ আগমনাৎ কংসস্য চ সদ্য এব চরমুখে শ্রবণাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **ঘনচ্ছদাঃ**—মেঘের অন্তরালে গত—তখন কংস এবং অঘাসুরের ভয় হেতু মেঘের অন্তরালে লুকিয়ে গেলেন দেবতাগণ। **চ**—(কংসাদি) এবং অন্যদুষ্টগণ। কংসের মধ্যে দৈত্য ভাব থাকলেও রাক্ষস-ভাবও বর্তমান, অতিদুষ্ট বলে রাক্ষসের সঙ্গে অভেদ বলবার ইচ্ছায় কৌণপ অর্থাৎ রাক্ষসপদের প্রয়োগ। অথবা, অঘাসুরের বান্ধব রাক্ষসগণ **চ**—'এবং' কংসাদি দৈত্যগণ—তাদের সকলেরই হর্ষ হল—শ্রীভগবৎ-বিদ্বেষী স্বভাবেই হৃদয়স্থল অতিকুৎসিৎ হওয়াতে আপনা আপনি তাতে উল্লাস উৎপত্তি হেতু। কিম্বা কংসের পার্ষদগণের তথায় আগমন হেতু চরমুখে সদ্যই কংসের শ্রবণ হেতু হর্ষ॥ জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ ঘনচ্ছদা মেঘান্তরিতাঃ কংসস্যাঘস্য চ ভয়াৎ হা হেতি ভগবত্যনিষ্টা-শঙ্কয়া। দেবানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপি ভক্তত্বাৎ ভক্তেশ্চ প্রীত্যাত্মকত্বাৎ প্রীতেশ্চ বিবেকহরস্বভাবত্বাৎ। কংসাদ্যা জহৃষুরিতি চরদ্বারা সদ্যএব বার্ত্তাজ্ঞানাৎ। কৌণপা রাক্ষসাঃ অঘাসুরভ্রাতৃপুত্রাদয়ঃ॥ বি০ ২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **ঘনচ্ছদাঃ**—কংস ও অঘাসুরের ভয়ে মেঘের অন্তরালে লুকানো দেবতাগণ 'হা হা' করে চিৎকার করে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কায়, দেবতাগণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান

থাকলেও যেহেতু তাঁরা ভক্ত, তাই হা হা করে উঠলেন—ভক্তির প্রীত্যাত্মক ধর্ম থাকা হেতু এবং প্রীতির বিবেকহর-স্বভাব থাকা হেতু। চরমুখে এই খবর জানা হেতু কংসাদি আনন্দিত হল। **কৌণপাঃ**—রাক্ষস-গণ'—অঘাসুরের ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ॥ বি০ ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ তং হাহেত্যাক্রোশনং চূর্ণীচিকীর্ষোর্মুখসম্বরণ-গাত্রমোট-নাদিনেতি শেষঃ। ববৃধে তস্য মুখাসম্বরণায় বধোপায়ায় চ গলবিবরমাবৃণ্বন্ কীলতয়া মহাস্থূলো বভূবেত্যর্থঃ। যতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণঃ, অতঃ কথমপি ন ব্যেতি হীয়ত ইত্যনিষ্টশঙ্কাপি সর্ব্বা নিরস্তা। যদ্বা, কিমর্থং ববৃধে? তত্রাহ—ন ব্যয়ঃ কোঽপ্যপচয়ো ভক্তানাং যস্মাৎ, বালকাদীনাং রক্ষার্থমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণঃ ভক্তাকৃষ্টচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ তৎচ্ছ্রুত্বা—ক্রোধের ভাব প্রদর্শক 'হা হা' শব্দ শুনে। **চূর্ণীচিকীর্ষঃ**—মুখের হা বন্ধ করা ও গা মোড়া মোড়ি প্রভৃতি দ্বারা গুঁড়া করে ফেলার ইচ্ছুক সেই অঘাসুরের। **ববৃধে**—দেহ ফুলিয়ে উঠালেন—ঐ অসুরের মুখ ফাঁক করার জন্য ও তার বধো-পায়ের জন্য তার গলার ছিদ্রবন্ধ করে কীলকের ভাবে মহাস্থূল হলেন। যেহেতু তিনি ভগবান্—সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ; অতএব **অব্যয়ঃ**—কোনও প্রকারেই হানি হয় না, এই পদে অনিষ্ট-আশঙ্কাও নিরস্ত হল। অথবা, কি জন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেন? এরই উত্তরে, 'ন ব্যয়ঃ'—যার করুণায় ভক্তদের কোনও ক্ষতি হতে পারে না। বালকদের রক্ষার্থে অঙ্গ ফুলালেন, এইরূপ অর্থ। তার এই কার্যের কারণ দেখানোর জন্য 'কৃষ্ণ' পদের ব্যবহার—তিনি যে ভক্তাকৃষ্ট চিত্ত, তাই অঙ্গ ফুলালেন ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তৎসাধূনাং শোকজল্পনমসাধূনাং হর্ষজল্পনঞ্চ শ্রুত্বা অর্ভৈর্বৎসৈশ্চ সহিতমাত্মানং শ্যামসুন্দরস্বরূপং উদরস্থীকৃত্য চূর্ণীচিকীর্ষোরস্য গলে ববৃধে। তাবেব শোকহর্ষৌ বৈপরীত্যেন শ্রোতুমিতি ভাবঃ। নন্থ, শকটতৃণাবর্ত্তবধদামবন্ধনাদিলীলায়াং স্তোকেনৈব বালবপুষা কিঞ্চিদপ্যবর্দ্ধমানেন তত্তদ্ব্যাপ্তিচঞ্চোঃ স্বয়ং ভগবতো বিভোরস্য কিমঘাসুরকণ্ঠরন্ধ্রব্যাপ্তিরশক্ত্যা যতো ববৃধে ইত্যুচ্যতে, সত্যম্। তত্র তত্র নরবাললীলত্বলক্ষণমাধুর্য্যস্য বিস্ময়রসাধায়কস্য ভক্তজনলোচনাস্বাদ্যত্বাদলৌকিকং তাদৃশত্বমেব সমু-চিতম্। অত্র তু তাদৃশমাধুর্য্যগ্রাহকদ্রষ্টৃজনাভাবাৎ স্বয়ং ভগবতাপি তেন লৌকিক্যেব রীতিরাললম্বে ইতি জানীমঃ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎ ইত্যাদি—সাধুদের শোক সূচক শব্দ, আর অসুরদের হর্ষসূচক শব্দ শুনে কৃষ্ণ বিশাল আকারে বেড়ে উঠলেন—বালক ও বৎসের সহিত নিজ শ্যামসুন্দররূপ পেটে পুরে পিষে ছাতু বানাতে ইচ্ছুক অঘাসুরের গলে। সেই শোক হর্ষ বিপরিত রূপে অর্থাৎ সাধুদের হর্ষ ও অসুরদের শোক শুনবার জন্য, এইরূপ ভাব। শকট-তৃণাবর্তবধ-দামবন্ধনাদি লীলায় এক ফোটাও না-বাড়া ছোট্ট বালবপু দ্বারাই সেই সেই ব্যাপ্তি হল, এখানে সেই স্বয়ং ভগবান্ বিভুর কি অঘাসুরের কণ্ঠরন্ধ্রব্যাপ্তিতে সেই ছোট থেকেই বড় হওয়ার শক্তির অভাব হয়ে গেল, যার জন্যে **ববৃধে**—তাকে বিশাল রূপে বেড়ে

৩১। ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টেভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ॥

৩১। অন্বয়ঃ ততঃ নিরুদ্ধমার্গিণঃ (সমবরুদ্ধকণ্ঠস্য) উদ্গীর্ণদৃষ্টেঃ (বহির্নির্গতপ্রায়লোচনস্য) ইতস্ততঃ ভ্রমতঃ অতিকায়স্য অন্তরঙ্গে (দেহমধ্যে) পূর্ণঃ পবনঃ (প্রাণবায়ুঃ)নিরুদ্ধঃ (অবরুদ্ধসন্) মূর্দ্ধন্ (ব্রহ্মরন্ধ্র) বিনির্ভিদ্য (ভিত্বা) বহিঃ বিনির্গতঃ [বভূব ইতি]।

৩১। মূলানুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ ফুলানোতে অতিকায় অঘাসুরের কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় চক্ষুদ্বয় ঠেলে বেরিয়ে এল, সে ব্যগ্রভাবে চিন্তা করতে লাগল, কোথায় থাকবো কোথায় যাবো। ইতিমধ্যে দেহমধ্যে আবদ্ধ প্রাণবায়ু তার বেরতে না পেরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে বেরিয়ে এল।

উঠতে হল? এরই উত্তরে মানুষ ভাবের অনতিক্রমে মহা ঐশ্বর্যের প্রকাশে যে বিস্ময়রস আধায়ক মাধুর্যের প্রকাশ হয়, তা ভক্তজন-লোচনের আস্বাদ্য হয় বলে দামবন্ধাদি লীলায় তাদৃশত্ব সমুচিতই—এখানে তাদৃশ মাধুর্য-গ্রাহক দুষ্টজনের অভাবে স্বয়ং ভগবান্ হলেও তিনি লৌকিক রীতি অনুসারেই শরীরটা ফুলিয়ে কার্যসাধন করলেন, এইরূপ জানতে হবে॥ জী॰ ৩০॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকাঃ হি এব, ততস্তস্মাদ্বর্দ্ধনাদেব। তু চ, ইতস্ততো ভ্রমতশ্চ ভ্রমরিকাবদ্বর্ত্তমানস্য, কিংবা কুত্র স্থাস্যামি, যাস্যামি বেতি ব্যগ্রং বিচারয়তশ্চেত্যর্থঃ। পূর্ণত্বে হেতুঃ—নিরুদ্ধ ইতি পবনঃ প্রাণবায়ুঃ, অতিকায়স্যেতি—পবনস্য বৃহত্তরত্বং, তেন মূর্দ্ধভেদস্যাপি তদভিপ্রেতত্বম্; অতএব বি-শব্দদ্বয়ম্, মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি স্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রমিত্যর্থঃ॥ জী॰ ৩১॥

৩১। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদঃ হি—এব। **ততো হি**—সেই হেতুই অর্থাৎ অঙ্গ ফুলানো হেতুই। **ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ**—ভ্রমতঃ+তু+ইতস্ততঃ। **তু ইতস্ততঃ**—'তু' চ অর্থাৎ এবং। এবং 'ভ্রমতঃ' ললাটস্থ চূর্ণ কুন্তলের মতো ইতঃস্তত ভ্রাম্যমান (অসুরের)। কিম্বা 'ভ্রমতঃ' কোথায় দাঁড়াবো কোথায় যাবো, এইরূপ ব্যগ্রভাবে বিচারপরায়ণ (অসুরের)। বায়ুর পূর্ণতা প্রাপ্তির হেতু **নিরুদ্ধ**—নির্গমনের পথ অবরুদ্ধ। **পবনঃ**—প্রাণবায়ু॥ জী॰ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ নিরুদ্ধো মুখাদীনাং মার্গভূতঃ কণ্ঠো যস্যাস্তি তস্য উদ্গীর্ণদৃষ্টের্বহির্নির্গতলোচনস্য অন্তরঙ্গে দেহমধ্যে নিরুদ্ধঃ পবনঃ প্রাণবায়ুঃ নির্গমনাভাবাৎ পূর্ণঃ। মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি স্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ভিদ্য বহির্গতঃ॥ বি॰ ৩১॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ নিরুদ্ধমার্গিণো—'মার্গিনো' মুখাদির মার্গস্থ কণ্ঠ যার অবরুদ্ধ সেই অসুরের দৃষ্টি বাইরে ঠেলে বেড়িয়ে এল। তাঁর **অন্তরঙ্গে**—দেহমধ্যে নিরুদ্ধ **পবনঃ**—প্রাণবায়ু বাইরে বেরতে না পারা হেতু, **পূর্ণঃ**—পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে **মূর্দ্ধন্**—ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে **বিনির্গতঃ**—বাইরে বেরিয়ে গেল॥ বি॰ ৩১॥

৩২। তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥

৩৩। পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহজ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্দিশো দশ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্॥

৩২। **অন্বয় ঃ** তেনৈব (তেন পবনেনৈব সহ) সর্ব্বেষু প্রাণেষু (ইন্দ্রিয়েষু) বহির্গতেষু পরেতান্ (মৃততুল্যান্) বৎসান্ সুহৃদঃ স্বয়া দৃষ্ট্যা (নিজস্নিগ্ধমধুরদৃষ্ট্যা) উত্থাপ্য মুকুন্দঃ (অঘাসুরস্য সংসারান্মুক্তিং সুহৃদাঞ্চাঘান্মুক্তিং দদদিত্যর্থঃ) ভগবান্ তদন্বিতঃ পুনঃ বক্ত্রাৎ বিনির্যযৌ (বিনির্গতো বভূব)।

৩৩। **অন্বয় ঃ** পীনাহিভোগোত্থিতং (মহাস্থূলসর্পদেহাৎ বিনিষ্ক্রান্তং) স্বধাম্না (স্বেন তেজসা) দশ-দিশঃ উজ্জ্বলয়ৎ ঈশনির্গমং (কৃষ্ণস্য বহির্নির্গমনং) প্রতীক্ষ্য খে (আকাশে) অবস্থিতং মহৎ অদ্ভুতং জ্যোতিঃ মিষতাং (পশ্যতাং) দিবৌকসাং (দেবানাং সমক্ষমেব) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) বিবেশ।

৩২। **মূলানুবাদ ঃ** প্রাণবায়ুর সহিতই ইন্দ্রিয় সকল বেরিয়ে এলে নিজ বিরহে ও জঠরাগ্নি জ্বালায় মূর্চ্ছিত বালক ও বৎস সকলকে নিজ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সচেতন করে শ্রীভগবান্ মুকুন্দ তাঁদের সহিত মিলিত হয়ে অঘাসুরের ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনরায় মনের আনন্দে খেলা করতে করতে বেরিয়ে এলেন।

৩৩। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীকৃষ্ণ বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্থূল সর্পদেহ থেকে উত্থিত ও কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করে আকাশে অবস্থিত, নিজ তেজে দশদিক্ আলো করা অতি উজ্জ্বল একটি অদ্ভুত জ্যোতি শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশ করে গেল, দেবতাদের চোখের সামনেই।

৩২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** তেন পবনেনৈব সহ ব্রহ্মরন্ধ্রদ্বারেণ বা ভগবন্নরলীলানু-করণেন পরেতানিব ক্ষণং তদ্দৃষ্ট্যা মৃততুল্যানিব নিজমধুরস্নিগ্ধদৃষ্ট্যা উত্থাপ্য চেষ্টয়িত্বা মুকুন্দোঽঘাসুরস্য সংসারান্মুক্তিং সুহৃদাঞ্চাঘান্মুক্তিং দদদিত্যর্থঃ; যতো ভগবান্ জগদ্ধিতার্থং স্বয়মবতীর্ণঃ পরমেশ্বরঃ, তদনু তানন্ তৎপশ্চাদিতো বক্ত্রাৎ বিনোদেন নির্যযৌ ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ তেনৈব**—প্রাণ বায়ুর সহিতই, অথবা, ব্রহ্ম-রন্ধ্র দ্বারেই। শ্রীভগবান্ নরলীলানুকরণে **পরেতানিব**—সখা ও গোবৎসদের ক্ষণকাল মরার মতো পড়ে থাকতে দেখে নিজ মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা সচেতন করে ইত্যাদি। **মুকুন্দ**—অঘাসুরের সংসার মুক্তি, আর সুহৃদ্দের অঘাসুরের কবল থেকে মুক্তি দাতা, এইরূপ অর্থঃ; যেহেতু ইনি ভগবান্ জগতের মঙ্গলের জন্য স্বয়ম্ অবতীর্ণ পরমেশ্বর। **তদন্বিতঃ**—তদনু + ইতঃ অঘাসুরের প্রাণবায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তার মুখ থেকে (নির্গত হলেন)। **বিনির্যযৌ**—বি + নির্যযৌ বিনোদের সহিত অর্থাৎ মনের আনন্দে খেলা করতে করতে বেরিয়ে এলেন ॥ জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ পরেতান্ স্ববিরহ তজ্জাঠরানলয়োর্জ্বালয়া মূর্চ্ছিতান্ দৃষ্ট্যা অমৃতবর্ষিণ্যা ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরেতান্—স্ববিরহ এবং জঠরানলের জ্বালায় মূর্চ্ছিত সখাগণকে **স্বয়া**—নিজ অমৃতবর্ষিণী **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টি দ্বারা ॥ বি০ ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ পীনাহিভোগোত্থিতমিতি তু পাঠো মূলেষু দৃশ্যতে, ভোগস্থিতমিতি তু টীকায়ামেব। অদ্ভুতম্ অনির্ব্বচনীয়ং, মহৎপ্রকাশবাহুল্যাৎ। দিবৌকসাম্ ইত্যনাদরে ষষ্ঠী। যদ্বা, পরমাশ্চর্য্যেণ তেষু পশ্যৎসু সৎসু ইত্যর্থঃ। তাদৃশদুষ্টস্যাপি মুক্তেঃ, অতীন্দ্রিয়ায়া মুক্তিপ্রাপ্তে-র্দর্শনাচ্চ। তথা তদ্দর্শনঞ্চ ব্রহ্মাদীনামসন্দেহায়, স চ বিস্ময়ার্থঃ, তচ্চ জ্যোতিস্তৎকালপ্রাপ্ত-ভগবচ্ছক্তিময়মেব জ্ঞেয়ং, জীবস্য নিরাকারত্বাৎ ॥ জী০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মূলে পাঠ দেখা যায় 'পীনাহি ভোগোত্থিতম্', আর টীকায় ভোগস্থিতম্। **অদ্ভুতং** - অনির্বচনীয়। **মহজ্জ্যোতি**—'মহৎ'—প্রকাশ বাহুল্য হেতু, অতি উজ্জ্বল **দিবৌকসাম্**—দেবতাদের (অনাদরে ষষ্ঠী', কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষমান্ দেবতাদের অনাদর করে, অথবা, পক্ষে দেবতারা পরমাশ্চর্যের সহিত দেখতে থাকলে (তাঁদের চোখের সামনে কৃষ্ণে প্রবেশ করল এইরূপ অর্থ)। এইরূপ পরমাশ্চর্য হওয়ার কারণ তাদৃশ দুষ্টেরও মুক্তি এবং অতীন্দ্রিয় (নিরাকার) জীবস্বরূপের ও তার মুক্তি প্রাপ্তির সাক্ষাৎ দর্শন। তথা এই দর্শনও ব্রহ্মাদির সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য—যার থেকে বিস্ময়ের জন্ম। জীবস্বরূপের জ্যোতি হয় না, তবে যে এখানে দেখা যাচ্ছে, তার কারণ তৎকালে জীবস্বরূপের শ্রীভগবৎ শক্তিময়তা প্রাপ্তি ॥ জী০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ জ্যোতিরহিদেহে স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বময়মিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তাদৃশ-দুষ্টস্যাপি তস্য মুক্তেঃ সর্ব্বলোক প্রত্যায়নার্থং জীবস্য নিরাকারত্বেঽপি তৎকালপ্রাপ্তভগবচ্ছক্ত্যালিঙ্গিতত্বাত্তথা দৃশ্যত্বমিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাদয়ঃ। পরব্রহ্মণো ব্যাপকমহাজ্যোতিঃ স্বরূপমিব জীবস্যাপি জ্যোতিঃস্বরূপং মায়িকলোচনাগম্যমপি তদানীং ভগবতা স্বেচ্ছয়ৈব স্বস্বরূপমিব স্বস্যাসুরমুক্তিপ্রদায়কত্বলক্ষণগুণস্য সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষীকরণার্থং দর্শিতমিত্যেকে। প্রাপাত্মসাম্যমিতি ভাগবতীং গতিমিত্যুপরিষ্টাদুক্তেরঘাসুরঃ সারূপ্যমুক্তিং প্রাপ, ন তু সাযুজ্যমিত্যতস্তৎক্ষণপ্রাপ্ত তদীয় চিন্ময়দেহজ্যোতিরেব তৎ। দেহস্তু জ্যোতির্ভূয়স্ত্বাৎ দ্রষ্টুং শক্যো নাভূৎ। ভগবতি প্রবেশস্তু সাযুজ্যপ্রথাবতোঃ শিশুপালদন্তবক্রয়োরিব জ্ঞেয় ইত্যপরে। মিষতাং মিষৎসু সৎস্বপি অনাদরে বা ষষ্ঠী ॥ বি০ ৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ জ্যোতিঃ—সর্পদেহে স্থিত শুদ্ধসত্ত্বময় জ্যোতি।—শ্রীস্বামি চরণ। তাদৃশ দুষ্ট হলেও তার যে মুক্তি, ইহা সর্বলোকের প্রত্যয়ের জন্য এই জ্যোতি দর্শন। জীব নিরাকার হলেও তৎকালে শ্রীভগবৎশক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত হওয়াতে সেইরূপ মহাজ্যোতিরূপে সাক্ষাৎ দৃশ্য হলো,এই-রূপ বৈষ্ণবতোষণাদির ব্যাখ্যা। পরব্রহ্মের ব্যাপক মহাজ্যোতি স্বরূপের মতো জীবেরও যে জ্যোতি-স্বরূপতা

৩৪। ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং পুষ্পৈঃ সুগা অপ্সরসশ্চ নর্ত্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুরা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ॥

৩৫। তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্॥

৩৪। **অন্বয়** ঃ ততঃ (তদনন্তরং) অতিহৃষ্টাঃ সুরাঃ পুষ্পৈঃ, অপ্সরসঃ চ নর্ত্তনৈঃ সুগাঃ (গন্ধর্ব্বাঃ) গীতৈঃ, বাদ্যধরাঃ চ বাদ্যকৈঃ, বিপ্রাঃ স্তবৈঃ গণাঃ (পার্ষদাঃ) জয়নিস্বনৈঃ, স্বকৃতঃ (জগৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) অর্হণং (পূজনং) অকৃত (চক্রুঃ)।

৩৫। **অন্বয়** ঃ অজঃ (ব্রহ্মা) স্বধাম্নঃ অন্তি (সমীপ এব) তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্য গীতিকা জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গল স্বনান্ শ্রুত্বা অচিরাৎ আগতঃ ঈশস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মহি (মহিমানং) দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগাম (প্রাপ্তবান্)।

৩৪। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর আনন্দমত্ত দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা, অপ্সরাগণ নৃত্য দ্বারা, গন্ধর্বগণ গানের দ্বারা, বিদ্যাধরগণ বাদ্য দ্বারা, শ্রীনারদাদি বিপ্রগণ স্তবের দ্বারা এবং শ্রীগরুড়াদি ভক্তগণ জয়ধ্বনি দ্বারা নিজ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে লাগলেন।

৩৫। **মূলানুবাদ** ঃ ব্রহ্মা সেই অদ্ভুত স্তোত্র, মনোরম বাদ্য, সুললিত গান ও অনেক উৎসবোত্থিত কোলাহলের মতো নানারূপ মঙ্গলময় কোলাহল শুনে তৎক্ষণাৎ নিজধাম সত্যলোক থেকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে এসে তার মহিমা দর্শন করে বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন।

তা চর্মচক্ষুর অগম্য হলেও তদানীং নিজের স্বরূপের মতোই নিজের অসুর মুক্তি-প্রদাকয়তা গুণ সর্বলোকের সাক্ষাৎ নয়নগোচর করাবার জন্য ঐ জ্যোতি দর্শিত হল—এইরূপ এক পক্ষ বলে থাকেন। পরবর্তী ৩৮ শ্লোকে এবং তৎপর ৩৯ শ্লোকে যথাক্রমে অঘাসুরের প্রাপ্তি সম্বন্ধে 'শ্রীভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি হল' ও 'ভাগবতী গতি প্রাপ্তি হল' এইরূপ স্পষ্ট বাক্য থাকা হেতু—অঘাসুর যে স্বারূপ্য মুক্তি পেল, সাযুজ্য নয়, ইহা স্পষ্ট। অতএব তখন যে জ্যোতি দেখা গেল তা তৎক্ষণে প্রাপ্ত অঘাসুরের চিন্ময় দেহেরই জ্যোতি। সেই দেহ চিন্ময় হওয়াতে চর্মচক্ষে দেখার সামর্থ্যের মধ্যে এল না। ভগবানে প্রবেশ তো শিশুপাল দন্তবক্রের মতো সাযুজ্যের অনুকরণ মাত্র। শিশুপাল-দন্তবক্র স্বারূপ্য প্রাপ্ত নিত্যপার্ষদ হলেও দেহ পতনকালে তাদের দেহস্থ জ্যোতি শ্রীভগবানে প্রবেশ করেছিল—অপর একপক্ষের এরূপ মত। **মিষতাং**—দেবতাগণ দর্শন করতে থাকলে, অথবা অনাদরে ষষ্ঠী দেবতাদের অনাদর করে॥ বি০ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকা** ঃ ততঃ সপরিকরেশনির্গমাৎ বাদ্যধরাঃ বিদ্যাধরাদয়ঃ, বারিধরা ইতি বা পাঠঃ; বিপ্রাঃ শ্রীনারদাদয়ঃ, গণাঃ শ্রীগরুড়াদয়ঃ॥ জী০ ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ অতঃপর সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ বেরিয়ে এলে **বিদ্যাধরাঃ**—বিদ্যাধর প্রভৃতি। পাঠান্তর বারিধরা। **বিপ্রাঃ**—শ্রীনারদাদি। **গণাঃ**—শ্রীগরুড়াদি॥ জী০ ৩৪॥

৩৬ রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্

৩৬। অন্বয় ঃ রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ) অদ্ভুতং আজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বহুতিথং (বহুকালং ব্যাপ্য) ব্রজৌকসাং আক্রীড় গহ্বরং (ক্রীড়োপযোগি গহ্বরং) বভূব।

৩৬। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! সেই অজগরের অদ্ভুত শুষ্কচর্ম বহুদিন ধরে ব্রজরাখালদের উচ্ছলক্রীড়া-গুহা হল।

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ স্বকৃতঃ স্বস্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্হণং পূজাং অকৃত অকুরুত। সুষ্ঠুগায়ন্তীতি সুগা গন্ধর্ব্বাদয়ঃ। বাদ্যধরা বিদ্যাধরাদয়ঃ বিপ্রা বশিষ্ঠাদয়ঃ। গণা গরুড়াদয়ঃ॥ বি০ ৩৪॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ স্বকৃতঃ—নিজের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের **অর্হণং**—পূজা **অকৃত**—করতে লাগলেন। **সুগা**—অতি সুন্দর ভাবে যারা গাইতে পারে অর্থাৎ গন্ধর্বাদি, **বাদ্যধরা**—বিদ্যাধরাদি। **বিপ্রাঃ**—বশিষ্ঠাদি, **গণাঃ**—গরুড়াদি॥ বি০ ৩৪॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অদ্ভুতস্তোত্রাদীন্ শ্রুত্বা স্বধাম্নঃ সকাশাদন্তি শ্রীকৃষ্ণস্য সমীপেঽচিরাৎ শীঘ্রম্ আগতোঽজ ঈশস্য মহি মাহাত্ম্যং তন্মুক্তিপ্রদানলক্ষণং, কুত্রাপ্যন্যত্র তাদৃশস্যাদৃষ্টং দৃষ্ট্বা ইত্যাদি যোজ্যম্॥ জী০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অদ্ভুত স্তুতি প্রভৃতি শুনে ব্রহ্মা নিজধাম ব্রহ্মলোক থেকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে এসে **ঈশস্য**—শ্রীকৃষ্ণের **মহি**—সেই মুক্তিপ্রদান লক্ষণ মাহাত্ম্য কুত্রাপি অন্যত্র যা কোন দিন দেখা যায় নি তা দেখে, এইটুকু যোগ করে অর্থ করতে হবে॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অদ্ভুতস্তোত্রাণি চ সুবাদ্যানি চ গীতিকাঃ সুকুমারা গীতয়শ্চ জয়াদয়শ্চ নৈকোৎসবা অনেকোৎসবা মঙ্গলস্বনাশ্চ তান্। স্বধাম্নঃ সত্যলোকস্য অন্তি নিকট এব শ্রুত্বেতি মহর্জনস্তপোলোকস্থা অপি পরম্পরয়ৈব শ্রুত্বা গীতাদিকং চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুত্বা অজো ব্রহ্মৈব অচিরাৎ সদ্য এব অঘাসুরস্য জ্যোতির্বৈকুণ্ঠং প্রতি গচ্ছদেব ঈশস্য মহি মহিমানং দৃষ্ট্বা আগতো অন্যৈরলক্ষ্যমাণো বৃন্দাবনমেব। তত্রচ ঈশস্য মহিমানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ॥ বি০ ৩৫॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অদ্ভুত স্তবস্তুতি সমূহ, সুন্দর বাদ্যধ্বনি সমূহ, অতি কোমল গান সমূহ, জয় জয় ধ্বনি সমূহ, একোৎসবা নয় অনেক উৎসব থেকে উত্থিত মঙ্গলধ্বনি সমূহের মতো ধ্বনি। **স্বধাম্নোঽন্ত্যজ**—স্বধাম্নঃ+অন্তি+অজ—ব্রহ্মা নিজ ধাম সত্যলোকের নিকটে শুনে—মহোলোক থেকে জনলোক জনলোক থেকে তপোলোকবাসিরাও পরম্পরে পরপর শুনে গান প্রভৃতি করলেন, এইরূপ বুঝতে হবে—(তপোলোকবাসিদের মুখে ব্রহ্মা শুনলেন) **অজো**—ব্রহ্মাও 'অচিরাৎ' সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ অঘাসুরের জ্যোতি বৈকুণ্ঠের দিকে যেই গেল অমনই শ্রীভগবানের'মহি'মাহাত্ম্য দেখে ব্রহ্মা **আগতঃ**—অন্যের অলক্ষ্যভাবে বৃন্দাবনেই এলেন—এখানেও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দেখে বিস্ময় প্রাপ্ত হলেন॥ বি০ ৩৫॥

৩৭। এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে॥

৩৭। অন্বয় ঃ মৃত্যোঃ (অজগরমরণাদ্ধেতোঃ)আত্মাহিমোক্ষণং(স্বেষাং অজগরবদনাৎ মোচনরূপং) এতৎ হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কৌমারজং (পঞ্চমবর্ষকৃতং) কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ বালাঃ (ব্রজবালকাঃ) পৌগণ্ডকে (কৃষ্ণস্য ষড়্বর্ষবয়সি) ব্রজে ঊচুঃ।

৩৭। মূলানুবাদ ঃ হে রাজা পরীক্ষিত! আরও এক আশ্চর্য শ্রবণ কর। মৃত্যু থেকে নিজেদের বাঁচন ও সংসার থেকে অঘাসুরের মুক্তি, কৃষ্ণের এই পঞ্চম বৎসরের কৃত কর্ম দেখে বিস্মিত বালকগণ ষষ্ঠ বর্ষে ব্রজে এসে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন 'অদ্য এই কর্ম কৃত হয়েছে আমাদের সখা দ্বারা'।

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ শ্রীভগবৎস্পর্শপ্রভাবেণ স কৃতার্থোঽভূদিতি কিং বক্তব্যং, তস্য পাঞ্চভৌতিকমৃতদেহোঽপি পূতনাবৎ সৌরভ্যপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বমনোহরত্বং প্রাপেত্যাহ—রাজন্নিতি পরমাশ্চর্য্যেণ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ শ্রীভগবৎস্পর্শ প্রভাবে অঘাসুর কৃতার্থ হল, এ আর বেশী কথা কি। তার পাঞ্চভৌতিক মৃত দেহও পূতনাবৎ সুরভিত হয়ে সর্বমনোহরতা প্রাপ্ত হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, হে রাজন্! পরমাশ্চর্যে এই সম্বোধন॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বহুতিথং বহুকালম্। আ সম্যক্ ক্রীড়ার্থকগহ্বরং বভূব॥ বি০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বহুতিথং—বহুকাল। **আক্রীড়**—'আ' সম্যক্,হৈ চৈ করে নানা খেলা করবার গুহা হল॥ বি০ ৩৬॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ অস্য হরেঃ পৌগণ্ডকে তস্যারম্ভমাত্রত্বেনাল্পত্বাৎ কন্-প্রত্যয়ঃ। চ-শব্দাদ্দেবাদিকৃত-মহোৎসবঞ্চ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, প্রশ্নবীজত্বায় প্রহেলিকাবদাহ—কৌমারজং কর্ম্ম পৌগণ্ডকে দৃষ্ট্বোচুরিতি। কিং তৎ? অহের্মৃত্যোর্হেতোঃ। আত্মনামহেঃ সকাশান্মোক্ষণম্, সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্ত ইত্যাদাবৈশ্বর্য্যজ্ঞানাস্পর্শাৎ, অদ্যানেন ইত্যাদিমাত্রতদ্বক্ষ্যমাণাৎ॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ (স্বামিপাদের টীকা অবলম্বনে) এই হরির পঞ্চম-বর্ষে কৃত কর্ম তখনই দেখে পৌগণ্ডকে অর্থাৎ ষষ্ঠবর্ষে 'অদ্য এই কর্ম হল' এইরূপ বললেন বালকরা। **পৌগণ্ডকে**—'ক' পৌগণ্ডের অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর দশমবর্ষ যাবৎ কালের আরম্ভমাত্র কাল বলে এখানে অল্পতা হেতু কন্ প্রত্যয়। 'অন্যচ্চাতি চিত্রং' এখানে 'চ' শব্দে শ্রীহরির কৃত কর্ম এবং দেবাদি কৃত মহোৎসব বালকরা বললেন। শ্রীহরির সেই কর্ম কি? মৃত্যুর থেকে নিজসখাদের এবং সর্পের মুক্তি দান। নিজ সখাদের প্রসিদ্ধ মৃত্যু থেকে, আর সর্পকে সংসার লক্ষণ মৃত্যু থেকে। অঘাসুরের জ্যোতির শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশও সেই সময়ে বালকরা দেখেছিলেন এবং এক বৎসর পর বলেছিলেন, এইরূপ অর্থ। (শ্রীজীব চরণের নিজ ব্যাখ্যা) অথবা, এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বালকদের মনে যে সব প্রশ্ন বীজাকারে ছিল একবৎসর ধরে,

৩৮। নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্ল্লভম্॥

৩৮। অন্বয়ঃ অঘোঽপি স্পর্শনধূতপাতকঃ (স্পর্শমাত্রেণ নির্গতনিখিলকল্মষঃ সন্) যৎ অসতাং সুদুর্ল্লভং আত্মসাম্যং (মায়ামুক্তত্বেন ভগবতঃ স্বারূপ্যং) প্রাপ। পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ (স্বয়ং ভগবতঃ) মনুজার্ভমায়িনঃ (নরবালকলীলস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) এতৎ (অঘাসুরমোক্ষণরূপং কর্ম্ম) ন বিচিত্রং।

৩৮। মূলানুবাদঃ অঘাসুরও যার স্পর্শে নিষ্পাপ হয়ে অসুরদের সুদুর্লভ শ্রীভগবৎ-সমানরূপত্ব প্রাপ্ত হল, সেই নিখিল অংশ-অংশীগণেরও প্রধান ও তাঁদের প্রাদুর্ভাবকর্তা পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই কর্ম এমন কিছু আশ্চর্য নয়।

সেই সব প্রশ্নের নিবৃত্তির জন্য তারা প্রহেলিকাবৎ **উচুঃ**—বলাবলি করতে লাগলেন। একবৎসর পূর্বের কৌমার কালের দৃষ্ট ঘটনা এক বৎসর পর আজই যেন দেখে এলেন সেই ভাবে বললেন—সেই দৃষ্ট ঘটনা কি? মৃত্যুরূপ সর্পের মৃত্যু হওয়াতে তার কবল থেকে তাদের মুক্তি। এইসব কথা তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকলেন হাস্যভাবে, কারণ মাধুর্য বিগ্রহ তাদের মনকে ঐশ্বর্যজ্ঞান স্পর্শ করতে পারে নি। অন্য তাদের প্রিয় সখা কি কি করেছে তার আবৃত্তি মাত্রই উদ্দেশ্য॥ জী০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমেকং শৃণ্বিত্যাহ—তং হরেঃ কৌমারজং পঞ্চমাব্দকৃতং কর্ম্ম দৃষ্ট্বা অস্য হরেঃ পৌগণ্ডকে বয়সি ষষ্ঠেঽব্দে বালা অদ্যৈবতদ্বৃত্তমিত্যূচুঃ। কিং তৎ আত্মনাং অহ্নঃ সকাশান্মোক্ষণং কুতঃ মৃত্যোঃ অহি মরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ॥ বি০ ৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অন্য এক আশ্চর্যও শোন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এতৎ ইত্যাদি। এই হরির **কৌমারজং**—পাঁচ বৎসর বয়সের কর্ম **দৃষ্ট্বা**—দেখে তাঁর সখাগণ **পৌগণ্ডকে**—তাঁর ছয় বৎসর বয়সে এমন ভাবে বললেন যেন আজই এ ঘটনা ঘটল। সেই ঘটনা কি? ইহা হল নিজেদের অজগরের কবল থেকে মুক্তি।। **মৃত্যোঃ**—মৃত্যু থেকে অর্থাৎ অজগরের মৃত্যুই কারণ হল নিজেদের মুক্তির॥ বি০ ৩৭॥

৩৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ মহাদুষ্টস্যাপি তাদৃশ্যা মুক্ত্যা কেষাঞ্চিদদ্ভুতবুদ্ধিং দৃষ্ট্বা শ্রীভগবৎ-প্রভাবমাহ—নেতি দ্বাভ্যাম্। পরাবরাণাং সর্ব্বেষামংশিনামংশানাঞ্চ পরমস্য শ্রেষ্ঠস্য, যতস্তেষাং বেধসঃ প্রাদুর্ভাবকর্ত্তৃশ্চ ইতি পরমস্বাতন্ত্র্যমুক্তম্; তত্র চ মনুজার্ভঃ শ্রীনন্দকুমারশ্চাসৌ মায়ী চ দয়াবান্। অমর্য্যাদলীলত্বেন তাদৃশ-দয়ালুত্বেন চ যঃ প্রসিদ্ধস্তস্য পরমবিলক্ষণ স্বভাবস্য ইত্যর্থঃ; অতো বিচিত্রমদ্ভুতং ন ভবতি। সাত্ম্যং সাম্যমিতি পাঠদ্বয়েঽপি সমানস্বরূপত্বমেবার্থঃ, অতদ্রূপস্য সমানস্বরূপস্য তত্র প্রবেশাসম্ভবাৎ; অসতাং দুষ্টানাং পরমদুর্ল্লভমপি প্রাপ। নন্বু শ্রীগোকুলবালকাদিষু মহৎসু মহাপরাধিনস্তস্যাসুরস্য তদপি কথং সম্ভবেৎ? তত্রাহ—যদিতি, যস্য তৎপর্যন্তদুর্গতজীবেষু তমঃকৃতদুর্গতিমাত্র সমবধানমাত্রজাতয়া সদসদ্বিচার শূন্যত্বেন স্বতন্ত্রয়া কৃপয়াবতীর্ণস্য সর্ব্ববিলক্ষণস্য স্পর্শবিশেষপ্রভাবেণৈব সোঽয়মঘময়োঽপি ধূতপাতকঃ

খণ্ডিতাঘময়ভাব ইত্যর্থঃ। আত্মা নাহসুরঃ, কিন্তু উপাধিরেব, স চ নাশিত এব, নির্দ্দোষো নিজাংশত্বেনুগৃহীত ইতি নাত্র দোষশ্চ, প্রত্যুত তস্যাসুরভাবাপগমন-পরমকৃপাসূচকত্বাদুপাদেয়মেবেতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৮॥

৩৮ শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ : মহাদুষ্টেরও তাদৃশ মুক্তির কথা শুনে কর্মী জ্ঞানীদের মধ্যে কোনও কোনও শ্রোতার মনে অদ্ভুত বুদ্ধির উদয় সূচক মুখভাব দেখে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীভগবানের প্রভাব বলছেন—'নৈতৎ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের পক্ষে ইহা কিছু বিচিত্র নয় ইত্যাদি দুটি শ্লোকে।

পরাবরাণাং—নিখিল অংশ ও অংশীর প্রধান **বেধসঃ**—এবং তাঁদের প্রাদুর্ভাব-কর্তা—এই দুই বিশেষণে শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বাতন্ত্র্য বলা হল। এর মধ্যেও আবার তিনি **মনুজার্ভমায়িনঃ**—নরবালক—শ্রীনন্দকুমার ও **মায়ী**—দয়াবান্। অর্থাৎ অসীম লীলত্ব ও তাদৃশ দয়ালুতা হেতু যিনি প্রসিদ্ধ সেই পরম বিলক্ষণ স্বভাব, কাজেই সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা বিচিত্র নয় অর্থাৎ অদ্ভুত নয়। **আত্মসাম্যং**—স্বারূপ্য—কৃষ্ণের সমান স্বরূপতা লাভ হল অঘাসুরের। এইরূপ অর্থ করবার কারণ সমান স্বরূপতা বিনা তাতে প্রবেশ অসম্ভব। **অসতাং**—দুষ্টগণের পরমদুর্লভ হলেও অঘাসুর স্বারূপ্য পেল। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা মহৎ গোকুল-বালকাদির নিকট মহাপরাধী সেই অসুরের ঐরূপ দুর্লভ প্রাপ্তি কি করে হতে পারে? এরই উত্তরে-যদিতি। **যৎ**—যস্য। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, সাধু-অসাধু পাত্রাপাত্রের বিচার শূন্য ভাবে অজ্ঞানকৃত দুর্গতি মাত্রের সমাধানের জন্য উদিত হওয়ার স্বভাব বিশিষ্ট। অঘাসুর পর্যন্ত সকল দুর্গত জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য এইরূপ অদ্ভুত কৃপা বৈভবের সহিত অবতীর্ণ সর্ববিলক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শবিশেষ প্রভাবেই যে অঘাসুর অপরাধময় হয়েও ধূতপাতক হল অর্থাৎ তাঁর অপরাধময় ভাব সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হল। আত্মা অসুর নয় কিন্তু এর উপাধিই অর্থাৎ অসুর ভাব ও তৎজাতীয় দেহই অসুর—তাই নাশ প্রাপ্ত হল—তার অসুর ভাবের বিনাশ পরমকৃপাসূচক হওয়ায় উপাদেয়ই, এরূপ ভাব॥ জী০ ৩৮॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : মনুজার্ভ এব মায়া তদীয়স্বরূপং তত্ত্বতঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধান্মায়াশব্দস্য স্বরূপবাচকত্বাৎ পরাবরাণাং সর্ব্বেষামংশানামংশিনামপি পরমস্য বেধসঃ। স্বেচ্ছাভিমতমেব কর্ত্তুঃ। এতদ্বিচিত্রং ন কিং তদিত্যত আহ—অঘোঽপীতি। ধূতপাতক ইতি। পাতকমিত্যুপলক্ষণং শরীরদৌর্গন্ধ্যাদেরপ্যপগম ইতি কিং বক্তব্যং পূতনাদৃষ্টা শরীরসৌগন্ধ্যমপি ব্যাখ্যেয়ম্। সপ্রিয়সখস্য কৃষ্ণস্য ক্রীড়াস্পদীভাবিত্বাৎ। আত্মসাম্যং স্বসমানরূপত্বম্। অসতাং অসুরাণাং সাযুজ্যং দুর্ল্লভং সারূপ্যন্তু ভক্তসম্প্রদানীয়ত্বাৎ সুদুর্ল্লভম্॥

৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ : মনুজার্ভমায়িন—নরাকৃতি বালকই মায়া অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপ। ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ। কারণ মায়া শব্দ স্বরূপ দ্যোতক। পরাবরাণাং—নিখিল অংশ-অংশীগণেরও **পরমস্য**—শ্রেষ্ঠ। **বেধসঃ ইত্যাদি**—স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট লীলা সম্পাদক কৃষ্ণের পক্ষে ইহা বিচিত্র নয়। কি বিচিত্র নয়? এরই উত্তরে, **অঘোঽপি** ইতি অর্থাৎ অঘাসুরেরও ধূতপাতক হওয়ারূপ ব্যাপার। এখানে 'পাতক' পদটি উপলক্ষণে ব্যবহৃত হয়েছে, শরীরের দুর্গন্ধও চলে গেল। এ আর এমন কি? পূতনার দৃষ্টান্ত অনুসারে শরীর সুগন্ধময় হয়ে গেল, এরূপ ব্যাখ্যাই করণীয়। প্রিয়সখাগণ সহ কৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান হবে বলে

৩৯। সকৃদ্‌যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ॥

৩৯। অন্বয় ঃ অঙ্গ (হে রাজন্) সকৃৎ (একবারং) অন্তরাহিতা (কথঞ্চিৎ হৃদয়গতা সতী) মনোময়ী যদঙ্গ প্রতিমা (যস্য শ্রীবিগ্রহস্য প্রতিকৃতিঃ) ভাগবতীং গতিং দদৌ নিত্যাত্ম সুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়ঃ (নিত্যসিদ্ধ পরমানন্দঘনবিগ্রহেন যা সুখানুভূতিঃ তয়া তিরস্কৃতামায়া যেন সঃ) পরমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কিং পুনঃ (স্বয়মেবাঘাসুর বদন বিবরং প্রবিশ্য তস্মৈ নিজস্বারূপ্যং দদাবিতি কিং বক্তব্যম্)।

৩৯। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! যাঁর গোবিন্দাদি শ্রীবিগ্রহ মানসিক ধ্যানে অতি যত্নে একবার মাত্র হৃদয়মন্দিরে স্থাপিত হয়ে খট্টাঙ্গ প্রভৃতিকে ভাগবতী গতি দিয়েছিলেন, সেই নিত্যশরীর, সুখানুভূতি ও মায়া-নিরসনকারী স্বয়ম্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজেই যার অন্তর্গত হলেন তাকে যে স্বারূপ্য মুক্তি দিবেন, এতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।

আত্মসাম্যং—স্বসমানরূপতা প্রাপ্তি হল ঐ অঘাসুরের। **অসতাং**—অসুরদের পক্ষে সাযুজ্য দুর্লভ, আর সারূপ্যে ভক্তদের সম্প্রদানীয় বলে উহা সুদুর্লভ॥ বি০ ৩৮॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** মনোময়ীতী—মনসা সহজাস্থৈর্যেণ সদা সর্ব্বসৌন্দর্য্যাদ্যস্ফূর্ত্ত্যা শৈল্যাদি-প্রতিমাভ্যো ন্যূনতাভিপ্রেতা। অন্তস্তৈঃ। অত্র প্রহ্লাদাদিভ্য ইবেতি বোদ্ধব্যম্; তেষু স্বত এব স্ফূর্ত্তিঃ, ন তু বলাদিতি নিত্যাত্মেতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্; যদ্বা, নিত্যমাত্মনাং সর্ব্বজীবনাং সুখানুভূতির্যস্মাৎ, যতোঽভিতো বিশেষেণোদস্তমায়ঃ; তথা চ বক্ষ্যতি শ্রীব্রহ্মা—'অত্রৈব মায়াধমনাবতারে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৬) ইতি স চাসৌ স চ, যতঃ পরমঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ, নিজাশেষভগবত্তাপ্রকটনাৎ; যদ্‌যস্যাঙ্গেতি সন্যায়হর্ষসম্বোধনে॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ মনোময়ী**—স্বাভাবিক চঞ্চল মনের দ্বারা সদা সর্বসৌন্দর্যাদির সহিত স্ফূর্তি করানো যায় না বলে মনোময়ী মূর্তি শিলা প্রভৃতি প্রতিমা থেকে নূন—এই কথা বলাই এখানে অভিপ্রেত। [স্বামিপাদ—**যদঙ্গপ্রতিমা**—যার মূর্তি ও প্রতিকৃতি, তাও আবার কেবল মনোময়ী, বলপূর্বক অন্তরে আনিত হলে যিনি প্রহ্লাদাদিকে ভাগবতী গতি দান করেছিলেন সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং যার অন্তর্গত হলেন **কিং পুনঃ**—সেই অঘাসুরকে যে মুক্তি দিবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে।]

স্বামিপাদের টীকাতে 'প্রহ্লাদাদিভ্যঃ' বাক্যের অর্থ 'প্রহ্লাদাদিভঃ ইব' এইরূপ বুঝতে হবে অর্থাৎ প্রহ্লাদাদি যেমন মনোময়ী প্রকৃতি মনে চিন্তা করে ভাগবতীগতি পেয়েছিলেন সেইরূপ। এইরূপ অর্থ করার কারণ প্রহ্লাদাদির মনে তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে উদয় হয়েছিলেন, বল প্রয়োগে নয়। **নিত্যাত্ম ইত্যাদি**—'আত্মনাং' সর্বজীবের নিত্য সুখানুভূতি যার থেকে হয়, যেহেতু সাম্মুখ্য দানে ইনি বিশেষ ভাবে মায়া

নিরাকৃত করে থাকেন। ব্রহ্মার উক্তিও এইরূপ, যথা—'হে মায়া নিবারক অবতারি।'—শ্রীভা০ ১০।১৪।১৬। সর্বজীবের সুখানুভূতি ও মায়া নিবারক, যেহেতু ইনি **পরমঃ**—সর্বতো ভাবে শ্রেষ্ঠ—নিজ অশেষ ভগবত্তা প্রকটন হেতু। **হে অঙ্গ**—উপর্যুক্ত যুক্তি দর্শনে হর্ষের উদয়ে সম্বোধন হে রাজন্!॥ জী০ ৩৯॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ তৎপ্রাপ্তৌ কারণমাহ—যস্য অঙ্গং মূর্ত্তিস্তস্য চ প্রতিমা প্রতিকৃতি-র্জগন্নাথমদনগোপালগোবিন্দাদিরূপা। সাপি মনোময়ী মনসৈব ধ্যাতা তত্রাপি সকৃদেব অন্তরাহিতা সতী ভাগবতীং গতিং দদৌ। খট্বাঙ্গাদিভ্যঃ স এব সাক্ষাৎ নিত্যাত্মা নিত্যশরীরশ্চাসৌ সুখানুভূতিরূপশ্চ অভি-ব্যুদস্তমায়শ্চেতি সঃ। পরমঃ স্বয়মেবান্তর্গতঃ কিং পুনর্দত্ত্যাদেবেত্যর্থঃ। নন্বু খট্বাঙ্গাদীনাং তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিরেব কারণং অঘাদীনান্তু প্রাতিকূল্যাৎ ভক্ত্যভাব এব তৎপ্রাপ্তি প্রতিবন্ধী। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি ভগবৎ-কৃতনিয়মাৎ। সত্যং সচ নিয়মোঽন্যস্মিন্নেব সময়ে। কৃষ্ণস্যাবতারসময়েতু পূর্ণায়া এব কৃপাশক্তেরুদয়োদ্রে-কাত্তৎসম্বন্ধমাত্রেণৈব তৎ প্রাপ্তির্যদ্বক্ষ্যতে—"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব বা। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥ নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে" ইতি। কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বৈ লক্ষণমিদমসাধারণং যদ্বৈরিভ্যোঽপিমোক্ষং দদাতীতি তেষামপি মধ্যে "ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বর" মিত্যুক্তেরঘাসুরদেহস্য স্বক্রীড়াসুখপ্রদীভাবিত্বাৎ তাৎকালিকতৎ-প্রাতিকূল্যস্যাপ্যানুকূল্যময়ভক্তত্বমননাৎ তস্মৈ সারূপ্যমোক্ষং বৈকুণ্ঠ এব দদৌ, নতু স্বধাম্নি বৃন্দাবনে তদ্ভক্তেস্তাদৃশবৈশিষ্ট্যাভাবাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ৩৯॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অঘাসুরের এই সারূপ্য প্রাপ্তিতে কারণ বলা হচ্ছে—যাঁর **অঙ্গং**—মূর্তি অর্থাৎ স্বরূপ এবং এই মূর্তির **প্রতিমা**—প্রতিকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ—জগন্নাথ-মদনগোপাল-গোবিন্দাদিরূপ, **মনোময়ী**—কেবল মাত্র মনের দ্বারা ধ্যানে, তাও আবার একবার মাত্র অন্তরে স্থাপিত হয়ে খট্টাঙ্গ প্রভৃতিকে ভাগবতী গতি দান করেছিলেন সেই তিনি **এব** সাক্ষাৎ **নিত্যাত্ম**—নিত্য শরীর, সুখানুভূতি ও মায়া নিরসনকারী **পরমঃ**—স্বয়ম্ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজেই যাঁর পেটের মধ্যে ঢুকে গেলেন, তাঁকে কি দেওয়া যেতে পারে? সারূপ্য দানটা এমন কি বেশী হল—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে। [মহাকবি কর্ণপূর শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে এই অঘাসুর সম্বন্ধে এরূপ বলেছেন, যথা—"অহো সেই **মহানুভবের** চরিত কি আর বর্ণনা করবো—কেন না ইনি তো প্রথমে নিজ দেহেতে ভগবানকে প্রবেশ করালেন, পরে নিজেই ভগবানের দেহে প্রবেশ করলেন।]

পূর্বপক্ষ, আচ্ছা খট্টাঙ্গ প্রভৃতির শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিতে ভক্তিই কারণ। অঘাদির তো প্রাতিকূল্য হেতু ভক্তির অভাবই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক হল—"একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আমি গ্রাহ্য হয়ে থাকি" এইরূপ শ্রীভগবৎকৃত নিয়ম থাকা হেতু। তবে? এরই উত্তরে, নিয়ম তো আছে ঠিকই, তবে উহা অন্য সময়ের জন্যই—কৃষ্ণ-অবতারের সময়ে তো পরিপূর্ণ কৃপাশক্তির উদয়াধিক্য হেতু তার সম্বন্ধ মাত্রেই তার প্রাপ্তির কথা বলা আছে, যথা—"হে রাজন্! যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ ঐক্য-সৌহৃদ্য

শ্রীসূত উবাচ।

৪০। ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ॥

৪০। **অন্বয় ঃ** শ্রীসূতঃ উবাচ—হে দ্বিজাঃ যাদবদেবদত্তঃ (শ্রীকৃষ্ণেন অশ্বত্থামাস্ত্রতো রক্ষিত্বা পাণ্ডবেভ্য দত্তঃ পরীক্ষিৎ) যন্নিগৃহীতচেতাঃ (যেন শ্রবণেন বশীকৃতং চেতোঃ যস্য সঃ ইত্থং স্বরাতুঃ (স্বস্য জীবনদাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) বিচিত্রং চরিতং (অঘাসুর মোক্ষণ-রূপাং লীলাং) শ্রুত্বা ভূয়োঽপি পুণ্যং তদেব (শ্রীকৃষ্ণ-চরিতম্) বৈয়াসকিং (ব্যাসনন্দনং) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্)।

৪০। **মূলানুবাদ ঃ** সূত গোঁসাই বললেন, হে শৌনকাদি বিপ্রগণ! আত্মপ্রদ কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা, যা এই প্রকারে শ্রবণে রাজা পরীক্ষিতের চিত্ত বশীকৃত হয়ে গেল, সেই মঙ্গলময় লীলাই শুকদেবের নিকট তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

এবং ভক্তির মধ্যে যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করে তাঁরা তন্ময়তা ভাব অবশ্য লাভ করে থাকে।—শ্রীভা০ ১০।২৯।১৫। "হে রাজন তুমি মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে ইহা আশ্চর্যজনক বলে মনে করো না—যেহেতু মনুষ্য তো দূরের কথা স্থাবরাদিকেও মুক্তি প্রদান করে থাকেন তিনি।"—শ্রীভা০ ১০।২৯।১৬। —এই যে শত্রুদেরও মোক্ষদান ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব বিষয়ে অসাধারণ লক্ষণ। এই যে উপরে যে সব ভাবের কথা বলা হল তার মধ্যেও অঘাসুরের ভাবটা একটু আলাদা।—"বহুদিন ধরে ঐ অজগররূপী অঘাসুর ব্রজবালকদের ক্রীড়া গহ্বর হল" পূর্বের এই উক্তি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, অঘাসুর-দেহ ভাবিকালের কৃষ্ণের সুখপ্রদ খেলাস্থল হয়েছিল, আর সেই কারণেই তৎকালিক প্রাতিকূল্যতাও আনুকূল্যময় ভক্তি বলে মাননা করে কৃষ্ণ তাকে বৈকুণ্ঠে স্বারূপ্য মোক্ষ দান করলেন, নিজ ধাম শ্রীবৃন্দাবনে নয়, কারণ সেই ভক্তিতে তাদৃশ বৈশিষ্ট্যের অভাব ছিল, এরূপ বুঝতে হবে॥ বি০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অত্রাকস্মাৎ সূত উবাচ ইতি তৎপ্রসঙ্গে পরমানন্দস্য বৈশিষ্ট্যাৎ সোঽপি তত্র তৌ তুষ্টাব ইত্যর্থঃ। যেন চরিতেন নিগৃহীতং তদ্বিয়োগময়প্রেমাবির্ভাবনেন পীড়িতং চেতো যস্য সঃ, তথাপি প্রশ্নে হেতুঃ—পুণ্যং শুভাবহমিতি, তৎপীড়ায়াস্তদেকৌষধত্বাদিতি ভাবঃ॥ জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** এখানে অকস্মাৎ **সূত উবাচ**—এরূপ বলবার কারণ এই অঘাসুর বধ লীলায় পরমানন্দের বৈশিষ্ট্য থাকা হেতু এই প্রসঙ্গে সূত গোসাইও নৈমিষারণ্য-ভাগবত সভায় শ্রীশুকদেব ও পরীক্ষিৎকে স্তুতি করেন। **যন্নিগৃহীতচেতাঃ**—যে কৃষ্ণচরিত শুনে কৃষ্ণবিয়োগ-ময় প্রেমাবির্ভাবে পীড়িত চিত্ত, **যাদবদেবত্তঃ**—'যাদবদেব' শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর দেওয়া (মাতৃগর্ভে) দান রাজা পরীক্ষিত,সেই তিনি পুণ্যচরিত পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন। নিগৃহীত তথাপি প্রশ্নে হেতু, পুণ্যং—মঙ্গলময়—ঐ পীড়ায় উহাই একমাত্র ঔষধ॥ জী০ ৪০॥

শ্রীরাজোবাচ।

৪১। ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।
যৎ কৌমারে হরিকৃত মূচুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ॥

৪১। **অন্বয়** ঃ শ্রীরাজোবাচ—ব্রহ্মন্! কৌমারে যৎ হরিকৃতং পৌগণ্ডকে (শ্রীকৃষ্ণস্য ষড়্বর্ষয়সি) অর্ভকাঃ (গোপবালকাঃ) ঊচুঃ (কথিতং তৎ) কালান্তরকৃতং (কৌমারকালকৃতং তৎ কৃষ্ণচরিতং) তৎ কালীনং (তস্য পৌগণ্ডকালীনং) কথং ভবেৎ।

৪১। **মূলানুবাদ** ঃ রাজা পরীক্ষিতৎ বললেন—পূর্বকালে নিষ্পাদিত লীলা সদ্য কালে দৃষ্ট কি করে হতে পারে? অর্থাৎ কৌমার বয়সে কৃষ্ণের দ্বারা যে লীলা কৃত হল তা অদ্যই করা হয়েছে, এরূপ ঘোষণা বালকরা কি করে করল তাঁর পৌগণ্ড বয়সে একবৎসর পর?

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ হে দ্বিজাঃ, যাদব দেবেন উত্তরায়ৈ যুধিষ্ঠিরায় বা দত্তঃ পরীক্ষিৎ স্বস্য রাতা গ্রহীতা যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য যেন শ্রবণেন নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্যঃ সঃ॥ বি০ ৪০॥

৪০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ হে দ্বিজগণ! **যাদবদেবদত্তঃ**—যাদবদের অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারা উত্তরাকে দত্ত, পরীক্ষিৎ॥ **স্বরাতুঃ**—'আত্ম প্রদস্য' নিজেকে পর্যন্ত যিনি দিয়ে দেন সেই শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র চরিত শুনে তাই পুনরায়ও জিজ্ঞাসা করলেন। **যন্নিগৃহীতচেতাঃ**—যা শ্রবণে 'নিগৃহীতঃ' বশীকৃত চিত্ত যার সেই পরীক্ষিৎ॥ বি০ ৪০॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ কালান্তরকৃতং পূর্ব্বকালীনং কর্ম্মতৎকালীনং সদ্যঃকাল-দৃষ্টং কথং সম্ভবেত্তদেবাহ—যদিতি। যৎ কৌমারকে হরিণা কৃতঃ, তৎ পৌগণ্ডকৃতমিতি কথমূচুঃ? টীকায়াঞ্চ পৌগণ্ডকে কৃতমিতি কথং জ্ঞাত্বোচুরিত্যন্বয়ঃ। তদিতি—কথং সম্ভবেৎ তৎপ্রকারমিত্যর্থঃ। কৌতূহলং কৌতুকজনকমিত্যর্থঃ; মহাযোগিন্ পরমভক্তিযুক্তেতি শ্রীভগবদ্বৃত্তং তবাজ্ঞাতং ন কিঞ্চিদস্তীতি ভাবঃ। নন্বু পরমগুহ্যমেতৎ, তত্রাহ—হে গুরো, উপদেষ্টুঃ কিঞ্চিদগোপ্যং শিষ্যে নাস্তীতি ভাবঃ; স্বয়মেব সিদ্ধান্তং তর্ক-য়তি—এতত্তেষাং তাদৃশং দর্শনভানম্॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **কালান্তরকৃতং**—পূর্বকালীন কর্ম **তৎকালীনং**—যেন এই এখনই দৃষ্ট হল, এ কি করে সম্ভব,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যৎ ইতি। যা হরির কৌমার বয়সে হরিদ্বারা কৃত হয়েছে, তাঁকে তাঁর পৌগণ্ড বয়সে কি করে বলা হল, এই এখনই হয়েছে। স্বামি-পাদের টীকা—কৌমার কালে করা হল যা, তাকে কি করে এই প্রথম-পৌগণ্ডে করা হয়েছে বলে জ্ঞান হলো, আর সেই ভাবেই বলা হল। **তদ্ ইতি**—এ কি করে সম্ভব হলো, তাই বলুন। **কৌতূহলং**—কৌতুকজনক। **মহাযোগিন্**—পরমভক্তিযুক্ত—শ্রীভগবদ্বৃত্তান্ত আপনার লবলেশ মাত্রও অজ্ঞাত নয়, এইরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, তা বটে, তবে এ পরমগুহ্য। এরই উত্তরে, হে গুরো! উপদেশ কর্তার শিষ্যের

৪২। তদ্ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা॥
৪৩। বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্তুত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্॥

৪২। **অন্বয়** ঃ গুরো মহাযোগিন্ (হে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণে!) মে (মম) পরং কৌতূহলং [জাতা] তৎ (কৃষ্ণচরিতং) ব্রূহি নূনং (নিশ্চিতমেব) এতৎ (তাদৃশকথনং) হরেঃ মায়া ভবতি ন অন্যথা (ন হি অস্মিন্ অন্য কারণং)।

৪৩। **অন্বয়** ঃ গুরো বয়ম্ ক্ষত্রবন্ধবঃ (ক্ষত্রিয়াধমাঃ) অপি লোকে ধন্যতমাঃ যৎ (যস্মাৎ) মুহুঃ (বারং বারং) ত্বত্তঃ (ত্বন্মুখতঃ) পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতং পিবামঃ (শ্রবণেনাস্বাদয়াম)।

৪২। **মূলানুবাদ** ঃ হে পরমভাগবত! অতি কৌতুকজনক এই বিষয়টি আমাকে বলুন। হে গুরো! এ নিশ্চয়ই কৃষ্ণেরই মায়া হবে। তাঁর মায়া বিনা এ কার্য সম্ভব নয়।

৪৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে গুরো! আমরা ক্ষত্রিয়াধম হলেও এই সংসারে ধন্যতম। কারণ আপনার মুখে পুনঃ পুনঃ মনোজ্ঞ কৃষ্ণকথামৃত পান করছি।

নিকট কিছুই গোপনীয় নয়, এইরূপ ভাব। অতঃপর নিজেই সিদ্ধান্ত অনুমান করছেন—**এতৎ**—ইহা ঐ বালকদের তাদৃশ দর্শন-প্রতীতি মাত্র॥ জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কালান্তরকৃতং পূর্ব্বকালনিষ্পাদিতং কর্ম্ম তৎকালীনং সদ্যঃকালদৃষ্টং কথং ভবেৎ। তদেবাহ—যদিতি। পৌগণ্ডকে অদ্যৈব হরিকৃতমিদং কর্ম্মেতি কথমুচ্চরিত্যর্থঃ॥ বি০ ৪১॥

৪১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **কালান্তরকৃতং**—পূর্বকালে নিষ্পাদিত কর্ম **তৎকালীনং**—সদ্যকালে দৃষ্ট কি করে হতে পারে? এই কথাই স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে—যদিতি। অর্থাৎ কৌমার বয়সে কৃত কর্মকে পৌগণ্ড বয়সে অদ্যই হরি করল, এরূপ বলা হল॥ বি০ ৪১॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ মায়া দুর্ঘটনা শক্তিঃ, হরেরিতি মায়য়া সর্ব্ববিচার-হরণাভিপ্রায়েণৈবেত্যন্যমায়া নিরস্তা। তদেব দৃঢ়য়তি—নান্যথা তন্মায়াং বিনা ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ, গোপ-কুমারাণং তেষামন্যতো ভ্রমাদ্যসম্ভবাৎ॥ জী০ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ **মায়া** - দুর্ঘটঘটনা শক্তি,—যোগমায়া। **হরে ইতি**—শ্রীহরির মায়া, ব্রজবালকদের সকল বিচারশক্তি হরণ অভিপ্রায়েই এখানে এই 'হরি' পদের প্রয়োগ—শ্রীহরির মায়া বলাতে অন্য মায়া নিরস্ত হল অর্থাৎ অন্য মায়ার এ কাজ, এরূপ সিদ্ধান্ত নিরস্ত হল। সেই কথাই দৃঢ় করা হচ্ছে—**নান্যথা**—শ্রীহরির মায়া বিনা এ কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। কারণ এই গোপ-কুমারদের অন্য কারোর থেকে ভ্রমাদি অসম্ভব॥ জী০ ৪২॥

শ্রীসূত উবাচ।

৪৪। ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অঘাসুরবধো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

৪৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীসূত উবাচ—ভাগবতোত্তমোত্তম (হে পরমভাগবত শৌনক) ইত্থং পৃষ্টঃ তৎ স্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয় (তেন পরীক্ষিৎপ্রশ্নেন স্মরণ পথগতঃ যঃ অনন্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তেন বিবশীকৃতানি অখিলেন্দ্রিয়ানি যস্য সঃ) স চ বাদরায়ণিঃ (ব্যাস নন্দনঃ) কৃচ্ছ্রাৎ শনৈঃ লব্ধবর্হিদৃশিঃ তং (পরীক্ষিতং) প্রতি আহ।

৪৪। **মূলানুবাদঃ** সূত বললেন—হে ভাগবতোত্তমোত্তমো শৌনক! মহারাজ পরীক্ষিৎ উক্ত-প্রকারে শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলে তার মনে পড়ে গেল সেই সেই লীলা বিশেষ। হৃদয়ে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হল অনন্ত ঐশ্বর্য মাধুর্যপূর্ণ কৃষ্ণ। এতে তাঁর অখিল ইন্দ্রিয় হৃত হল। উচ্চস্বরে ভগবন্নাম কীর্তনাদিরূপ বহুল প্রয়াসে পুনরায় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লাভ হলে মহারাজের প্রতি ধীরে ধীরে তিনি বলতে লাগলেন।

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মায়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী শক্তিঃ। হরিরিত্যন্যমায়া নিরস্তা যোগ-মায়েত্যর্থঃ। তয়ৈব ভগবন্নিত্যপরিজনানাং মোহনসম্ভবাৎ॥ বি০ ৪২॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মায়**—দুর্ঘটঘটন-পটীয়সী শক্তি। **হরেঃ ইতি**—হরির মায়া, এই বাক্যে অন্য মায়া নিরস্ত হল। এখানে 'মায়া' পদে যোগমায়া অর্থ করা হল, তাঁর দ্বারাই ভগ-বানের নিত্য পরিজনদের এইরূপ মোহন সম্ভব হেতু॥ বি০ ৪২॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ শ্রবণার্থমত্যোৎসুক্যেন্ গুরুংপ্রোৎসাহয়তি—বয়মিতি। বহুত্বং বন্ধুবর্গাপেক্ষয়াঽপি, কিংবা তচ্ছিষ্যত্বাদিনা আত্মনো বহুমানাৎ; ক্ষত্রবন্ধবঃ ক্ষত্রিয়াধমা অপি, এত চ্চাত্যন্তবিনয়াৎ পুণ্যং মনোজ্ঞং তত্র গুণবিশেষং বোধয়তি—ত্বত্ত ইতি হে গুরো ত্বচ্ছিষ্যত্বেনৈব ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ, বিশেষতশ্চ ত্বত্তঃ কৃষ্ণকথামৃতপানেন ধন্যতরাঃ মুহুঃপানেন চ ধন্যতমা ইত্যর্থঃ॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ শ্রবণের জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা হেতু গুরুকে উত্তেজিত করা হচ্ছে—বয়ম্ ইতি। এখানে 'আমরা' এইরূপ বহু বচন প্রয়োগ, রাজা পরীক্ষিতের নিজ বন্ধুগণের অপেক্ষায়। কিম্বা শ্রীশুকদেবের তিনি শিষ্য,এইসব অপেক্ষায় নিজেকে বহু মাননহেতু। **ক্ষত্রবন্ধবঃ**—আমরা ক্ষত্রিয়াধম হলেও—অত্যন্ত বিনয় হেতু দৈন্য। **পুণ্যং**—মনোজ্ঞ, এখানে শ্রীশুকদেবের মুখে হরিকথার গুণবিশেষ বোঝানো হচ্ছে—**ত্বত্তঃ**—অর্থাৎ আপনার মুখে। হে গুরো। আপনার শিষ্য বলেই আমরা **ধন্যাঃ**—কৃতার্থ। বিশেষতঃ আপনার মুখ থেকে কৃষ্ণকথা অমৃত পান হেতু ধন্যতর, আর মুহুর্মুহু পানে ধন্যতম॥ জী০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হে গুরো, ইতি মম ত্বচ্ছিষ্যত্বা "দ্রুয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবোগুহ্যম-প্যুতে"তি বিধেরবশ্যবক্তব্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। পিবাম ইতিস্বশক্তিব্যঞ্জনয়া স্বস্য স্নিগ্ধত্বঞ্চ ॥ বি॰ ৪৩ ॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ হে গুরো ইতি**—রাজা পরীক্ষিৎ বলছেন, আমি আপনার শিষ্য, এই হেতু "স্নিগ্ধ শিষ্যের নিকটে গুরুদেব গুহ্য কথাও বলবেন" এইরূপ বিধি থাকায় আমার নিকট আপনার অবশ্য বলা উচিত, এইরূপ ভাব ব্যঞ্জিত হচ্ছে 'গুরো' সম্বোধনে ॥ বি॰ ৪৩ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ** বাদরায়ণিরিতি—পিতৃনাম্নোল্লেখাত্তস্যাপি নন্দনত্বেন মাহাত্ম্যবিশেষঃ সূচিতঃ, অতএব তেন তদীয়প্রশ্নবিশেষেণ স্মারিতস্তত্তদ্বিশেষেণ হৃদয়ং প্রাপিতোঽনন্তঃ শাদ্বলজেমনাদিব্রহ্মস্তূয়মানতাপর্য্যন্তানন্তৈশ্বর্য্যমাধুরীকঃ কৃষ্ণঃ, তেন হৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ, প্রেমভরেণ তদেক-পরিস্ফূর্ত্ত্যা লীনসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিরিত্যর্থঃ। অয়ং প্রমোদমোহানুভাবঃ প্রলয়াখ্যঃ, কম্পপুলকাদিবৎ প্রেমবিকার বিশেষো জ্ঞেয়ঃ। সংস্মারিত ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ, তথাপি স এবার্থঃ, স চ স্বাম্যসম্মতঃ, চিৎসুখস্য তু সম্মতঃ। কৃচ্ছ্রাদুচ্চৈঃ করতাল-শঙ্খ-ভেরী-দুন্দুভি-নিঃশনাদি-বাদ্যযুক্ত-কীর্ত্তনোদ্‌ঘোষণৈর্বহুল-প্রয়াসেন লব্ধবহির্দৃশিঃ জাতেন্দ্রিয়-বহির্বৃত্তিরিত্যর্থঃ। পুনরিত্যনেন পূর্ব্বমপি বারং বারমীদৃশো জাতোঽস্তীতি বোধ্যতে, তত্র তত্রৈব তাতেতি বারং বারং সম্বোধনমিত্যভিজ্ঞা আহুঃ। তদর্থং শ্রীপরীক্ষিতা মহাব্যগ্রেণ সতা নিজান্তিকে তত্ত-দ্বাদ্যাদি-শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সামগ্রী শ্রীজনমেজয়তো রক্ষিতাস্তীত্যাখ্যায়িকা প্রসিদ্ধা; শনৈরিতি—তদানীমনু-বর্ত্তমানেন প্রেমভরেণাক্রান্তত্বাৎ। হে ভাগবতোত্তমোত্তম ইতি—তৎপরমগুহ্যমপি শ্রোতুমর্হসীতি ভাবঃ। ক্বচিৎ স্বাম্যসম্মতো দ্বিতীয়ান্তপাঠঃ চিৎসুখসম্মতঃ। ততশ্চ প্রতিবচনে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ জী॰ ৪৪ ॥

৪৪। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ বাদরায়ণিঃ ইতি**—পিতার নাম উল্লেখ হেতু শুকদেবেরও মাহাত্ম বিশেষ সূচিত হচ্ছে পুত্রত্ব গুণে। রাজা পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন বিশেষের দ্বারা **তৎ-স্মারিতান্**—সেই সেই লীলার বিশেষ স্মরণ হওয়াতে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে ছবির মতো ফুটে উঠল অনন্ত তৃণময় বনপ্রদেশে বন ভোজনাদি দৃশ্য ও ব্রহ্মার স্তুতি পর্যন্ত অনন্ত ঐশ্বর্য মাধুর্যপূর্ণ কৃষ্ণ—এর দ্বারা তাঁর অখিলেন্দ্রিয় হৃত হওয়াতে প্রেমভরে একমাত্র উহারই পরিস্ফূর্তি দ্বারা তার সর্বেন্দ্রিয়বৃত্তি লীন হয়ে গেল, ইহা প্রলয়-নামক প্রমোদ-মোহ অনুভাব, কম্পপুলকাদিবৎ প্রেমবিকার বিশেষ। **কৃচ্ছ্রাৎ**—উচ্চ করতাল-শঙ্খ-ভেরী-দুন্দুভি-নিঃশনাদি বাদ্যযুক্ত উচ্চসঙ্কীর্তনরূপ বহুল প্রয়াসে **লব্ধবহির্দৃশিঃ**—ইন্দ্রিয়ের বহির্বৃত্তি ফিরে এল। **পুনঃ**—পুনরায় ফিরে এল, এই বাক্যে বুঝা যাচ্ছে বার বার শ্রীশুকদেবের এই ভাব-বিহ্বলতা হচ্ছিল। সেই সেই অবস্থায় হে পিতা, এইরূপ বারম্বার সম্বোধন করেছিলেন রাজা পরীক্ষিত, এইরূপ কোনও কোনও অভিজ্ঞগণ বলেন। এই জন্যে শ্রীপরীক্ষিৎ মহাব্যগ্র হয়ে নিজের কাছে সেই সেই বাদ্যাদি কৃষ্ণকীর্তন সামগ্রী পুত্র জন্মজয়ের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলেন, এইরূপ আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে। **শনৈঃ ইতি**—সেই সময়ে একের পর এক প্রেমতরঙ্গে আক্রান্ত হওয়া হেতু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন।

দশমঃ স্কন্ধঃ

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নু তনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ॥

১। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ—[হে] ভাগবতোত্তম, মহাভাগ [পরীক্ষিৎ] ত্বয়া সাধু (উত্তমং) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতম্)। যৎ মুহুঃ (নিরন্তরং) ঈশস্য কথাং শৃণ্বন্ অপি নূতনয়সি (অশ্রুতচরীমিব করোষি ইতি)।

১। **মূলানুবাদ** ঃ হে মহাভাগ! হে ভাগবতোত্তম। তোমার প্রশ্নটি অতি সমীচীন হয়েছে। যেহেতু মুহুর্মুহু আস্বাদিত কৃষ্ণকথাকেও নবনবায়মান করে তুলছে।

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ হে মহাভাগেতি—গর্ভেঽপি তেন শ্রীভগবতো দর্শনাৎ। হে ভাগবতোত্তমেতি—তৎকথৈকরসিকত্বাৎ। তথা দ্বিঃসম্বোধনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তত্বাৎ প্রেম্ণৈব, যদ্‌যস্মাৎ ঈশস্য স্বপ্রভোঃ॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ হে মহাভাগ ইতি**—মাতৃগর্ভে থাকা কালেও শ্রীভগবানের দর্শন পেয়েছিলেন তাই শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে 'মহাভাগ্যবান্' বলে সম্বোধন করা হল। হে ভাগবতোত্তমমেতি—শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ কৃষ্ণকথা রসিক বলে তাকে এইভাবে সম্বোধন। তথা রাজা কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত থাকা হেতু প্রথম ডাকে চেতনা আসে নি, তাই প্রেমে দুইবার সম্বোধন। **যৎ**—যে কারণে। **ঈশস্য**—নিজ প্রভুর॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ জেমনং বৎসতৎপালহরণং ব্রহ্মমোহনং। স্বভূতবৎসবিষ্ণ্বাদিপ্রাদুর্ভাবস্ত্রয়োদশে॥ বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিবিমোহনাদ্যৈশ্বর্যং যদংশাংশভবং স কৃষ্ণঃ। বিষ্ণ্বাদিসৃষ্টিং বলদেবমোহং স্বৈশ্বর্য্যমত্রৈক্ষয়তাত্মযোনিম্॥ যে ভাগবতেষূত্তম, কথং মে ভাগবতোত্তমত্বং? তত্রাহ—যদিতি। নূতনয়সি নূতনীকরোষি। শ্রুতাং মুহুরাস্বাদিতামপিকথামশ্রুতচরীমিব করোষীতি কথায়ামনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ॥ বি০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ ত্রয়োদশে বলা হয়েছে—বন ভোজন, গোবৎস ও গোপবালক হরণ, ব্রহ্ম মোহন, কৃষ্ণের নিজের থেকে আবির্ভূত গোবৎস-বিষ্ণুমূর্তি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব। বিশ্বের সৃষ্টি

হে ভাগবতোত্তমোত্তম ইতি—শৌনক পরমভাগবত হওয়ায় সেই কথা পরম-গুহ্য হলেও তিনি তা শোনার উপযুক্ত এইরূপ ভাব ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কৃচ্ছ্রাৎ উচ্চৈর্ভগবন্নামকীর্ত্তনোদ্ঘোষৈস্তত্রত্য নারদব্যাসাদিমুনি-কৃতৈরতিযত্নভরাদিত্যর্থঃ, হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক ॥ বি০ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃচ্ছ্রাৎ**—সেখানকার নারদ ব্যাসাদি মুনিদের উচ্চ কণ্ঠে ভগবন্নাম কীর্তনের উচ্চ শব্দ হেতু অর্থাৎ অতি যত্নভরাদি হেতু পুনরায় বাহ্য জ্ঞান লাভ করে। হে ভাগবতোত্তমোত্তমো—শৌনক ॥ বি০ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে-দ্বাদশ অধ্যায় বঙ্গানুবাদ
সমাপ্ত ।